ISSN-0971-8435

যোজনা
ধনধান্যে

মার্চ ২০১৯ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

উন্নয়ন

ভারতে সকলের আর্থিক উন্নয়ন
ড. জে. ডি. আগরওয়াল

দেশের বিকাশ ও স্বাস্থ্য
চন্দ্রকান্ত লহরিয়া

সুস্থায়ী উন্নয়ন ও যুবসমাজের কর্মসংস্থান
ড. যতীন্দ্র সিং

বিশেষ নিবন্ধ
সর্বাত্মক বিকাশের লক্ষ্যে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ
ড. মুনিরাজু এস. বি.

ফোকাস
অন্তর্বর্তী বাজেট : বৃহত্তর অভিপ্রায়ের প্রয়োগ
শিশির সিনহা

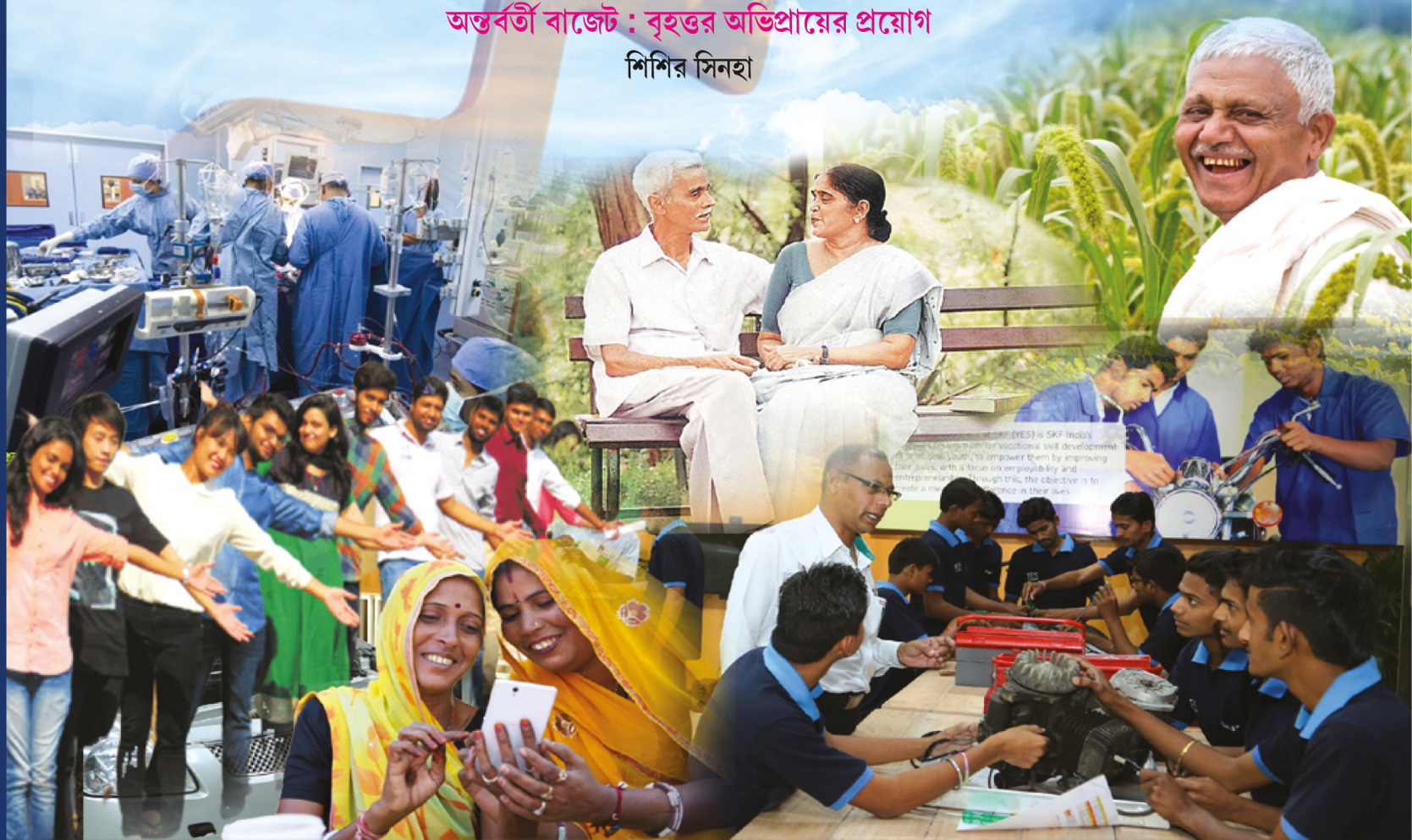

‘ন্যাশনাল ভার্চুয়াল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়া’

জাতীয় গ্রন্থাগার মিশন বা ‘ন্যাশনাল মিশন অন লাইব্রেরিস’ (NML)-এর অন্যতম অঙ্গ ‘ন্যাশনাল ভার্চুয়াল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়া’ (NVLI)। জাতীয় গ্রন্থাগার মিশনের সূচনা হয় ২০১৪ সালে, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের উদ্যোগে। উদ্দেশ্য সারা দেশের গ্রন্থাগারগুলির আধুনিকীকরণ ও পারস্পরিক ডিজিটাল সংযুক্তকরণ। ‘ন্যাশনাল ভার্চুয়াল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়া’-র লক্ষ্য ভারত সম্পর্কিত সমস্ত তথ্যাবলি সামগ্রিকভাবে একটি ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডারে সংকলন করা, যাতে তা সার্বজনীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে (open access environment-এর মাধ্যমে)।

राष्ट्रीय वर्चुअल ज्ञानभुवन
NATIONAL VIRTUAL LIBRARY OF INDIA
भारती भा भुवनेषु भातु

‘ন্যাশনাল ভার্চুয়াল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়া’-র প্রধান বৈশিষ্ট্য

(১) বহু-ভাষিক user interface-এর মধ্যে তথ্য সন্ধান করা। (২) Virtual পরিবেশে জ্ঞানলাভ। (৩) বৈদ্যুতিন প্রশাসন ব্যবস্থা বা E-Governance platform-এর দৌলতে ডেটা অ্যানালিটিক্স। (৪) বিবিধ ভাষায় তথ্য সন্ধান ও তত্ত্ববিদ্যা/জ্ঞানভাণ্ডার (ontology/thesaurus)-ভিত্তিক ফলাফল।

মৌলিক ভাবনা একটি বিশাল অনলাইন গ্রন্থাগার গড়ে তোলা, যেখানে বিবিধ ক্ষেত্রের সব ধরনের তথ্য ও resource মজুত থাকবে, একটি জায়গায়। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি এর দ্বারা বিশেষত উপকৃত হবেন গবেষক, পড়ুয়া ও বিশেষজ্ঞরা—প্রথাগত পাঠাগার প্রাঙ্গণে তাদের আর প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির জন্য হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি করতে হবে না। তার ওপর, এই সবকিছুই স্থায়ীভাবে ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য সঞ্চিত থাকবে। ‘ন্যাশনাল ভার্চুয়াল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়া’-র উদ্দিষ্ট ব্যবহারকারী শুধুমাত্র, বিদ্যার্থী, গবেষক, ডাক্তার ও পেশাদাররাই নন, তাদের মধ্যে থাকছেন শিক্ষাগত, সামাজিক, আর্থিক ও শারীরিকভাবে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষজনও। অতএব, মানুষের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে এটি একটি knowledge society (আক্ষরিক অর্থে ‘জ্ঞান সমাজ’) গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ডিজিটাল আকারে সমস্ত তথ্যাদির সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করবে।

‘ন্যাশনাল ভার্চুয়াল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়া’ গড়ার জন্য মোট ব্যয় ৭২.৩৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের দায়িত্বে আইআইটি বম্বে। সহযোগিতায় পুণের সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অব অ্যাডভান্স কম্পিউটিং (C-DAC) ও দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (IGNOU)। ইতোমধ্যেই আইআইটি বম্বেকে ৭১.৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

‘ন্যাশনাল ভার্চুয়াল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়া’-র জন্য core software application and cloud infrastructure তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ২০১৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ‘ন্যাশনাল ভার্চুয়াল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়া’ চালু করা হয় (soft launch)। ‘মেটাডেটা হার্ভেস্টিং’ ও তার ‘কিউরেশন’-এর কাজ চলছে। ২০১৬ সালের ২৬ এপ্রিল জাতীয় গ্রন্থাগার মিশন ও আইআইটি বম্বের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্র অনুসারে আইআইটি বম্বের ৩ বছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজে শেষ করার কথা।

জাতীয় গ্রন্থাগার মিশনের আওতাধীন মডেল গ্রন্থাগার গড়া

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের আওতাধীন ৬-টি পাঠাগারের পাশাপাশি ৩৫-টি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও ৩৫-টি জেলা গ্রন্থাগার জাতীয় গ্রন্থাগার মিশনের আওতায়। এখনও পর্যন্ত ২২-টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ৪১-টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ‘ন্যাশনাল ভার্চুয়াল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়া’-র পোর্টালে রয়েছে ১০-টি জাতীয় জাদুঘর, পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের গ্রন্থাগার ও ঐতিহ্যবাহী স্থলে অবস্থিত প্রদর্শশালা, National Mission on Monuments and Antiquities (NMMA), National Cultural Audiovisual Archive (NCAA), NPTEL, Union Catalogue (bibliographic collections from National Libraries), Catalogues of National Archive of India, Open Repositories, সরকারি ওয়েবসাইট ও সংবাদপত্রের ডেটা। বর্তমানে ন্যাশনাল ভার্চুয়াল লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়া’-র পোর্টালে রয়েছে মোট ৬৯,৯৫,৬৬৯-টি রেকর্ড।❑

সূত্র : PIB ও NVLI Portal

মার্চ, ২০১৯

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **শামিমা সিদ্দিকী**
উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**
সম্পাদক : **রমা মন্ডল**
সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**
প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮, এসপ্লানেড ইস্ট,
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দুই বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- অন্তর্বর্তী বাজেট : করদাতাদের জন্য বিপুল সুবিধা — টি. এন. অশোক ৫
- ভারতে সকলের আর্থিক উন্নয়ন — ড. জে. ডি. আগরওয়াল ৭
- সুপ্রশাসনের হাত ধরে সর্বাত্মক বিকাশ — ড. যোগেশ সুরি, দেশগৌরব শেখরি ১০
- দেশের বিকাশ ও স্বাস্থ্য — চন্দ্রকান্ত লহরিয়া ১৪
- সুস্থায়ী উন্নয়ন ও যুবসমাজের কর্মসংস্থান — ড. যতীন্দ্র সিং ১৯
- ভারতে মহিলাদের বিকাশ — ড. শাহিন রাজি ২৩
- পড়ুয়া বাড়ছে, অসমতা কমছে : দেশে শিক্ষার খতিয়ান — শালিন্দার শর্মা, ড. শশীরঞ্জন ঝা ৩০
- শিশুর অধিকারের ইতিকথা — কিরণ আগরওয়াল ৩৩
- লক্ষ্য এক প্রবীণবান্ধব ভারত গড়ে তোলা — শিলু শ্রীনিবাসন ৩৭

বিশেষ নিবন্ধ

- সর্বাত্মক বিকাশের লক্ষ্যে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ — ড. মুনিরাজু এস. বি. ৪০

ফোকাস

- অন্তর্বর্তী বাজেট : বৃহত্তর অভিপ্রায়ের প্রয়োগ — শিশির সিনহা ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৪৯
- যোজনা নোটবুক — —ওই— ৫০
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— ৫১
- জানেন কি? — দ্বিতীয় প্রচ্ছদ

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

উন্নয়নের পরিদৃশ্য

উন্নয়ন, বিবিধ প্রেক্ষিতে শব্দটির অর্থ ভিন্ন। তার অর্থ কোনও ব্যক্তির মানসিক বা শারীরিক উন্নয়ন হতে পারে; অথবা, একজন গবেষকের ক্ষেত্রে তা হাতে পারে কোনও ভাবনা বা ধারণার উন্নয়ন; আবার, তা একজন নৃত্যপরিচালকের কাছে হতে পারে একটি থিমের উন্নয়ন।

একটি দেশের ক্ষেত্রে, উন্নয়নের প্রেক্ষাপট সুদূরপ্রসারী। যেমন, দেশের অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নতি; সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ওপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয়সমূহ; শিশুবিকাশ, লিঙ্গ সমতা, ইত্যাদি। অন্তর্ভুক্তিমূলক বিকাশও এর অঙ্গবিশেষ।

জাতির আর্থিক উন্নয়ন সম্ভবপর হয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকেই কেন্দ্র করে। যতক্ষণ গ্রামের নিরক্ষর মানুষটিকে আর্থিক ক্ষেত্রে দেশের মূলস্রোতে আনা না যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আর্থিক উন্নয়ন শব্দবন্ধটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও বাজেট দস্তাবেজে ছাপার অক্ষরেই সীমাবদ্ধ। বিগত বছরগুলিতে সাধারণ মানুষজনের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিত করা তথা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে শামিল করার উদ্দেশ্যে নানা প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে।

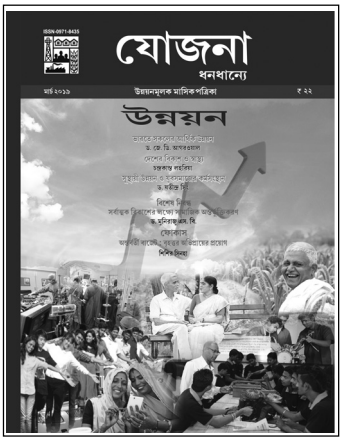

জাতীয় উন্নয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সুশাসন, কারণ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে সরকারি প্রকল্প ও যোজনার সুফল পৌঁছানো সুনিশ্চিত করে প্রশাসন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুবিকাশ, আঞ্চলিক উন্নয়ন, আইন, পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার—এসবই সুশাসনের দৌলতে।

জাতির উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র স্বাস্থ্য পরিচর্যা। সরকারি প্রকল্পের উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য পরিষেবায় উন্নতি এবং প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র থেকে দরিদ্রতমের হাতের নাগালে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রসারিত করা।

জাতির উন্নয়নকল্পে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল দুর্বলতর শ্রেণির সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে মধ্যবর্তিতা। সংবিধানে সমাজের তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, অনগ্রসর শ্রেণি, বিমুক্ত জনজাতি, যাযাবর উপজাতি, সাফাই কর্মচারী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু শ্রেণিভুক্ত মানুষদের সুরক্ষার জন্য সংস্থান রয়েছে। বিভিন্ন নীতি এবং প্রকল্পও এদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে।

জাতির ভবিষ্যৎ যুব সম্প্রদায় এবং তাদের ক্ষমতায়ন জাতির উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভারত, আজ, জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড)-এর সুবিধা পাচ্ছে, আর এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এখন প্রয়োজন এমন পরিকল্পনা ও প্রকল্প, যার দৌলতে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে যুবাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হবে।

জাতীয় উন্নয়নে নারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে; লিঙ্গ সাম্য সুনিশ্চিত করা ও নারীদের ক্ষমতায়ন জাতির উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আসলে, বর্তমানে নারীদের উন্নয়নের পরিবর্তে নারীদের নেতৃত্বে উন্নয়নের ডাক দেওয়া হচ্ছে। সদ্যজাতের পরিচর্যা, গর্ভাবস্থা, স্তন্যদায়িনী মায়েদের পুষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে একাধিক যোজনা ও প্রকল্প চালু আছে। সশস্ত্রবাহিনী, চিকিৎসা, অর্থনীতি থেকে অটোরিকশা, বাস চালানো বা এমনকী প্লেন ওড়ানোর মতো পুরুষ-প্রধান কর্মক্ষেত্রেও মহিলাদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা, শিশুবিকাশ, বয়স্কদের স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপনের মতো ক্ষেত্রগুলিতে উন্নয়ন জাতির উন্নয়নের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

জাতির জনকের কথায় : ''তোমার দেখা দরিদ্রতম ও দুর্বলতম মানুষটির মুখখানি মনে করে নিজেকে প্রশ্ন করো যে পদক্ষেপটি তুমি নেওয়ার কথা ভাবনাচিন্তা করছো, সেটি তার কোনও উপকার লাগবে কি না?'' এই একটি বাক্যই উন্নয়নের সমগ্র প্রেক্ষাপট তুলে ধরে আর এটিই সমস্ত উন্নয়ন নীতির মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।❑

অন্তর্বর্তী বাজেট : করদাতাদের জন্য বিপুল সুবিধা

টি. এন. অশোক

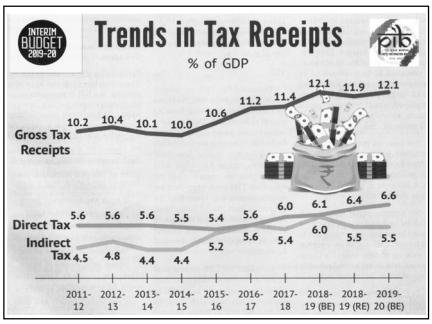

অর্থনীতির আশু সমস্যাগুলির দিকে নজর দিয়েছে, অর্থনীতিকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে আটকেছে এবং একইসঙ্গে মানুষকে কর ছাড়ের সুবিধা দিয়েছে। এর ফলে মানুষের হাতে বেশি টাকা থাকবে। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা "উপভোক্তা নির্ভর অর্থনীতি"-র কথা বলেন। অর্থাৎ, একজন গ্রাহকের হাতে টাকা থাকলে তিনি দ্রব্যসামগ্রী কিনবেন, এতে চাহিদার সৃষ্টি হবে, উৎপাদকরা আরও বেশি করে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে উৎসাহিত হবেন এবং এতে সার্বিকভাবে বিকাশের গতি বাড়বে।

ফেব্রুয়ারির পয়লা তারিখে সংসদে পেশ করা ২০১৯-'২০ সালের বাজেটে করদাতাদের জন্য বিভিন্ন সুবিধার প্রস্তাব রয়েছে। এতে বেতনভোগী ও অন্যান্য শ্রেণির জন্য আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে, বাড়ানো হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের সীমা, বাড়ির আনুমানিক ভাড়ার ওপর ছাড় দেওয়া হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভের ওপর করছাড়ের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং TDS প্রযোজ্য হবার জন্য সুদের ন্যূনতম সীমা বাড়ানো হয়েছে।

মুদ্রাস্ফীতি, রাজকোষ ঘাটতি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা, কারেন্ট অ্যাকাউন্টের ঘাটতি (রপ্তানি থেকে আয় ও আমদানি বাবদ খরচের ফারাক) নিয়ন্ত্রণ, কৃষকদের দুঃখদুর্দশা দূর প্রভৃতি যেসব সমস্যার আশু মোকাবিলা অর্থনীতিকে করতে হয়, সেগুলির নিরসনে প্রস্তুত এক অর্থনৈতিক বিবৃতিকে বাজেট বলে।

অর্থনীতির সামনে যেসব সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, বাজেট সেগুলির মোকাবিলা করে মানুষকে স্বস্তি দেয়।

আসুন, এক এক করে দেখা যাক এবারের বাজেটে কর সম্পর্কিত কী কী প্রস্তাব আছে, সেগুলির মাধ্যমে কী অর্জন করা সম্ভব এবং সেগুলির সুফল মানুষ কীভাবে পেতে পারেন।

● **কর প্রস্তাবের বিবরণ :**

বেতনভোগী করদাতাদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের মাত্রা ৪০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০,০০০ টাকা করা হয়েছে। যদি কেউ সর্বাধিক ৩৫.৮৮ শতাংশ হারে কর দেন, তাহলে তিনি সর্বাধিক ৩,৫৮৮ টাকা করের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন।

আপনি যদি এদেশে বসবাসকারী একজন করদাতা হন এবং আপনার করযোগ্য আয় (সব ছাড়ের পর) ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়, আপনি পুরোটাই করছাড় পাবেন। এর আগে এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেস মিলিয়ে মোট ১৩,০০০ টাকা কর দিতে হ'ত। এমনকী আপনার মোট আয় যদি সাড়ে ৬ লক্ষ টাকা হয়, তাহলেও আপনাকে কর দিতে হবে না; যদি আপনি ৮০সি ধারায় উল্লেখিত প্রভিডেন্ট ফান্ড, নির্দিষ্ট কিছু সঞ্চয় ও বিমা প্রকল্পে টাকা জমা রাখেন। ট্যাক্স গুরু নামে প্রখ্যাত একটি কর সংক্রান্ত প্রকাশনা সংস্থা এই দাবি করেছে।

এক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী বাজেটে অতিরিক্ত ছাড়ের প্রস্তাব রয়েছে। গৃহঋণের সুদের ওপর ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, শিক্ষাঋণের সুদ, জাতীয় পেনশন প্রকল্পে টাকা জমা, চিকিৎসা বিমার মাশুল, প্রবীণদের চিকিৎসা খরচ প্রভৃতিতে ছাড় আছে। সব মিলিয়ে ১৮,৫০০ কোটি টাকা করছাড়ের সুবিধা দেবার সংস্থান রয়েছে এই বাজেটে। এই সুবিধা ভোগ করবেন প্রায় ৩ কোটি মধ্যবিত্ত

[লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি PTI-এর অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত সম্পাদক এবং দিল্লির চিফ অব ব্যুরো হিসাবে কাজ করেছেন। ই-মেল : ashoktnex@gmail.com]

ও ক্ষুদ্র করদাতা, যার মধ্যে রয়েছেন স্বনিযুক্ত ব্যক্তি, ছোট ব্যবসা ও ব্যবসায়ী, বেতনভোগী, পেনশন প্রাপক এবং প্রবীণ নাগরিকরা।

বেতনভোগীদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের মাত্রা ৪০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০,০০০ টাকা করা হয়েছে। এতে ৪,৭০০ কোটি টাকা করছাড়ের সুবিধা পাবেন ৩ কোটিরও বেশি বেতনভোগী ও পেনশন প্রাপক।

মালিকানাধীন দ্বিতীয় বসতবাড়ির আনুমানিক ভাড়া আর করযোগ্য আয়ের সঙ্গে যোগ করা হবে না। এর ফলে আপনি দু'টি বসতবাড়ি নিজের জন্য রাখতে পারবেন অথচ সেজন্য করযোগ্য আয় বাড়বে না।

বসতবাড়ি বিক্রির দৌলতে উদ্ভুত দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভ নতুন বাড়ির বিনিয়োগে ব্যবহার করলে তা করের আওতার বাইরে থাকবে। আগে একটি নতুন বাড়িতে বিনিয়োগের ওপর এই সুবিধা পাওয়া যেত, এখন দু'টি বাড়ির ওপর বিনিয়োগে ছাড় পাওয়া যাবে। শর্ত একটিই, দু'টি বাড়িই ভারতে হতে হবে। আর এই সুবিধা কোনও ব্যক্তি বা হিন্দু একান্নবর্তী পরিবার একবারই পাবে। এর সর্বাধিক সীমা ২ কোটি টাকা। ফলে কোনও ব্যক্তি বা হিন্দু একান্নবর্তী পরিবার একটি বাড়ি বিক্রি করে সেই লাভ দু'টি বাড়িতে বিনিয়োগ করতে পারবেন, অথচ তাঁকে দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভের জন্য কোনও কর দিতে হবে না।

ব্যাঙ্ক ও ডাকঘরে জমা টাকার সুদের ওপর উৎসমূলে কর বা TDS কাটার ক্ষেত্রে ন্যূনতম সুদের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০,০০০ টাকা করা হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই সীমা ৫০,০০০ টাকা। আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় আয়কর মুক্ত। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, করযোগ্য আয় আড়াই লক্ষের অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের পরিমাণ ১০,০০০ টাকার বেশি হয়েছে বলে অনেকে আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন, TDS বাবদ কাটা টাকা ফেরত নিতে। ৪০,০০০ টাকার বেশি সুদ না হলে এমন ব্যক্তিদের আর রিটার্ন দাখিল করতে হবে না।

আয়কর দপ্তরকে করদাতাবান্ধব করে তুলতে আয়কর রিটার্ন ২৪ ঘন্টার মধ্যে খতিয়ে দেখে রিফান্ড দেবার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এখন করদাতাদের রিফান্ড পেতে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয়। এমনকী, কেউ কেউ এক আর্থিক বছরে রিটার্ন জমা দিয়ে পরের আর্থিক বছরে রিফান্ড পান।

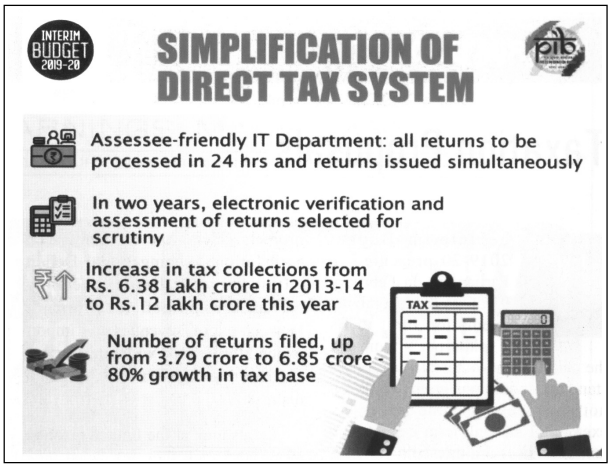

আরেকটা বড়ো সুবিধা হল, সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও খতিয়ে দেখার কাজ স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ায় করা। এই কাজটা হবে ব্যাক অফিসে, কর বিশেষজ্ঞ ও আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে। করদাতাদের সঙ্গে আধিকারিকদের ব্যক্তিগত যোগাযোগের আর প্রয়োজন হবে না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ২০১৯-২০ সালের অন্তর্বর্তী বাজেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল : ১২ কোটি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে সরাসরি অর্থসাহায্যের প্রকল্প, অসংগঠিত ক্ষেত্রে ১০ কোটি শ্রমিকের জন্য পেনশন প্রকল্প, ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কে আয়করের আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়া, স্ট্যাম্প ডিউটির সংস্কার, প্রতিরক্ষার জন্য এযাবৎ সর্বাধিক ৩ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য ৫৮১৬৬ কোটি টাকার রেকর্ড বরাদ্দ, হরিয়ানার এইমস স্থাপনের প্রস্তাব, বিদেশিদের সঙ্গে একই মাপকাঠিতে ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য এক জানালা মঞ্জুরি ব্যবস্থা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিকাঠামোয় অধিকতর বাজেট বরাদ্দ এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি-সহ দুর্বলতর শ্রেণির কল্যাণের অঙ্গ হিসাবে দেড় কোটি মৎস্যজীবীর কল্যাণে মৎস্যচাষের জন্য পৃথক দপ্তর সৃষ্টি।

প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধির (পি এম—কিষান) আওতায় যেসব কৃষকের ২ হেক্টর পর্যন্ত চাষের জমি আছে, তাদের প্রতি বছর ৬,০০০ টাকা করে অর্থসাহায্য করা হবে। এই টাকা ২,০০০ টাকার সমান তিনটি কিস্তিতে সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ২০১৮ সালের পয়লা ডিসেম্বর থেকে এই প্রকল্প কার্যকর হয়েছে। ২০১৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত প্রথম কিস্তির টাকা এই বছরের মধ্যেই কৃষকরা পেয়ে যাবেন।

২০১৮-'১৯ সালে রাজকোষ ঘাটতি ৩.৪ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, যা সাত বছর আগে ছিল ৬ শতাংশ। চলতি খাতে ঘাটতি (Current Account Deficit—CAD) এই বছরে মাত্র ২.৫ শতাংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, ৬ বছর আগে এই হার ছিল ৫.৬ শতাংশ।

শেষ কথায়, এটি এমন এক বাজেট যা অর্থনীতির আশু সমস্যাগুলির দিকে নজর দিয়েছে, অর্থনীতিকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে আটকেছে এবং একইসঙ্গে মানুষকে কর ছাড়ের সুবিধা দিয়েছে। এর ফলে মানুষের হাতে বেশি টাকা থাকবে। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা ''উপভোক্তা নির্ভর অর্থনীতি''-র কথা বলেন। অর্থাৎ, একজন গ্রাহকের হাতে টাকা থাকলে তিনি দ্রব্যসামগ্রী কিনবেন, এতে চাহিদার সৃষ্টি হবে, উৎপাদকরা আরও বেশি করে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে উৎসাহিত হবেন এবং এতে সার্বিকভাবে বিকাশের গতি বাড়বে।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ভারতে সকলের আর্থিক উন্নয়ন

ড. জে. ডি. আগরওয়াল

সারা বিশ্বেই, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে সমাজের উন্নয়ন এবং কল্যাণের এক উল্লেখযোগ্য নির্দেশক বলে গণ্য করা হয়। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উন্নয়ন জরুরি। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আরও বেশি কার্যকর করার জন্য চাই, দেশের গ্রামাঞ্চল ও ছোটোখাটো শহরে ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা। চাই সফটওয়্যারে আর্থিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আধুনিক প্রযুক্তি; অর্থাৎ স্মার্ট ফোন, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, ইনভেসটিং সার্ভিস, ক্রিপটো কারেন্সি (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ছাড়বে) ব্লক চেনকে উৎসাহ দেওয়া। এসব আর্থিক পরিষেবাকে আমজনতার নাগালে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে। আর্থিক সাক্ষরতা অভিযান আরও বেশি জোরদার হওয়ার দরকার।

আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্ক আছে অর্থ বাজার, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অর্থ সংস্থার, ওই সব প্রতিষ্ঠানের সুযোগের নাগাল পাওয়া, দক্ষতা এবং স্থিতিশীলতার।

দেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে, আর্থিক উন্নয়ন ও অর্থ ব্যবস্থা জোরদার করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য, সমাজের দুর্বল শ্রেণি এবং অর্থ ব্যবস্থার নাগাল না পাওয়া লোকজন ও অর্থনীতিক উন্নতির সুবিধে পাচ্ছে না এমন সব মানুষের জন্য এসবের ব্যবস্থা করে বিকাশ হার বাড়ানো, গরিবি কমানো এবং স্থায়ী বা টেঁকসই উন্নয়ন অর্জন।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বলতে বোঝায়, দুর্বল শ্রেণি ও কম আয়ের লোকজনকে তাদের সঙ্গতির মধ্যে আর্থিক পরিষেবা এবং সময়মতো ও প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়ার সুযোগ দেওয়া। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাতে আমানতের হার বাড়ানো, অর্থ সংস্থা ও ব্যাঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি, হাজার পিছু মানুষের অ্যাকাউন্ট সংখ্যা বাড়ানো, প্রতি ১ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্কের জন্য ব্যাঙ্ক শাখা বৃদ্ধি ইত্যাদি। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট থাকা মানুষের শতকরা হার বাড়ানো, ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়া ছোটোখাটো সংস্থার শতকরা হার বৃদ্ধি ইত্যাদি নিশ্চিত করতে চায়। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য, অর্থ ব্যবস্থায় দক্ষতা সুনিশ্চিত করা। এজন্য মোট সম্পত্তিতে খরচ, মুনাফার সম্ভাব্যতা, পর্যাপ্ত মূলধন অনুপাত বজায় রাখা, অর্থ বাজারে চড়া ওঠাপড়া কমানোর দিকে তা খেয়াল রাখে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সমাজের গরিব এবং অসহায় মানুষকে আর্থিক ব্যবস্থার নাগাল পেতে সহায়তা করে। এর সুবাদে তারা আর্থিক ও ভৌত সম্পত্তির মালিক হতে পারে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং ব্যবসাপাতির জন্য ঋণ চাইতে পারে। হঠাৎ প্রয়োজনে এবং বুড়ো বয়সের জন্য সঞ্চয়ও করতে পারে। এটা তাদের গরিবি এবং অক্ষমতা কমাতে সাহায্য করবে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি তাদের নাগালে পৌঁছে দেয় বেশ কিছু আর্থিক পরিষেবা। এসব পরিষেবার সুবাদে অসময়ে মৃত্যু বা পরিবারের রোজগেরে মানুষটি কোনও দুর্ঘটনায় পড়লে আর্থিক সুরক্ষা মেলে এবং বুড়ো বয়সে আর্থিক নিরাপত্তারও বন্দোবস্ত হয়। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি হল আরও বেশি স্বচ্ছতা, নগদ কারবারের জায়গায় অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা এবং ঋণ দেওয়ার প্রক্রিয়া মজবুত করা, কালো টাকার রমরমা কমানো, আর্থিক দুর্নীতি দমন এবং দেশের সহায়সম্পদে সাধারণ মানুষেরও সমান অধিকারের সুযোগের ব্যবস্থা ইত্যাদির অন্যতম হাতিয়ার। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ব্যাঙ্ক আমানতে বিনিয়োগেরও সুযোগ এনে দেয়, বিভিন্ন বিমার প্রসার ঘটায়, শেয়ার বাজারে লগ্নিতে সহায়তা করে; তথা আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এবং দক্ষতা সম্বন্ধে অমূলক ভয়ভীতি সরিয়ে দিয়ে বন্ড, ডিবেঞ্চার, মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদিতে টাকা খাটানোর

[লেখক অর্থনীতির অধ্যাপক এবং সভাপতি, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ফিনান্স, দিল্লি। ই-মেল : jda@iif.edu]

ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

হিসেব অনুসারে, বিশ্বের ১৭০ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, অর্থাৎ মোট প্রাপ্তবয়স্কের ৩১ শতাংশের কোনও অ্যাকাউন্ট নেই এবং এজন্য আর্থিক পরিষেবা যেসব সুযোগসুবিধে দেয়, তা থেকে তারা বঞ্চিত। ভারতে জনসংখ্যার ২০.১ শতাংশের নেই কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট।

ভারত সরকার এবং ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোনও জমা ছাড়াই (জিরো ব্যালান্স) অ্যাকাউন্ট খোলা, সেভিংস অ্যাকাউন্টে ওভারড্রাফটের সুযোগ, বিজনেস করেসপনডেন্ট/বিজনেস ফেসিলিটেটর মডেল, কিষান ক্রেডিট কার্ড/জেনারেল ক্রেডিট কার্ড নীতি নির্দেশিকা (গাইড লাইন্স), ব্যাঙ্কের শাখা বাড়ানোর ঢালাও অনুমতি, প্রযুক্তি পণ্য এবং পরিষেবা চালু, প্রিপেড কার্ড, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক/সমবায় ব্যাঙ্ককে বিমা ও অন্যান্য আর্থিক পণ্য বিক্রির অনুমোদন, আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি (ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রাম), কোর ব্যাঙ্কিং সিস্টেম (সিবিএস), ন্যাশনাল ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার (এনইএফটি), ন্যাশনাল ইলেক্ট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিস (এনইসিএস), ইমিডিয়েট পেমেন্টস সার্ভিস (আইএমপিএস) এবং আধার এনাবল্ড পেমেন্ট সিস্টেম (এআইপিএস) ইত্যাদি বহু উদ্যোগ নিয়েছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচিটি প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা নামে পরিচিত। এই যোজনায় কোনও টাকা জমা না দিয়েই

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। এর দরুন, গরিব মানুষ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারার শরিক হতে পারবে। ২০১৯-এর ২৩ জানুয়ারি অবধি এই যোজনার মাধ্যমে খোলা হয়েছে ৩৪ কোটি ৩০ হাজার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। ফলে এই ব্যাঙ্ক গ্রাহকরা পাবেন সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগসুবিধে। এমন গ্রাহকের মধ্যে ২০ কোটি ১৪ লক্ষ গ্রাম এবং আধা শহরের মানুষ। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, সমাজের দুর্বল শ্রেণি ও কম আয়ের লোকজনের জন্য সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা, দরকারের সময় ঋণ মেলা, টাকাকড়ি পাঠানোর সুযোগ, বিমা এবং পেনসনের মতো আর্থিক পরিষেবার সুযোগ দেয়। এতে জমা টাকার উপর সুদ পাওয়া যায়, ন্যূনতম ব্যালান্সের কোনও দরকার নেই, এক লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা

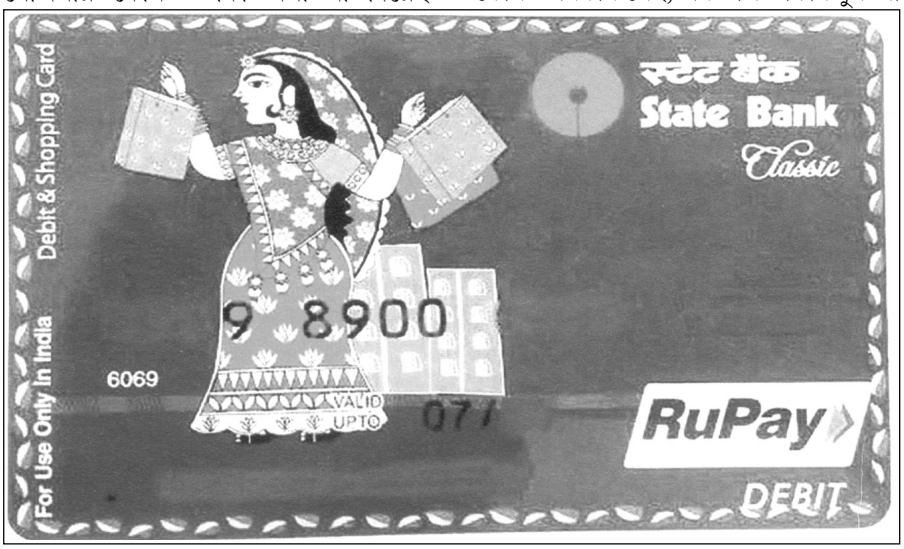

বিমার ব্যবস্থা থাকে, ৩০ হাজার টাকার জীবন বিমা, অ্যাকাউন্ট খোলার ৬ মাস পরে ওভারড্রাফটের সুযোগ, পেনসন, রুপে ডেবিট কার্ড, পরিবার পিছু একটি অ্যাকাউন্টে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ওভারড্রাফটের বন্দোবস্ত আছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অঙ্গ হিসেবে, মুদ্রা যোজনার লক্ষ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং স্টার্ট আপ বা নতুন সংস্থার বিকাশে উৎসাহ দেওয়া। এই কর্মসূচিতে গরিব এবং ছোটোখাটো উদ্যোগীদের ১০ লক্ষ টাকা অবধি ঋণ দেওয়া হয়। এছাড়া, অটল পেনসন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বিমা যোজনা মারফত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উদ্যোগ চালু হয়েছে।

নোটবন্দি (বড়ো টাকার নোট বাতিল), ডিজিটালাইজেশন, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, দূর দূরান্তের এলাকাতেও আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দিতে, দেশের একোনা থেকে ওকোনায় ছড়িয়ে থাকা ১ লক্ষ ৫০ হাজার ডাকঘরকে পেমেন্ট ব্যাঙ্কে রূপান্তর করা এবং ১১-টি পেমেন্ট ব্যাঙ্ককে কাজ চালানোর অনুমোদন ইত্যাদি আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়ায় সাহায্য করছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচির অঙ্গ : ২০১৯-এর মধ্যবর্তী বাজেটে ১২ কোটি চাষিকে বছরে ৬ হাজার টাকা দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনার আওতায় এই টাকা

সরাসরি জমা পড়বে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধনে ১০ কোটি কর্মী শ্রমিকের জন্য পেনসন; পশুপালকদের জন্যও কিষান ক্রেডিড কার্ড, সুদে ভরতুকি বা ছাড়, গরিব ও দুর্বল শ্রেণির জন্য বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে ঋণ মেলা, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মে চাষিকে ক্ষুদ্র ঋণ। অতি ছোটো, ছোটো এবং মাঝারি সংস্থা, গরিবের জন্য আবাসন, ছাত্রদের পড়াশুনোর খরচ বাবদও এই ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া হয়। বৃত্তির টাকা সরাসরি প্রাপকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের লোকদের কোনও কর লাগে না। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ানোয় উৎসাহ দিতে আরও দেড় লক্ষ টাকা ছাড় মেলে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে, অনেক সময় ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা না থাকায় গরিব ও দুর্বল শ্রেণি ব্যাঙ্ক ঋণ থেকে বঞ্চিত হয়। এসব ক্ষেত্রে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভিযানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সহায়তা করে আসছে। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মে চাষিকে; অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থা; গরিব মানুষের আবাসন, শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী, অন্যান্য কম আয়ের এবং দুর্বল শ্রেণির মানুষকে ক্ষুদ্রঋণ অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত ক্ষেত্রের আওতায় পড়ে। সামাজিক পরিকাঠামো এবং নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রের তালিকাধীন। ২০১৭-'১৮ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে প্রায় ২০ লক্ষ ৭২ হাজার ৩০০ কোটি টাকা ঋণ দেয়, যা কিনা তাদের নিট ঋণের ৩৯.৯ শতাংশ। বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি ৮ লক্ষ ৪ হাজার ৬০০ কোটি টাকার ঋণ দিয়েছে; অর্থাৎ, তাদের দেওয়া ঋণের ৪০.৮ শতাংশ। আর বিদেশি ব্যাঙ্কগুলির দেওয়া ঋণের পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার ২০০ কোটি টাকা। এই অঙ্ক তাদের দেওয়া নিট ঋণের ৩৮.৩ শতাংশ। ব্যাঙ্ককে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পরিকল্পনা তৈরি করতে এবং শাখা ও ব্যাঙ্ক করেসপনডেন্ট, সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, এসব অ্যাকাউন্টে ওভারড্রাফট, কিষান ক্রেডিট কার্ড এবং জেনারেল ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন এবং বিজনেস করেসপনডেন্ট-ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিসি-আইসিটি) চ্যানেল মারফত লেনদেনের সংখ্যা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জানানোর জন্য।

সারা বিশ্বেই, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে সমাজের উন্নয়ন এবং কল্যাণের এক উল্লেখযোগ্য নির্দেশক বলে গণ্য করা হয়। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উন্নয়ন জরুরি। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আরও বেশি কার্যকর করার জন্য চাই, দেশের গ্রামাঞ্চল ও ছোটোখাটো শহরে ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা। চাই সফটওয়্যারে আর্থিক প্রযুক্তির (ফিন টেক-ফাইন্যানসিয়াল টেকনলজি) ব্যবহার এবং আধুনিক প্রযুক্তি; অর্থাৎ স্মার্ট ফোন, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, ইনভেসটিং সার্ভিস, ক্রিপটো কারেন্সি (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ছাড়বে) ব্লক চেনকে উৎসাহ দেওয়া। এসব আর্থিক পরিষেবাকে আমজনতার নাগালে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে। আর্থিক সাক্ষরতা অভিযান আরও বেশি জোরদার হওয়ার দরকার। স্কুলে স্কুলে এই অভিযান চালাতে হবে, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা অ্যাকাউন্ট মারফত লেনদেনের উপযোগিতা বুঝতে পেরে তাতে সড়োগড়ো হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালেও তাদের জীবনে তা চালিয়ে যায়। আর্থিক পণ্যের বিষয়াদি, পরিষেবা এবং রোজকার জীবনে তাদের ভূমিকা নিয়ে মানুষের যথাযথ জ্ঞানগম্যি থাকলে তা সম্ভব হবে।❑

সুপ্রশাসনের হাত ধরে সর্বাত্মক বিকাশ

ড. যোগেশ সুরি,
দেশগৌরব শেখরি

'সুপ্রশাসন'-এর ধারণা এবং সংজ্ঞার রদবদল ঘটছে ক্রমাগত। দশম পরিকল্পনার নথিতে কুশাসনের লক্ষণ বলতে যে বিষয়গুলি উল্লিখিত, তার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক অব্যবস্থা, মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ না হওয়া, নিরাপত্তার অভাব, সমাজের মূলস্রোত থেকে কিছু মানুষের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সংবেদনশীলতা-স্বচ্ছতা-দায়বদ্ধতার অভাব, বিলম্বিত বিচার প্রক্রিয়া, বিচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত দরিদ্র মানুষের উপস্থিতি এবং পরিবেশগত অবক্ষয়।

সুপ্রশাসন মানুষের জীবন-ধারাকে উন্নত করে। অন্য-দিকে কুশাসন ধ্বংস করে দিতে পারে জাতি এবং সমাজকে। ইতিহাসে চোখ বোলালে এমন উদাহরণ মেলে ভূরি ভূরি। ভারতের প্রাচীন আখ্যানে প্রশাসন এবং ধারাবাহিক উন্নয়নের ধারণাটি ঠাঁই পেয়েছে সেই আদিকাল থেকেই। পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো বলে কথিত ভগবদ্‌গীতায় উন্নত প্রশাসন, নেতৃত্ব, কর্তব্যপরায়ণতা এবং আত্ম উপলব্ধির যে প্রসঙ্গ উঠে এসেছে তার ক্রমিক পুনর্বিশ্লেষণ হয়ে চলেছে আজকের সময়েও।

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এ (দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) বলা হয়েছে, দেশের মানুষের কল্যাণসাধন রাজার সর্বপ্রধান দায়িত্ব। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী সব সময়েই অগ্রাধিকার দিতেন 'সু-রাজ'-এ। প্রশাসনিক উৎকর্ষের বিষয়টি বার বার জায়গা করে নিয়েছে ভারতীয় সংবিধানেও—যে সংবিধান রচিত হয়েছে সার্বভৌমত্ব, সমদর্শিতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সামনে রেখে এবং যে সংবধিান আইনের শাসন তথা মানুষের কল্যাণসাধনের আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ।

'সুপ্রশাসন'-এর ধারণা এবং সংজ্ঞার রদবদল ঘটছে ক্রমাগত। দশম পরিকল্পনার নথিতে কুশাসনের লক্ষণ বলতে যে বিষয়গুলি উল্লিখিত, তার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক অব্যবস্থা, মানুষের মৌলিক

[লেখক ড. সুরি একজন প্রবীণ বিশ্লেষক ও পরামর্শদাতা, শ্রী শেখরি নীতি আয়োগের বিশেষজ্ঞ (প্রশাসন ও গবেষণায়)। ই-মেল : yogesh.suri@gov.in এবং dg.sekhri@nic.in]

চাহিদা পূরণ না হওয়া, নিরাপত্তার অভাব, সমাজের মূলস্রোত থেকে কিছু মানুষের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সংবেদনশীলতা-স্বচ্ছতা-দায়বদ্ধতার অভাব, বিলম্বিত বিচার প্রক্রিয়া, বিচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত দরিদ্র মানুষের উপস্থিতি এবং পরিবেশগত অবক্ষয়।

সুপ্রশাসনের নির্দেশক বলে রাষ্ট্রসংঘ যে আটটি দিককে চিহ্নিত করেছে সেগুলি হল : সহমত-এর মাধ্যমে এগোনো, দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, সমদর্শিতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগ, কার্যকারিতা ও দক্ষতা, আইনের শাসন এবং বিভন্ন পক্ষের অংশগ্রহণ। বিরামহীন উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের ষোড়শ অংশটি এক্ষেত্রে সরাসরি প্রযোজ্য। সেখানে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ, বিভিন্ন পক্ষের অংশগ্রহণ, অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়গুলির কথা বলা হয়েছে।

স্বাধীন ভারতের ৭৫ বছর (India@75) : বিকাশের কর্মসূচি

দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছরের দিকে এগিয়ে চলা এবং নতুন ভারত গড়ে তোলার প্রয়াসে একটি সার্বিক দিশাপত্র তৈরি করেছে নীতি আয়োগ। সেখানে ৪১-টি পরিচ্ছেদ জুড়ে আলোচনা রয়েছে প্রাসঙ্গিক সবক'টি ক্ষেত্রের বিষয়ে। বর্তমান পরিস্থিতি, বিভিন্ন সমস্যা, তা পেরিয়ে যাওয়ার কৌশল নিয়ে রয়েছে বিশদ আলোচনা। ২০২২ নাগাদ ভারতকে চার ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দেশ হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা- নির্ভর, সর্বাত্মক, ধারাবাহিক এবং বিরামহীন বিকাশে আগামী তিন দশকের উন্নয়ন পথরেখা আঁকা রয়েছে ওই দিশাপত্রে। ৪১-টি পরিচ্ছেদের ৭-টি প্রশাসন সম্পর্কিত। সেখানে সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন, আইন, বিচার এবং পুলিশ ক্ষেত্রে সংস্কার, উন্নয়নাভিলাষী জেলা (aspirational districts), জন পরিষেবা সংস্কার (civil service refoms), নগর প্রশাসন, জমির যুক্তিযুক্ত ব্যবহার এবং তথ্যের উপযুক্ত ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। বাকি পরিচ্ছেদগুলিতেও, বিশেষত যেগুলি সামাজিক ক্ষেত্র সম্পর্কিত, সুপ্রশাসনের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে বারে বারে।

যেমন, শিক্ষা ক্ষেত্রে নজরদারি এবং দায়বদ্ধতার মনোভাব গড়ে তুলতে জোর দেওয়া হয়েছে প্রশাসনগত সংস্কারে। শিক্ষকদের যোগ্যতা, হাজিরা এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষালব্ধ ফলাফল (learning outcomes)—এসব বিষয়েই রাজ্যগুলির তরফে নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থাপত্র গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে দিশাপত্রে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষালব্ধ ফলাফলের

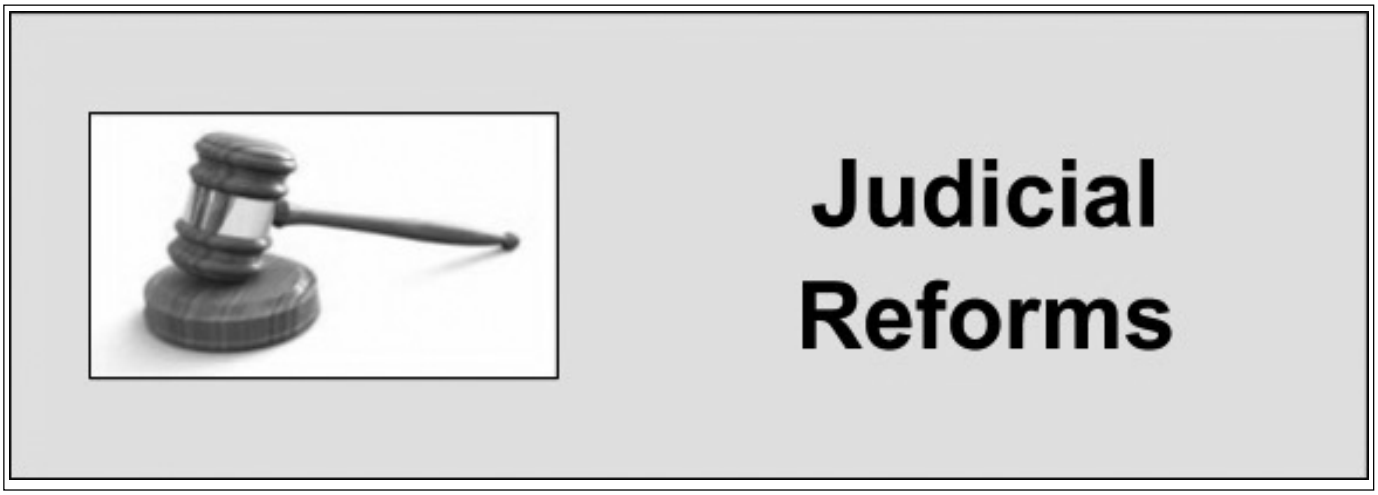

উৎকর্ষের বিচার নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে করানোর সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিটি শিশুর অর্জিত শিক্ষার উৎকর্ষ এবং পরীক্ষার ফলে নজরে রাখতে জাতীয় স্তরে একটি শিক্ষা সংক্রান্ত বৈদ্যুতিন নিবন্ধব্যবস্থা (electronic national educational registry) তৈরির কথাও বলা হয়েছে। তা কার্যকর হলে বুনিয়াদি শিক্ষার পর স্কুলছুট শিশুদের তালিকা তৈরির কাজ সহজ হবে। পাশাপাশি, সামাজিক দিক থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর এবং শারীরিক কিংবা মানসিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন শিশুদের চাহিদা সম্পর্কে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হয়ে যাবে।

ঠিক একইভাবে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও চিকিৎসা, নার্সিং এবং ফার্মাসির সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যবস্থাপত্র ও প্রশাসনকে আরও উন্নততর করার কথা বলা হয়েছে ওই দিশাপত্রে। প্রস্তাবিত জাতীয় চিকিৎসা আয়োগ বিল, ২০১৭ অনুসারে আয়ুষ, নার্সিং, দন্ত চিকিৎসা এবং ফার্মাসি (Pharmacy) পরিষদগুলিকেও ঢেলে সাজানোর কথা বলা হয়েছে সেখানে। চিকিৎসা- শিক্ষার উৎকর্ষের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড বজায় রাখা এবং চিকিৎসাবিধি ও কর্মী ব্যবস্থা উন্নত করে তুলতে সংশ্লিষ্ট পেশাদারদের একটি পরিষদ গড়ে তোলার প্রস্তাবও রয়েছে সেখানে।

উন্নয়নাভিলাষী জেলা কর্মসূচি (Aspirational Districts Programme—ADP)

এই কর্মসূচির সূচনা হয় ২০১৮-র জানুয়ারিতে। লক্ষ্য, নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিত্তিতে অনুন্নত এলাকার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া ১১৫-টি জেলায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, কৃষি ও জল ব্যবস্থাপনার প্রসারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং মানুষের দক্ষতার বিকাশে ব্রতী নিতি আয়োগের এই কর্মসূচি। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এবং সর্বাত্মক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগোনো এই কর্মসূচির মূলমন্ত্র। দক্ষ নজরদারি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে কাজ এগোনোর প্রশ্নে সাফল্যের নিরিখে জেলাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার সংস্থানও এখানে রয়েছে।

সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর

সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (Direct Benefits Transfer—DBT) পদ্ধতি চালু হয় ২০১৩-'১৪ সালে। এর লক্ষ্য হল এমন একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থাপত্র গড়ে তোলা যেখানে সরল প্রণালীতে যথাযোগ্য প্রাপকদের কাছে দক্ষ এবং স্বচ্ছভাবে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব (G2P)। এর সুবিধা অনেক। প্রথমত, এই প্রণালীতে কোনও পরিষেবা নাগরিকদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত মধ্যবর্তী স্তরগুলি এড়ানো যায়। দ্বিতীয়ত, সময় বাঁচে। তৃতীয়ত, যোগ্য প্রাপকদের একেবারে হাতে পৌঁছে দেওয়া যায় পরিষেবাটুকু। চুরির সুযোগ কমে। ভুয়ো প্রাপকের সমস্যাও দূর হয় অনেকটাই।

ক্রমপর্যায় ভিত্তিতে, সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (DBT) প্রণালীর মাধ্যমে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ৬ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ২০১৮-র ডিসেম্বরের হিসেব অনুযায়ী, সাশ্রয় হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে অনেকটাই LPG (৫৬,৩৯১ কোটি টাকা), গণ বণ্টন ব্যবস্থা (৩৩,৩০৩ কোটি টাকা) এবং মহাত্মা

গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প (১৯,৭৬৫ কোটি টাকা) বাবদ। আধার (নির্দিষ্ট প্রাপকের হাতে আর্থিক ও অন্যান্য ভরতুকি, সুবিধা এবং পরিষেবা প্রদান) আইন, ২০১৬ কার্যকর হওয়ার পর DBT কর্মসূচির পালে হাওয়া লেগেছে। সম্প্রতি, সার-এ ভরতুকি-কেও এই ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে।

নাগরিক পরিষেবা, আইন, বিচার বিভাগ এবং পুলিশ ক্ষেত্রে সংস্কার

প্রশাসনিক সংস্কারের একটা বড়ো দিক হল গোটা ব্যবস্থাপত্রটিকে ঢেলে সাজানো। এর মধ্যে বিচার ব্যবস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলার বিষয়গুলি অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। দেশে আর্থ-সামাজিক বুনন বদলে চলেছে। পরিষেবা প্রদানের নতুন নতুন পদ্ধতি তৈরি হচ্ছে এখন। অন্যদিকে, আদালতগুলিতে জমে আছে ২ কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশি মামলা। সুতরাং, বড়ো ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন এক্ষেত্রে। নতুন ভারত-৭৫-দিশাপত্র-এ নিতি আয়োগ উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে সংস্কারের প্রশ্নে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছে। যেমন :

● **জন (পালন) কৃত্যক ক্ষেত্রে সংস্কার (Civil Service Reforms) :**

(ক) প্রকৃত কার্যকর্তা-সহায়ক অনুপাত বাড়নো (teeth to tail ratio) এবং আধিকারিক নির্ভর (Officer oriented) ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(খ) কেন্দ্র এবং রাজ্য স্তরে বর্তমানের ৬০-এরও বেশি ধরনের জন (পালন) কৃত্যক (Civil Services)-এর সংখ্যা কমানো।

(গ) এক্ষেত্রে, বিশেষত উচ্চ স্তরে, পেশাদারদের প্রবেশের পথ আরও উন্মুক্ত করে দেওয়া।

(ঘ) জন (পালন) কৃত্যক-এ প্রবেশের বয়ঃসীমা আরও কমানো।

(ঙ) পুর কর্মীবর্গগুলিকে (municipal cadres) আরও শক্তিশালী ও দক্ষ করা। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বাইরের উৎস থেকে পরিষেবার সংস্থানের ব্যবস্থা।

(চ) পরিষেবা প্রদান এবং অভিযোগের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক নাগরিক-কেন্দ্রিক ব্যবস্থা তৈরি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT)-র আরও ব্যাপকতর ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য সহজলভ্য করে তোলা।

(ছ) দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপত্রকে আরও কর্মদক্ষ করে তোলা। প্রশাসনে ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি সৎ কর্মীদের প্রয়োজনীয় নিরপত্তার সংস্থান।

● **আইনগত সংস্কার :**

(ক) বর্তমানে চালু সমস্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের আইন এবং বিধিসমূহের তালিকা তৈরি করা।

(খ) প্রয়োজনহীন আইন এবং চালু আইনগুলির অতিরিক্ত দমনমূলক সংস্থানগুলি দূর করা।

(গ) ফৌজদারি বিচার এবং আইন প্রক্রিয়ার সংস্কারসাধনের মাধ্যমে আপোসে মীমাংসার ক্ষেত্র বিস্তৃত করা।

(ঘ) আইনের সামান্য খেলাপ হলেই ফৌজদারি বিধির প্রয়োগ কমানো, ছোটোখাটো বিচ্যুতি মাফ করা।

(ঙ) আদালতের পদ্ধতিগত কাজকর্মে স্বয়ংক্রিয়তা এবং বৈদ্যুতিন আদালত (electronic court) ব্যবস্থায় জোর দেওয়া।

(চ) বিচার ব্যবস্থা ক্ষেত্রে প্রশাসনিক আধিকারিক বর্গ (administrative cadre) তৈরি করা।

● **আরক্ষা বাহিনীর সংস্কার :**

(ক) পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং ২০১৫-র নিদর্শ আরক্ষা আইনের (Model Police Act) রূপায়ণ।

(খ) আরক্ষা বাহিনীতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে রাজ্য সরকারগুলির তরফে উদ্যোগ।

(গ) আধুনিক সময়ের উপযোগী প্রশিক্ষণ, পুরোনো কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ।

(গ) FIR দায়ের প্রক্রিয়ার সরলীকরণ, ছোটোখাটো অপরাধের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন FIR চালু করা।

(ঙ) সারা দেশে কার্যকর এবং প্রযোজ্য আপৎকালীন যোগাযোগ নাম্বার (Contact number) চালু করা।

(চ) সাইবার অপরাধ মোকাবিলার জন্য পৃথক আধিকারিকবর্গ (Cadre) তৈরি করা।

বৈদ্যুতিন প্রশাসন (E-Governance)

২০২২-এর মধ্যে নতুন ভারত গড়ে তুলতে হলে কয়েকটি মূল নীতির অনুসরণ জরুরি বলে মনে হয়। যেমন, নৈর্ব্যক্তিক (faceless) ভিত্তিতে নগদ আদানপ্রদানরহিত এবং কাগজের নথিবিহীন (Paperless) ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিষেবার সংস্থান; মানুষে মানুষে সংযোগের প্রসার এবং নাগরিকদের ডিজিটাল পরিচিতি গড়ে তোলা, আধার-এর সাহায্যে সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (DBT); আবেদনপত্র ও আবেদন প্রক্রিয়ার সরলীকরণ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন মঞ্চ (e-platform) গড়ে তোলা ইত্যাদি। নিজেদের প্রকল্পগুলির রূপায়ণ এবং নজরদারি ব্যবস্থাপত্র আরও জোরদার করে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে প্রতিটি মন্ত্রক বা দপ্তরকে।

সাফল্যের বিচার শুধুমাত্র পরিমাণের বা ব্যয়ের নয়, উৎকর্ষের মাপকাঠিতে হওয়া উচিত। যেখানে যেখানে সম্ভব, কাজে লাগাতে হবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে। পরবর্তীতে ব্যবহার হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো অত্যাধুনিক প্রণালীর। সার্বিক উন্নয়নের আরও একটি প্রধান শর্ত হল সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে নাগরিক সমাজ এবং বাণিজ্য জগতের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

কেন্দ্রীকৃত জন অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং নজরদারি ব্যবস্থাপত্র (Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring system—CPGAM), আধুনিক প্রশাসনে সমন্বিত দূরভাষভিত্তিক প্রয়োগ (United Mobile Application for New-age Governance—UMANG), মাইগভ (MyGov)-এর মতো পোর্টালগুলিকে তথ্য বিনিময়, মানুষের মতামত চাওয়া এবং নাগরিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আরও কার্যকর হয়ে উঠতে হবে।

যেকোনও উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত সুপ্রশাসন। এই কথা মনে রাখলে ২০২২-এর মধ্যে নতুন ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব হয়ে তো উঠবেই, ২০৩০-এর বিরামহীন উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের দিকেও এগোনো যাবে অনেক দ্রুত।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

দেশের বিকাশ ও স্বাস্থ্য

চন্দ্রকান্ত লহরিয়া

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের মানোন্নয়নের জন্য বৃহত্তর স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলিকে (প্রচারমূলক, প্রতিরোধমূলক, নিরাময়মূলক, রোগ শনাক্তকরণ সংক্রান্ত, পুনর্বাসনমূলক) নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। ভারতে স্বাস্থ্য পরিষেবা হল মিশ্র প্রকৃতির। স্বাস্থ্য পরিষেবার বেশিরভাগটাই প্রদান করে বেসরকারি ক্ষেত্র (বহির্বিভাগ চিকিৎসার জন্য ৭৫ শতাংশ এবং হাসপাতালে ভর্তি হলে চিকিৎসার জন্য মোট রুগিদের ৬৫ শতাংশই যায় বেসরকারি ক্ষেত্রে)। বেসরকারি ক্ষেত্রের আধিপত্যমূলক মিশ্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা হল, এখানে জনগণের স্বাস্থ্য পরিষেবার চাহিদা এবং পরিষেবার মূল্যের মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি ঘটিয়ে তথা আর্থিক সুরক্ষাদানের ব্যবস্থাপত্রের উদ্ভাবনের মাধ্যমে সকলের জন্য স্বাস্থ্যের (ইউনিভার্সাল হেল্‌থ কভারেজ বা UHC) লক্ষ্যে আরও এগিয়ে যেতে যেসব দেশ উদ্যোগী, তাদের কাছে স্বাস্থ্য ও আর্থিক বিকাশের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১৭ (NHP-2017)-র অঙ্গ হিসাবে এই UHC-এর লক্ষ্য পূরণে ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ।

স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থাপনার বিকাশ

গত ১৫ বছরে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় তথা রাজ্য সরকারগুলি বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (NRHM) এবং জাতীয় নগর স্বাস্থ্য মিশন এদেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করে তোলার ভিত্তি রচনা করেছে। গত ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে চালু হয়েছে 'আয়ুষ্মান ভারত' কর্মসূচি (ABP)। দেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও মজবুত করা এবং দেশের দরিদ্রতম পরিবারগুলির ৪০ শতাংশের জন্য স্বাস্থ্য বিমার ব্যবস্থা করার বিধান রয়েছে এই কর্মসূচিতে (লহরিয়া ২০১৮)। ২০১৯ সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার (PMJAY) আওতায় ৬,৬০০-টি স্বাস্থ্য ও নিরাময় কেন্দ্র (হেল্‌থ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার) চালু হয়ে যাবে এবং প্রায় ১০ লক্ষ উপকারভোগী ১,০০০ কোটি টাকার

[লেখক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নয়াদিল্লির দপ্তরের National Professional Officer। ই-মেল : c.lahariya@gmail.com; lahariyac@who.int]

স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়ে যাবেন। দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে জোরদার করতে দেশের রাজ্যগুলিও অনেক উদ্যোগ নিয়েছে। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে তামিলনাড়ু UHC-র একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প চালু করেছে, যার আওতায় পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটিয়ে অতিরিক্ত স্বাস্থ্যকর্মীর সংস্থান করে এবং ওষুধপত্র ও রোগ শনাক্ত করার যন্ত্রপাতির জোগান নিশ্চিত করে তিনটি জেলার তিনটি ব্লকের ৬৭-টি উপকেন্দ্র (সাব-সেন্টার) আরও উচ্চমানের করে গড়ে তোলা হয়েছে। এক বছর পরে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্বাধীনভাবে করা একটি মূল্যায়নে দেখা গেছে যে এই উদ্যোগের ফলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে রুগির সংখ্যা বেড়েছে এবং মূল খরচের বাইরে রুগিদের আনুষঙ্গিক খরচখরচাও কমেছে। এবার তামিলনাড়ুর অন্যান্য জেলাতেও এই দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার আরও দ্রুতগতিতে স্বাস্থ্য ও নিরাময় কেন্দ্র (HWC) স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে পরিবার স্বাস্থ্যকেন্দ্র (FHC) স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছে কেরল। অন্যদিকে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে আরও উন্নত মানের করে গড়ে তুলতে পদক্ষেপ নিয়েছে রাজস্থান। দিল্লিতে 'মহল্লা বা কমিউনিটি ক্লিনিক এবং তেলেঙ্গানায় 'বস্তি দাওয়াখানা'র মতো উদ্যোগ শহরের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও মজবুত করার ক্ষেত্রে মডেল হয়ে উঠেছে।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খরচখরচার ক্ষেত্রে আর্থিক সুরক্ষা দিতে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (PMJAY) রাজ্যগুলির কাছে একটি অভিনব সুযোগ এনে দিয়েছে। রাজ্যগুলি এখন এই যোজনার আওতায় অতিরিক্ত জনসাধারণকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। PMJAY-এর আদলে উত্তরাখণ্ড সরকার চালু করেছে 'অটল আয়ুষ্মান উত্তরাখণ্ড যোজনা'। এই যোজনার আওতায় রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। হিমাচল প্রদেশে 'হিমকেয়ার' প্রকল্পের আওতায় PMJAY-এর মতো আগে

প্রিমিয়াম প্রদানের ভিত্তিতে অতিরিক্ত জনসাধারণকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মেঘালয়, কর্ণাটক, ছত্তিশগড় ও পাঞ্জাব রাজ্য সরকার অতিরিক্ত জনসাধারণকে স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আনার ব্যবস্থা নিয়েছে।

বৃহত্তর স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মজবুত করার উদ্যোগ

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের মানোন্নয়নের জন্য বৃহত্তর স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলিকে (প্রচারমূলক, প্রতিরোধমূলক, নিরাময়মূলক, রোগ শনাক্তকরণ সংক্রান্ত, পুনর্বাসনমূলক) নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। ভারতে স্বাস্থ্য পরিষেবা হল মিশ্র প্রকৃতির। স্বাস্থ্য পরিষেবার বেশিরভাগটাই প্রদান করে বেসরকারি ক্ষেত্র (বহির্বিভাগ চিকিৎসার জন্য ৭৫ শতাংশ এবং হাসপাতালে ভর্তি হলে চিকিৎসার জন্য মোট রুগিদের ৬৫ শতাংশই যায় বেসরকারি ক্ষেত্রে)।

বেসরকারি ক্ষেত্রের আধিপত্যমূলক মিশ্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা হল, এখানে জনগণের স্বাস্থ্য পরিষেবার চাহিদা এবং পরিষেবার মূল্যের মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে। বেসরকারি ক্ষেত্রে মূলত অসুস্থ রুগির পরিচর্যা তথা নিরাময়মূলক ব্যবস্থা ও রোগ শনাক্তকরণ পরিষেবার ওপর জোর দেওয়া হয়। ফলে এই ক্ষেত্র পুরোপুরি নিরাময় কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। তাই প্রতিরোধমূলক, প্রচারমূলক ও অন্যান্য জনস্বাস্থ্য পরিষেবার পর্যাপ্ত জোগান নিশ্চিত করার দায়িত্বটা সরকারের ওপরই বর্তায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একমাত্র সরকারই যেহেতু এই ধরনের পরিষেবার ব্যবস্থা করে থাকে সেইহেতু এদেশে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যয় আরও দ্রুত বাড়াতে হবে। ২০১৭ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতেও এই বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি ভারতের সমস্ত রাজ্যে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ক্যাডার (পাবলিক হেল্‌থ ম্যানেজমেন্ট ক্যাডার) গঠনের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি

বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে GDP (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন)-র অনুপাতে সরকারের গড় ব্যয় হল প্রায় ৫ শতাংশ এবং সরকারি বাজেটের অনুপাতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে গড় বরাদ্দ হল ১০ শতাংশ। ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় হল GDP-র প্রায় ১.১৫ শতাংশ এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বরাদ্দ হল সরকারি বাজেটের প্রায় ৪ শতাংশ। সংখ্যার হিসাবে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মাথাপিছু মোট ৩,৮২৬ টাকার মধ্যে মাথাপিছু সরকারি ব্যয় হল ১,১০৮

সারণি-১
২০১৯-২০ সালের অন্তর্বর্তী বাজেটে বিভিন্ন বরাদ্দ

মন্ত্রক/দপ্তর/কর্মসূচি	২০১৭-১৮ প্রকৃত	২০১৮-১৯ প্রাথমিক হিসাব	২০১৮-১৯ সংশোধিত	২০১৯-২০ হিসাব	পরিবর্তন (শতাংশ)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক	**৫৩,১১৪**	**৫৪,৬০০**	**৫৫,৯৯৫**	**৬৩,৩৭১**	**১৬.০**
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর	৫১,৩৮২	৫২,৮০০	৫৪,৩০২	৬১,৩৯৮	১৬.৩
জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (NHM) মোট	৩১,৫২১	৩০,১২৯	৩০,৬৮৩	৩১,৭৪৫	০৫.৪
জাতীয় নগর স্বাস্থ্য মিশন (NAHM)	৬৬৪	৮৭৫	৬৭৫	৭০০	–২০.১
আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচি (ABM)	–	–	৩,৬০০	৮,০০০	১৫০.০
স্বাস্থ্য ও নিরাময় কেন্দ্র—গ্রামীণ	–	–	১,০০০	১,৩৫০	৩৫.০
স্বাস্থ্য ও নিরাময় কেন্দ্র—শহরাঞ্চল	–	–	২০০	২৫০	২৫.০
স্বাস্থ্য ও নিরাময় কেন্দ্র মোট	–	–	১,২০০	১,৬০০	৩৩.৩
প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (PMJAY)	–	–	২,৪০০	৬,৪০০	১৬৬.৬
স্বাস্থ্য গবেষণা দপ্তর (DHR)	১,৭৩২	১,৮০০	১,৭৪৩	১,৯৭৩	০৯.৬
আয়ুষ মন্ত্রক	**১,৫৩১**	**১,৬২৬**	**১,৬৯৩**	**১,৭৩৯**	**০৬.৯**
জাতীয় আয়ুষ মিশন	৪৭৯	৫০৫	৫০৫	৫০৬	০০.০
নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক	**২০,৩৯৬**	**২৪,৭০০**	**২৪,৭৫৯**	**২৯,১৬৫**	**১৮.০**
মোট (ICDS)	১৯,২৩৪	২৩,০৮৮	২৩,৩৫৭	২৭,৫৮৪	১৯.৫
অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবা (আগেকার মূল ICDS)	১৫,১৫৫	১৬,৩৩৫	১৭,৮৯০	১৯,৮৩৪	২১.৪
জাতীয় পুষ্টি মিশন (ISSNIP-কে ধরে)	৮৯৩	৩,০০০	৩,০৬১	৩,৪০০	১৩.৩
প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা (PMMVY)	২,০৪৮	২,৪০০	১,২০০	২,৫০০	০৪.৪
ফার্মাসিউটিক্যাল দপ্তর, সার ও রসায়ন মন্ত্রক	**২৫২**	**২৬১**	**২১৩**	**২৩৬**	**–০৯.৬**
জন ঔষধি প্রকল্প	৪৮	৮৪	৪২	৪৭	–৪৪.০
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগ	**২,৬২৬**	**২,৬৭৫**	**২,৬৭৫**	**৩,১৭৫**	**১৮.৭**
জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কর্ম পরিকল্পনা	২৭	৪০	৪০	৪০	০০.০
দূষণ নিয়ন্ত্রণ	–	–	০৫	৪৬০	৯১০০
পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক	**৩৩,১৯২**	**৩১,১০০**	**৩২,৪৬৫**	**৪২,৯০১**	**৩৮.০**
দরিদ্র পরিবারগুলিকে এলপিজি সংযোগ দেওয়া	২,২৫২	৩,২০০	৩,২০০	২,৭২৪	১৪.৯
পানীয় জল ও স্যানিটেশন মন্ত্রক	**২৩,৯৩৯**	**২২,৩৫৬**	**১৯,৯৯৩**	**১৮,২১৬**	**–১৮.৫**
স্বচ্ছ ভারত মিশন (SBM)—গ্রামীণ	১৬,৮৮৮	১৫,৩৪৩	১৪,৪৭৮	১০,০০০	–৩৪.৮
আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক	**৪০,০৬১**	**৪১,৭৬৫**	**৪২,৯৬৫**	**৪৮,০৩১**	**১৫.০**
স্বচ্ছ ভারত মিশন (SBM)—নগর	২,৫৩৯	২,৫০০	২,৫০০	২,৭৫০	১০.০
স্বচ্ছ ভারত মিশন—মোট (গ্রামীণ + নগর)	**১৯,৪২৭**	**১৭,৮৪৩**	**১৬,৯৭৮**	**১২,৭৫০**	**–২৮.৫**

সূত্র : অন্তর্বর্তী বজেট প্রস্তাব, ২০১৯-'২০ এবং পূর্ববর্তী দু'বছরের বাজেট নথি, ভারত সরকার।

টাকা (২০১৪-১৫) [সূত্র : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রক, ২০১৬]।

২০১৭ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে যে প্রস্তাবগুলি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে :

(ক) ২০২৫ সালের মধ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে GDP-র ২.৫ শতাংশ করা; এবং

(খ) ২০২০ সালের মধ্যে রাজ্যগুলি তাদের বাজেট বরাদ্দের ৮ শতাংশ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয় করবে।

বর্তমানে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ব্যয়ের মধ্যে ফারাক রয়েছে এবং বেশিরভাগ রাজ্যই তাদের মোট বাজেট বরাদ্দের মোটামুটি ৫ শতাংশ ব্যয় করে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে। যেহেতু স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মোট ব্যয় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি ১:২ অনুপাতে ভাগ করে নেয়, সেইহেতু এদেশে ২০১৭-এর জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় পক্ষকেই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

গত পয়লা ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে সংসদে পেশ হয়েছে ২০১৯-২০ সালের অন্তর্বর্তী বাজেট। এই বাজেটে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৬৩,৩৭১ কোটি টাকা। 'আয়ুষ্মান ভারত' ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ৮,০০০ কোটি টাকা এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের (NHM) জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৩১,৭৪৫ কোটি টাকা (দ্রষ্টব্য বক্স-১)। এছাড়াও হরিয়ানাতে একটি নতুন এইমস (AIIMS) স্থাপনেরও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে দেশের মোট এইমসের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ২২-এ। ২০৩০ সালের মধ্যে রূপায়ণের জন্য যে ১০-টি লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হল 'সুস্থসবল ভারত' গঠন।

২০১৮-১৯ সালের সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যে বাজেট বরাদ্দ ছিল, তার তুলনায় ২০১৯-২০ সালে কেন্দ্রীয় বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ। বার্ষিক আর্থিক বিকাশ হার, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির কারণে এই বর্ধিত বাজেট বরাদ্দের একটা

বড়ো অংশই ব্যয় হয়ে যায়। তাই ২০১৭ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য আগামী ৫-৬ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের বার্ষিক বরাদ্দ যথাক্রমে ২০ ও ২৫ শতাংশ হারে বাড়াতে হবে। দ্রুত বিকাশশীল বৃহৎ অর্থনীতিগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম। তাই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এই বরাদ্দ বাড়ানো সম্ভব এবং তা কাম্যও বটে।

সামনের পথ

● **প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে প্রাধান্য দেওয়া :** প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার (BHC) ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে আরও কর্মদক্ষ করে তুলেছে এবং সেইসঙ্গে প্রতিরোধমূলক ও প্রসারমূলক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের পথও প্রশস্ত করেছে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ৮০ শতাংশ সমস্যার সমাধান হতে পারে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের দৌলতে। তার ফলে বিশেষ ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা বা স্পেশালাইজড হেল্‌থ সার্ভিসের প্রয়োজনও কমে যায়।

২০০১ সালে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার নীতি গ্রহণের প্রায় ৩০ বছর আগেই ১৯৭১ সালে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকে মজবুত করে তোলার কাজ শুরু করেছে থাইল্যান্ড। ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে। বর্তমানে যে ১,৯২,০০০ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক রয়েছে তাতে বহির্বিভাগের মোট রুগির মাত্র ১০ শতাংশ পরিষেবা পান (মা ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা বাদ দিয়ে)। অথচ এই ব্যবস্থায় আরও অনেক বেশি রুগির চিকিৎসা সম্ভব। তাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ঢেলে সাজানো ও তাকে আরও মজবুত করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে।

নামমাত্র পরিষেবা নয় বরং আর্থিক সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব

২০১৫-১৬-র হিসাব অনুযায়ী, দেশের জনসংখ্যার ২২-২৫ শতাংশ কোন-না-কোনও স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ও এর আদলে রাজ্য স্তরে বিভিন্ন বিমা প্রকল্প চালু হওয়ার ফলে এদেশের জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ স্বাস্থ্য বিমার আওতায় চলে আসবেন।

নয়া ভারত গড়ে তোলার জন্য নীতি আয়োগ ৫ বছরব্যাপী যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে দেশের জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশকে ২০২২ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। এখন বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারতের এমন একটি প্রকল্প তৈরি তথা তা রূপায়ণের প্রয়োজন যেখানে স্বাস্থ্য বিমা স্বাস্থ্য খাতে জনসাধারণের বিপুল ব্যয়ভার এবং মূল খরচ ছাড়া অন্যান্য খরচের বোঝা কমাবে তথা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের মানোন্নয়ন ঘটাবে।

● **রাজ্যগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে এবং জোর দিতে হবে উদ্ভাবনায় :** ভারতের সংবিধান অনুযায়ী, স্বাস্থ্য রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের (NHM) অভিজ্ঞতা থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগগুলি নির্দেশিকা

এবং অনুঘটক হিসাবে কাজ করতে পারে রাজ্য সরকার কতটা এগিয়ে আসছে এবং তারা বাড়তি কী ব্যবস্থা নিচ্ছে তার ওপরই নির্ভর করে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সাফল্য।

এদেশে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আরও বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের পুরোভাবে থাকতে হবে। রাজ্য সরকারগুলি কী কী উদ্যোগ নিতে পারে তার একটি সম্ভাব্য তালিকা বক্স-১-এ তুলে ধরা হল।

পরিশেষে

দেশের সামগ্রিক উন্নতি এবং আর্থিক বিকাশের সঙ্গে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। স্বাস্থ্য হল জনগণ ও সরকারের মধ্যে একটি সামাজিক চুক্তি। সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা বা ইউনিভার্সাল হেল্‌থ কভারেজের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশ্বজুড়ে যে প্রচেষ্টা চলছে তা সরকারের কাছে বিভিন্ন সুযোগ এনে দিয়েছে। যেমন, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ঘটানো, জনস্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা তথা আর্থিক সুরক্ষাদানের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ। ভারতের মতো যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যগুলিকে আরও বেশি করে দায়িত্ব নিতে হবে। বিদ্যমান/চালু যেসমস্ত উদ্যোগ রয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে আরও নতুন নতুন ব্যবস্থা নিতে হবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন ও আর্থিক সুরক্ষাদানের যে উদ্যোগ সাম্প্রতিক কালে নেওয়া হয়েছে তা স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সাফল্য ও ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছে।❑

বক্স-১

(ক) উপজেলা স্তরের (সাব ডিস্ট্রিক্ট লেভেল) স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকল্পনা ইউনিটটি হবে ব্লক/তহশিল স্তরের। এই ব্যবস্থা খুব উপযোগী হবে; কারণ অন্যান্য দেশে জেলাগুলিতে লোকসংখ্যা যত (১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ) এদেশের ব্লক/তহশিলেই প্রায় তত মানুষের বাস। এই জনসংখ্যার জন্য তখনই যথাযথ পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও রূপায়ণ করা সম্ভব যখন উপজেলা স্তরের প্রতিটি ইউনিট স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। এদেশের কয়েকটি রাজ্য এই মডেল অনুসরণ করতে পারে।

খ) **পরিষেবাকে আরও উন্নত করতে উদ্ভাবনমূলক ও পরিপূরক ব্যবস্থা গ্রহণ :** জনস্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও মজবুত করে তুলতে আলাদা করে জন স্বাস্থ্য ক্যাডার গঠন। স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতিটি স্তরে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ ও রোগ শনাক্তকরণের ব্যবস্থা। বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য আনা মানুষজনকেও এই পরিষেবার আওতায় আনা যেতে পারে। মানবসম্পদের ক্ষেত্রে ডাক্তার, নার্স ও সহায়ক চিকিৎসা কর্মীদের (প্যারা মেডিক্যাল স্টাফ) অনুপাত যাতে ১:৩:৬ হারে থাকে, তা নিশ্চিত করতে সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া।

(গ) **শহরাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও মজবুত করে তোলার ওপর গুরুত্ব :** শহরাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা বেশ দুর্বল। এদেশের বেশিরভাগ রাজ্যেই শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের স্বশাসিত সংস্থাগুলির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

(ঘ) বহির্বিভাগে রুগিদের চিকিৎসা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের বিদ্যমান সামাজিক স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা। এই সংযুক্তি যেন জনস্বাস্থ্য পরিষেবার পরিসর বাড়ায় এবং প্রতিরোধমূলক ও প্রচারমূলক স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসার ঘটায়।

ঙ) দেশের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত মানুষকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের চিকিৎসার কারণে হাসপাতালে ভর্তির জন্য খরচের কোনওরকম উর্ধ্বসীমা ছাড়াই একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কীভাবে স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আনা যায় তার একটি পথনির্দেশিকা তৈরি। বিত্তবানদের কাছে এই পরিষেবার জন্য মূল্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। খাতায়-কলমে নামমাত্র পরিষেবা নয়, প্রকৃত আর্থিক সুরক্ষাদানের ওপরই গুরুত্ব দিতে হবে।

উল্লেখপঞ্জি :

- Ranis, G., Stewart F, Ramirez A (2000). Economic growth and human development. World Dev. 28, 197-219.
- World Health organization (2016). Working for health and growth: investing in the health workforce. Report of the High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth. Accessed at https://www.who.inUhrh/com-heeg/reports/en/
- World Health Organization 2018 Global Health Expenditure Database. Available at: http://www.who.int/health-accounts/ghed/ed/.
- Bloom, D. E. et al (2014). Economics of non-communicable diseases in India: the costs and returns on investment of interventions to promote healthy living and prevent, treat, and manage NCDs.
- Bloom DE, Canning D. & Sevilla J. (2004) The effect of health on economic growth: a production function approach. World Dev. 32, 1-13.
- Buchan J, Dhillon IS, Campbell J, editors (2017). Health Employment and Economic Growth: An Evidence Base. Geneva: World Health Organization; 2017.
- Govt of India (2018). NITI Aayog 5 year strategic plan, NITI Aayog 2018-22. New Delhi.
- Govt of India (2017). National Health Policy 2017 .Ministry of Health and Family Welfare. New Delhi.
- Govt of India (2016). National Health Accounts: Estimates for India 2014-15. MoHFW, New Delhi.
- Govt. of India (2015). Report of 71 si round of NSSO data 2013-14. NSSO, MoSPI. New Delhi.
- Gomez-Dantes, 0 (2009). The democratization of health in Mexico: financial innovations for universal coverage. Bull. World Health Organ. 542-548.
- Jamison DT et al (2013). Global health 2035: a world converging within a generation. Lancet 382, 1898-1955.
- Knaul, FM et al (2006). Evidence is good for your health system: policy reform to remedy catastrophic and impoverishing health spending in Mexico. Lancet, 1828-1841.
- Lahariya C (2018). Ayushman Bharat Program and Universal Bharat program. Indian Pediatrics; 55; 495-506.
- Magar V, et al (2016). https:/Iwww.who.intlhrh/com-heeg/Womens work health online.pdf
- Ostwald DA, Henke, K.-D., Kim, Z.-G. (2013). Health and economy in Germany.

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সুস্থায়ী উন্নয়ন ও যুবসমাজের কর্মসংস্থান

ড. যতীন্দ্র সিং

শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ ও উদ্যোগ পরিচালনা সংক্রান্ত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি প্রকল্পগুলিতে সংস্কারমূলক পদক্ষেপের দরুন পিছিয়ে পড়া দুর্বলতর শ্রেণির ছেলে-মেয়েরা এখন কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। আগের তুলনায় তারা এখন অনেকটা আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর; কারণ ইন্টারনেট, বিভিন্ন মাধ্যম ও তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে তাদের পরিচিতি ঘটেছে। বিশেষ করে নিজস্ব উদ্যোগ পরিচালনার সদিচ্ছা ও উদ্যম যুবসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের সহায়ক। বিদ্যালয় স্তর থেকেই এই প্রেরণাকে যদি উৎসাহিত করা হয় তাহলে আগামী প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা কর্মপ্রার্থী না হয়ে নিজেরাই অন্যদের বেকারত্ব ঘোচাতে পারবে।

একটি জাতির উদ্যম ও প্রাণবন্ততা প্রতিফলিত হয় তার যুবশক্তিতেই। যুবসমাজের বিকাশ ও ক্ষমতায়নের দ্বারাই একটি দেশ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যায়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তখনই সুনিশ্চিত হয় যখন তরুণদের জন্য থাকে সঠিক শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশের ব্যবস্থা এবং তাদের মধ্যে উদ্যোগ পরিচালনার মানসিকতা।

বিশ্বের তরুণতর জাতি হিসাবে তার যুবশক্তিকে সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পারলে ভারতও অচিরে জগৎসভায় শক্তিশালী অর্থনীতির মর্যাদা লাভ করবে। আমাদের দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভৌগোলিক, সামাজিক ও জনসংখ্যাগত দিক থেকে বহুবিধ তারতম্য রয়েছে, যা কিনা ইনক্লুসিভ বা সকলের জন্য উন্নয়নের যাত্রাপথে চ্যালেঞ্জ-বিশেষ। একদিকে যেমন তথ্য অবগত যুবসমাজ সুযোগসুবিধা করায়ত্ত করে অনায়াসেই তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করছে, অন্যদিকে তেমনই প্রান্তিক শ্রেণিভুক্ত আদিবাসী, প্রতিবন্ধী ও গ্রামীণ যুবসম্প্রদায় সময়োচিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও সুযোগের অভাবে বেরোজগারি বা আংশিক বেকারত্বের ভুক্তভোগী হচ্ছে।

শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ ও উদ্যোগ পরিচালনা সংক্রান্ত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি প্রকল্পগুলিতে সংস্কারমূলক পদক্ষেপের দরুন পিছিয়ে পড়া দুর্বলতর শ্রেণির ছেলে-মেয়েরা এখন কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। আগের তুলনায় তারা এখন অনেকটা আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর; কারণ ইন্টারনেট,

[লেখক PHD চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির শিক্ষা, স্টার্ট আপস, উদ্ভাবন প্রভৃতির ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা। ই-মেল : jatinder@phdcci.in_]

বিভিন্ন মাধ্যম ও তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে তাদের পরিচিতি ঘটেছে। বিশেষ করে নিজস্ব উদ্যোগ পরিচালনার সদিচ্ছা ও উদ্যম যুবসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের সহায়ক। বিদ্যালয় স্তর থেকেই এই প্রেরণাকে যদি উৎসাহিত করা হয় তাহলে আগামী প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা কর্মপ্রার্থী না হয়ে নিজেরাই অন্যদের বেকারত্ব ঘোচাতে পারবে। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে যুবসমাজকে (বিশেষ করে যারা সহায়সম্বলহীন দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত) প্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে একাধিক বেসরকারি উদ্যোগ তাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার পথে হেঁটে একাধিক প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

জীবিকা ও রোজগারের ক্ষেত্রে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিকরণের বড়ো ভূমিকা রয়েছে। যুবকল্যাণ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচিতে তথ্যপ্রযুক্তি বা ওই জাতীয় পরিষেবাগুলির প্রয়োগ তরুণদের সামনে নতুন সম্ভাবনার সূচনা করেছে। অতীতে এরাই সময়মতো সঠিক তথ্য না পাওয়ার দরুন বিভিন্ন সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), 3D Printing বা ত্রিমাত্রিক মুদ্রণ, অটোমেশন, রোবটিক প্রভৃতির মতো আজকের দিনের উদীয়মান প্রযুক্তিগুলি দক্ষতা বিকাশের প্রচলিত চালচিত্রে আমূল পরিবর্তন এনেছে। এছাড়া, স্কিল ইন্ডিয়া বা দক্ষ ভারত, ডিজিটাল ভারত এবং স্টার্ট আপ ভারতের মতো মিশনগুলিও ভারতীয় যুব সম্প্রদায়কে মজবুত ভিতের সন্ধান দিচ্ছে এবং তারাও কর্মসূচিগুলির সদ্ব্যবহারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছে। গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয় যুবসমাজ ইতোমধ্যেই তাদের নতুন চিন্তাধারা ও উদ্ভাবনা প্রকৌশলের স্বাক্ষর রেখেছে। একই সঙ্গে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতীয় স্টার্ট আপগুলিও উদ্ভাবনা ও অভিনব প্রযুক্তির উৎসমুখ হয়ে উঠছে।

প্রতিবন্ধী যুবাদের কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে, ২০১১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী, ভারতের জনসংখ্যার ২.২১ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ২.৭ কোটি মানুষ কোন-না-কোনও ধরনের পঙ্গুতার শিকার। এই তরুণদের জীবনে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক বা নাগরিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়।

তাদেরকে নিয়ে অনেক মানুষের মনে রয়েছে কুসংস্কার, পক্ষপাত বা অযৌক্তিক ভয়ভীতি।

প্রতিবন্ধী মানুষজনের অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়ে Sustainable Development Goal (S.D.Gs) বা সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য পরিবেশে সমতা ও সহজলভ্যতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষিত করে তোলার অঙ্গীকার রয়েছে ৪ নং S.D.G.-তে। ৮ নং S.D.G.-তে inclusive বা সকলকে সঙ্গে নিয়ে আর্থিক বিকাশের স্বার্থে পূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সুস্থায়ী উন্নয়নের ২০৩০ অ্যাজেন্ডা বা কৃত্যসূচিতে এগারো বার প্রতিবন্ধীদের উল্লেখ রয়েছে। সময়সীমা বেঁধে S.D.G.-গুলি বাস্তবায়িত করার বিষয়ে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এক্ষেত্রে চলতি কাঠামোটি এমন যে, এতে প্রতিবন্ধীরা অন্য সকলের মতোই পূর্ণ অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। ইতোমধ্যেই ফলপ্রসূ হতে শুরু করেছে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা। সর্বজনীন নকশা ও উদীয়মান প্রযুক্তি, ডিজিটাল অর্থনীতি ও ডিজিটাল 'ইন্টারফেস' সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচি। তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীতে বেশ কয়েকজন প্রতিবন্ধী এখন পরামর্শদাতা বা অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছেন। সহায়তাভিত্তিক কারিগরি জ্ঞান,

ইন্টারনেট, সামাজিক মাধ্যম ও আরও কয়েকটি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মধ্যবর্তিতায় প্রতিবন্ধী যুবসমাজ মূলধারার শিক্ষাক্রম, দক্ষতা বিকাশ ও উদ্যোগ পরিচালনার অংশভাক হতে পারছেন।

২০১৫ পরবর্তী SDG-এর ২ নং উন্নয়ন অ্যাজেন্ডায় ক্ষুধা নিরসন, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, উন্নত মানের পুষ্টি এবং সুস্থায়ী কৃষি বিকাশের আহ্বান রয়েছে। এরই ২ক টার্গেটে বিকাশশীল দেশগুলিতে, বিশেষ করে, স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে কৃষি উৎপাদন-শীলতা বৃদ্ধির জন্য গ্রামীণ পরিকাঠামো, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ পরিষেবা, কারিগরি উন্নয়ন, গাছগাছড়া পরিচর্যা ও গৃহপালিত পশু সম্পদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এগুলির বিকাশে আরও বেশি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্যবর্তিতায় বিনিয়োগ বাড়ানোর কথা উল্লেখিত হয়েছে।

২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী, দেশের মোট জনসংখ্যার ৮.২ শতাংশ হলেন তপশিলি উপজাতিভুক্ত, যাদের মিলিত সংখ্যা ৮ কোটি ৪০ লক্ষ। সরকারি কর্মসূচিতে আদিবাসী উন্নয়নের দিকটি বর্তমানে বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে এবং আদিবাসী যুবসমাজের উন্নয়ন ও রুজিরোজগারের স্বার্থে একাধিক প্রকল্পে তহবিলের সংস্থান করা হয়েছে। সুসংবদ্ধ আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প (ITDA), সংশোধিত এলাকা উন্নয়ন অ্যাপ্রোচ (MADA), উন্নয়ন ক্লাস্টার, বিশেষভাবে দুর্বলতর আদিবাসী গোষ্ঠী বা Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) এবং ছড়িয়ে থাকা আদিবাসীদের বিকাশার্থে কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের পক্ষ থেকে 'বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহায্য' দানের কর্মসূচি রয়েছে। আদিবাসী সাব-প্রকল্পের জন্য ভারত সরকারের এই সাহায্য ১০০ শতাংশ অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া আদিবাসীদের তৈরি পণ্যের উন্নয়ন ও বিপণনের জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতায় সাহায্যদানের কর্মসূচিও রয়েছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল উৎপাদন, পণ্যের বিকাশ, প্রাচীন ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ইত্যাদির ক্ষেত্র আদিবাসীদের সাহায্য করা বিশেষ করে; তাদের কাছ থেকে লব্ধ বনজ ও ও কৃষিজ সামগ্রীর বাজারজাত করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া। কোন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্বনিযুক্ত আদিবাসীদের আয় বৃদ্ধি সম্ভব, তা ইতোমধ্যেই জাতীয় তপশিলি উপজাতি অর্থ সাহায্য ও উন্নয়ন নিগমের (NSTFDC) পক্ষ থেকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রয়াসের ফলে আদিবাসী যুবারা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের দ্বারা নিজেদের কর্মদক্ষতা প্রক্রিয়ার মানোন্নয়ন

করতে পারবে। রয়েছে নবম ও দশম শ্রেণিতে পাঠরত তপশিলি উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের ম্যাট্রিক-পূর্ব স্কলারশিপ; যদি তাদের বাবা-মায়ের বার্ষিক মোট আয় ২ লক্ষ টাকার কম হয়।

একইভাবে একাদশ শ্রেণি ও তার ঊর্ধ্বে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে পাঠরত তপশিলি উপজাতিভুক্তদের জন্য ম্যাট্রিক-উত্তর স্কলারশিপ রয়েছে; যদি তাদের বাবা-মায়ের বার্ষিক আয় আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। বিদেশে স্নাতকোত্তর, পিএইচডি বা ডক্টরেট-উত্তর পর্যায় পড়াশোনার জন্য NSTFDC-এর পক্ষ থেকে তপশিলি উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের বৈদেশিক স্কলারশিপ দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। যেসব জেলায় তপশিলি উপজাতিদের মধ্যে সাক্ষরতার হার কম, সেসব জায়গায় আদিবাসী মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল অন্য মহিলাদের সঙ্গে তুলনায় আদিবাসী মহিলারা যাতে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে পিছিয়ে না পড়েন। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণদানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের মাধ্যমে আদিবাসী যুবসমাজের মধ্যে স্বনিযুক্তি ও কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটানো হচ্ছে। এসব প্রয়াসের দ্বারা একদিকে তাদের

ক্ষমতায়ন, অন্যদিকে তাদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি সম্ভব হচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে যুবশক্তির অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য। যুবসমাজের সম্মিলিত উদ্যম ও ভিসনই জাতির উন্নতিতে অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। সকল শ্রেণি ও গোষ্ঠীর যুবসম্প্রদায়কে সর্বতো-ভাবে সুযোগসুবিধা দেওয়া ও বিভিন্ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করাটা বেসরকারি ও সরকারি উদ্যোগ এবং নাগরিক সমাজের এক যৌথ দায়িত্ব। দেখা দরকার যুবারা, বিশেষ করে যারা প্রান্তিক শ্রেণি, প্রতিবন্ধী, গ্রামীণ ও আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত তারা যেন শিক্ষা, কর্মদক্ষতা বিকাশ ও উদ্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পায়।

পরিবর্তিত বিশ্বে মানুষের জীবনের উন্নতি সাধনে প্রযুক্তির ভূমিকা বিপুল সম্ভাবনাময়। প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে ভারতীয় যুবসমাজকেও শামিল করতে হবে এবং এই অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণে নেতৃত্ব দিতে হবে অনুপ্রাণিত ও উদ্যমী তরুণদেরই। যুবশক্তির সার্থক সদ্ব্যবহারের অবশ্য-পালনীয় শর্ত হল সকলকে সঙ্গে নিয়ে সম্মিলিত প্রয়াসের দ্বারা সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে সঙ্কল্পবদ্ধ থাকা।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

হস্তশিল্প ও বস্ত্রশিল্প

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফত অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

ভারতে মহিলাদের বিকাশ

ড. শাহিন রাজি

মহিলাদের ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে তাদের জন্য অনেক বেশি বিকল্প থাকবে, অংশগ্রহণের স্বাধীনতা থাকবে, আলাপ-আলোচনার ক্ষমতা থাকবে এবং সর্বোপরি তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রভাব বিস্তার এবং সেগুলিকে দায়বদ্ধ করে তোলার সুযোগ থাকবে। এটা সম্ভব হলে তবেই মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া সঠিক দিশায় এগোচ্ছে বলে ধরে নিতে হবে। মহিলারা যখন লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতায়নকে নিজেদের লড়াইয়ের অন্যতম হাতিয়ার বলে মনে করবে সেদিন নারী ক্ষমতায়নের স্বপ্ন সঠিক অর্থে বাস্তবায়িত হবে।

'মানুষকে জাগাতে গেলে আগে মহিলাদের জাগাতে হবে। মহিলারা জেগে উঠলে পরিবার জাগে, গ্রাম জাগে, সারা দেশ জেগে ওঠে।'

—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

সমাজের প্রত্যন্ত ও অনগ্রসর গোষ্ঠীগুলিকে বিকাশ প্রক্রিয়ায় অংশীদার করে তোলার নামই সামুদায়িক বিকাশ বা ইনক্লুসিভ ডেভলপমেন্ট। রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউনাইটেড নেশনস ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম) মতে লিঙ্গ, জাতিগত পরিচয়, বয়স, যৌন প্রবণতা, অক্ষমতা এবং দারিদ্র্যের কারণে অনেক গোষ্ঠীই বিকাশ প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ে যায়।

এইভাবে বিকাশ প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ার কারণে বিশ্বজুড়ে বাড়ে অসাম্য। সুযোগ সৃষ্টি, উন্নয়নের সুফলগুলি ভাগাভাগি করে নেওয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে সব গোষ্ঠীর যদি অবদান না থাকে তাহলে উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব নয়। সামুদায়িক বিকাশের লক্ষ্য হল এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে মতামতের ভিন্নতা থাকবে এবং আলাদা, আলাদা মূল্যবোধ স্থান পাবে।

১৯৯০-এর দশক থেকে মহিলাদের সমানাধিকার ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি দীর্ঘস্থায়ী বিভিন্ন উদ্যোগের পুরোভাগে স্থান পেয়েছে। শহরে ও গ্রামে মহিলারা অনগ্রসরতা, দারিদ্র্য ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতাজনিত কারণে যে দুর্দশার সম্মুখীন হন তা দূর করাই এই সমস্ত দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য। পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারের প্রসার এবং ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসাবে মহিলাদের ক্ষমতায়নের ধারণাটিকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কাজ করে চলা নারীবাদীদের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে তাদের জন্য অনেক বেশি বিকল্প থাকবে, অংশগ্রহণের স্বাধীনতা থাকবে, আলাপ-আলোচনার ক্ষমতা থাকবে এবং সর্বোপরি তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রভাব বিস্তার এবং সেগুলিকে দায়বদ্ধ করে তোলার সুযোগ থাকবে। এটা সম্ভব হলে তবেই মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া সঠিক দিশায় এগোচ্ছে বলে ধরে নিতে হবে। মহিলারা যখন লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতায়নকে নিজেদের লড়াইয়ের অন্যতম হাতিয়ার বলে মনে করবে সেদিন নারী ক্ষমতায়নের স্বপ্ন সঠিক অর্থে বাস্তবায়িত হবে। মহিলাদের ক্ষমতা ও তাদের সুপ্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো তথা তাদের নিজেদের স্থিরকৃত লক্ষ্যপূরণের জন্য মহিলাদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন। যে পরিবেশে এই লক্ষ্যগুলি পূরণ করা সম্ভব তা গড়ে তুলতে গেলে মহিলাদের

[লেখক এমারিটাস ইউজিসি ফেলো, অর্থনীতিবিদ এবং শিক্ষাবিদ। ই-মেল : shahin.razi@gmail.com]

মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। এটাই নারীর ক্ষমতায়নের নীতির ও বিভিন্ন কর্মসূচির প্রধান শর্ত (বিশ্ব ব্যাঙ্ক, ২০১৪)। বিশ্ব ব্যাঙ্কের মতে মানুষের জন্য বিকল্পের সংখ্যা বাড়ানো এবং যে প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে অংশগ্রহণ, আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করা এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা ও সেগুলিকে দায়বদ্ধ করে তোলার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা যখন থাকবে তখন ক্ষমতায়নের লক্ষ্যপূরণ হয়েছে বলে ধরতে হবে।

ক্ষমতায়ন আসলে বহুমুখী, বহুমাত্রিক এবং বহুস্তরীয় একটা ধারণা। মহিলাদের ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে বিভিন্ন সহায়সম্পদের ওপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারবেন মহিলারা। এই সহায়সম্পদ বস্তুগত, মানবিক ও বৌদ্ধিক হতে পারে। বৌদ্ধিক সহায়সম্পদের মধ্যে রয়েছে জ্ঞান, তথ্য, বিভিন্ন ধারণা। রয়েছে অর্থের মতো আর্থিক সহায়সম্পদ। টাকা-পয়সা ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া, বাড়িতে, সমাজে এবং দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আরও বেশি করে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া চলে।

নিজেদের বাড়িতে আগে মহিলাদের মতামতের কোনও গুরুত্ব ছিল না। এখন আর সে অবস্থা নেই। আধুনিক নারীরা আর ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি নেই।

সবরকমভাবে তারা নিজেদের মূল্য বুঝিয়ে দিয়েছে। ঘরে এবং বাইরের কর্মস্থলেও তারা এখন সমানাধিকারে দাবি জানাচ্ছে। প্রযুক্তি, মহাকাশ বিজ্ঞান, খেলাধুলো এবং সেনাবাহিনী এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিভেদের দেওয়ালটা ভেঙে দিয়েছেন মহিলারা। শহর হোক বা গ্রামাঞ্চল, সর্বত্রই প্রতি পাঁচ জন মহিলার মধ্যে অন্তত একজন শিল্পোদ্যোগী।

মাতৃগর্ভে কন্যাভ্রূণ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা থেকে শুরু করে কর্মস্থলে মহিলাদের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য একগুচ্ছ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাতৃত্বলাভের পথটা যতটা সম্ভব মসৃণ করতে মহিলাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানের সময়কালে মহিলাদের আর্থিক সুরক্ষা দিতে গ্রহণ করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার মতো প্রকল্প। মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইনে (মেটারনিটি বেনিফিট অ্যাক্ট) কিছু পরিবর্তন এনে কর্মরত মহিলাদের ২৬ সপ্তাহের সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও কর্মসূচি এবং সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার মতো প্রকল্পের মাধ্যমে কন্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধ করা এবং তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ও আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার প্রয়াস করা হয়েছে। একজন সুস্থসবল মহিলারই ক্ষমতায়ন সম্ভব। ভারতীয় মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও তাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে হাতে নেওয়া হয়েছে আয়ুষ্মান ভারত, জাতীয় পুষ্টি মিশন, উজ্জ্বলা যোজনা ইত্যাদি কর্মসূচি।

নারী ক্ষমতায়নের জন্য গৃহীত কর্মসূচি

● **দীনদয়াল উপাধ্যায় অন্ত্যোদয় যোজনা :** আজীবিকা এমন একটি কর্মসূচি যেখানে গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের শামিল করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সক্রিয় করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। গ্রামের চিহ্নিত প্রতিটি দরিদ্র পরিবার থেকে অন্তত একজন মহিলাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির নেটওয়ার্কের মধ্যে আনা হবে। এই ধরনের

বিপন্ন ও অসহায় গোষ্ঠীগুলির কাছে সাহায্য পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের দারিদ্র্যমোচন করতে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (এনআরএল-এম)। আজীবিকার আরও দু'টি অংশ রয়েছে যার লক্ষ্য হল গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের জীবিকার উন্নতিসাধন। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনার লক্ষ্য হল গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, যেখানে তারা মাসে নিয়মিত একটা পারিশ্রমিক পাবেন বা ন্যূনতম মজুরির বেশি পারিশ্রমিক পাবেন। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে এটি এমন একটি যেখানে সমাজের সকল শ্রেণির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সমাজের অনগ্রসর সম্প্রদায়কে এর আওতায় আনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেইসঙ্গে এই প্রকল্পের আওতায় থাকা জনসমষ্টির মধ্যে এক-তৃতীয়াংশকে অবশ্যই মহিলা হতে হবে। মহিলা কিষাণ সশক্তিকরণ পরিযোজনা এই প্রকল্পের আরেকটি অংশ। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল, কৃষিক্ষেত্রে মহিলাদের অবস্থার উন্নতিসাধন এবং তাদের ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন সুযোগের দরজা খুলে দেওয়া।

● **নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতায়ন :** নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এক সর্বাত্মক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে, যাতে এই মহিলা প্রতিনিধিদের কাছ থেকে নেতৃত্বদানের যে ভূমিকা আশা করা হয় তা তারা পালন করতে পারেন এবং নিজেদের গ্রামকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে পারেন। শাসন প্রক্রিয়ায় মহিলারা যাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন সেইজন্য তাদের ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করতে গেলে যে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিদের মধ্যে দক্ষতা সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন; তা তৃণমূল স্তরে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে। একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মহিলা প্রতিনিধি তার গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যান্য মহিলাদের ক্ষমতায়নে উদ্যোগী হতে পারেন। জ্ঞান, সচেতনতা এবং সেইসঙ্গে আইনি ক্ষমতায়নের ধারণা সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়লে

মহিলাদের মৌলিক অধিকার ও দাবি-দাওয়াগুলি সুরক্ষিত থাকবে। স্থানীয় স্বশাসিত সরকারগুলিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবিকার মতো উন্নয়নমূলক বিষয়গুলিতে বিশেষ গুরুত্বদানের মাধ্যমে একটা বড়ো পরিবর্তন আনতে পারে। প্রসঙ্গত, এই সমস্ত বিষয় সাধারণভাবে পুরুষ প্রতিনিধিদের নজর এড়িয়ে যায়।

● **রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ (আরএমকে) :** কোনওরকম ঝামেলা ছাড়া, বাধাহীনভাবে অপ্রথাগত ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলাদের জন্য ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা করাই রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষের লক্ষ্য। রোজগার সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীর কর্মসূচিতে এই ঋণদানের জন্য কোনওরকম জামিন লাগে না। ক্ষুদ্রঋণ, শিল্পোদ্যোগ গ্রহণ, মিতব্যয়িতা ও ঋণদান, মধ্যস্থতাকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন ও সেগুলিকে শক্তিশালী করে তোলার ধারণা জনপ্রিয় করে তোলার জন্য আরকেএম-এর তরফে প্রচারমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঋণদানের সঙ্গে ঋণের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্যোগকে যুক্ত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মহিলাদের সাক্ষর করে তোলা ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। গোষ্ঠীগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে মহিলারা যাতে নেতৃত্ব দিতে পারেন সেইজন্য তাদের প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করা হয় এই প্রকল্পের আওতায়।

● **মহিলা শক্তি কেন্দ্র (এমএসকে) :** গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের সহায়তা দান এবং তাদের আনুষঙ্গিক বিভিন্ন সাহায্য দেওয়ার জন্য 'মহিলা শক্তি কেন্দ্র' নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। সমষ্টিগত অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য মহিলাদের সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন নামক যে মিশনটি রয়েছে তারই আওতায় এটি একটি উপপ্রকল্প। প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং নিজেদের বিভিন্ন অধিকার ও দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য গ্রামাঞ্চলের মহিলারা যাতে সরকারের দ্বারস্থ হতে পারেন সেজন্য তাদের কাছে একটি মাধ্যম হয়ে ওঠাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। স্বাস্থ্য পরিষেবা, গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা, কেরিয়ার এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার ক্ষেত্রে সমানাধিকার নিশ্চিত করা তথা মহিলাদের সুপ্ত সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে দেশের চিহ্নিত বিভিন্ন জেলা/ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সামাজিক নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রসারে আনুষঙ্গিক বিভিন্ন সাহায্য (কনভারজেন্ট সাপোর্ট) দেওয়া হয় এই প্রকল্পের আওতায়। গ্রামাঞ্চলের মহিলা, বিশেষ করে দেশের সবচেয়ে অনগ্রসর ১১৫-টি জেলার মহিলাদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ এই প্রকল্প।

এসএসকে-এর ব্লক স্তরের উদ্যোগের অঙ্গ হিসাবে সবচেয়ে অনগ্রসর ১১৫-টি জেলায় কলেজের শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গোষ্ঠীগুলিকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি ও সমাজের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা প্রসারে এই শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবকরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং তারা ইচ্ছে করলে এনএসএস/এনসিসি ক্যাডারে যুক্ত হতে পারে। ব্লক স্তরে এই প্রকল্প শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শামিল হওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ দিচ্ছে। নিজেদের গোষ্ঠীতে পরিবর্তন আনা এবং ভারতের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মহিলাদের সমান অংশীদার করে তোলা তথা এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কোনও মহিলা যাতে বাদ না পড়েন তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবকরা এই প্রকল্পে তাদের অবদান রাখতে পারে।

● **মহিলাদের জন্য জাতীয় তথ্য ভাণ্ডার (ন্যাশনাল রিপোজিটরি অফ ইনফর্মেশন ফর উইমেন, এনআরআরআই) :** নামক একটি পোর্টাল চালু করা হয়েছে। মহিলাদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগ সম্বন্ধে নাগরিকরা যাতে সহজে তথ্য পেতে পারেন সেজন্যই এই পোর্টালের ব্যবস্থা। মহিলাদের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর হালনাগাদ করা হবে। গ্রামাঞ্চলের তৃণমূল স্তরের মহিলারা যাতে সরকারি এই প্রকল্পগুলির সুযোগ নিতে পারেন সেইজন্য এমএসকে কর্মীরা এই পোর্টাল থেকে প্রাপ্ত তথ্য কাজে লাগাবেন।

● **বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও (বিবিবিপি) :** শিশুদের মধ্যে ছেলেদের সাপেক্ষে মেয়েদের সংখ্যা যেভাবে হ্রাস পাচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মূলত বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির সূচনা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কর্মসূচির পরিসর আরও বেড়েছে। এখন এই কর্মসূচির আওতায় পিসি এবং পিএনডিটি আইনকে কঠোরভাবে বলবৎ করা, মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা তথা জীবনের বিভিন্ন পর্বে মেয়েদের অসহায়তা সংক্রান্ত নানা বিষয়ের মোকাবিলা এই কর্মসূচির মধ্যে পড়ছে। ২০১৫ সালে সূচনা পর্ব থেকে এই কর্মসূচি স্বাধীনভাবে স্থানীয় স্তরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

● **জাতীয় পুষ্টি মিশন (এনএনএম) :** অপুষ্টির মোকাবিলায় চালু করা হয়েছে জাতীয় পুষ্টি মিশন বা ন্যাশনাল নিউট্রিশন মিশন (এনএনএম)। এই কর্মসূচি খাতে বরাদ্দ হয়েছে ৯০৪৬ কোটি টাকা। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা লক্ষ্যকে সামনে রেখে ৬ বছর পর্যন্ত শিশু ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের পুষ্টিবিধান। এই কর্মসূচির লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে শিশুদের বাড়বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রতিরোধ এবং এই ধরনের ঘটনার সংখ্যা বছরে ২ শতাংশের হিসাবে মোট ৬ শতাংশ কমানো, শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি প্রতিরোধ এবং অপুষ্টির শিকার শিশুদের (০-৬ বছর বয়স পর্যন্ত) সংখ্যা বৃদ্ধি বছরে ২ শতাংশের হিসাবে মোট ৯ শতাংশ কমানো এবং জন্মের সময় শিশুদের কম ওজন হওয়ার ঘটনা বছরে ২ শতাংশের হিসাবে মোট ৬ শতাংশ কমানো। আয়ুষ্মান ভারত কর্মসূচিতেও ভারতের

মহিলাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

● **প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা (পিএমএমভিওয়াই) :** প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা হল মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রদানের এক কর্মসূচি। গর্ভাবস্থা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রসবের পর সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের ৬,০০০ টাকা করে আর্থিক সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩৬-টি রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য এই কর্মসূচি খাতে মোট ২০১৬.৩৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে ১৯৯১.৭২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

প্রত্যেক গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মায়ের 'পুষ্টিকর ঘন খাবার'-এর চাহিদা পূরণের জন্য পরিপূরক পুষ্টি (আইসিডিএস) নিয়মবিধি, ২০১৭ জারি করা হয়েছে। এই নিয়মবিধির আওতায় প্রত্যেক গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মাকে ৬ মাস থেকে শুরু করে ৬ বছর পর্যন্ত 'পুষ্টিকর ঘন খাবার' দেওয়া হয়। এখানে ৩০০ দিনের হিসাবে বছর ধরা হয়।

● **স্বাধার গৃহ প্রকল্প :** দুর্দশাগ্রস্ত মহিলাদের প্রাথমিক চাহিদাগুলি পূরণের জন্যই স্বাধার গৃহ প্রকল্পের অবতারণা। আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, এই সমস্ত মহিলার জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয় এই প্রকল্পের আওতায়। পরিবার/সমাজে তারা যাতে আবার ফিরে যেতে পারে সেজন্য আইনি সহায়তাও দেওয়া হয় তাদের। তারা যাতে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারেন সেজন্য তাদের সাহায্য করা হয়। বর্তমানে দেশজুড়ে ৫৬১-টি স্বাধার গৃহ চালু রয়েছে এর ফলে উপকার পাচ্ছেন ১৭,২৯১ জন মহিলা। একই সঙ্গে বৃন্দাবনের সুনরাখ বঙ্গরে এক ছাতার তলায় সমস্ত সুবিধাযুক্ত হোম নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে একসঙ্গে ১ হাজার জন থাকতে পারবেন।

● **শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহদানের কর্মসূচি :** এসব কর্মসূচি মহিলাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়ার মতো প্রকল্প এবং জাতীয়

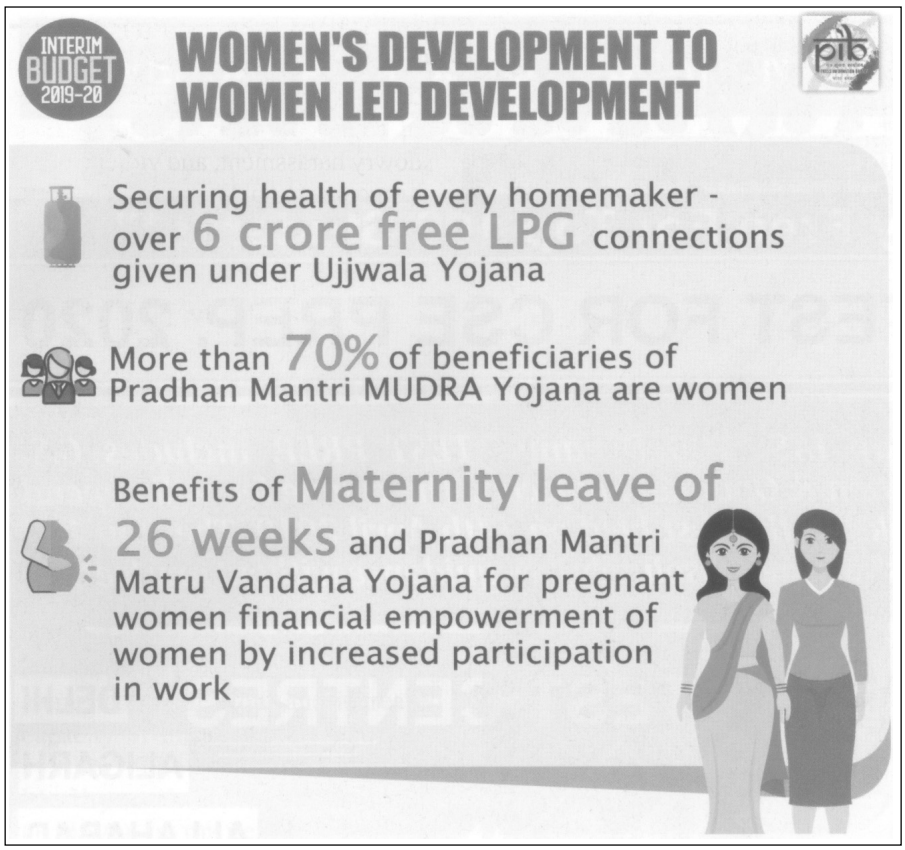

গ্রামীণ জীবিকা মিশনের আওতায় থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি মহিলাদের আর্থিক নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা দিয়েছে। মহিলাদের প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার আওতায় আনতে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। মহিলাদের ক্ষমতায়নের কর্মসূচিতে দেশের সব জায়গায় মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কর্মস্থলে মহিলাদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন, অনলাইনে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা, মহিলাদের জন্য ১৮১-টি হেল্প লাইন, ওয়ান স্টপ সেন্টার এবং প্যানিক বাটনের মতো ব্যবস্থা ক্ষমতায়নের পথে মহিলাদের নিরাপত্তা দিয়েছে।

● **মহিলা শক্তি কেন্দ্র :** গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের নানান সমস্যার মোকাবিলায় রয়েছে মহিলা শক্তি কেন্দ্র প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় দেশের সবচেয়ে অনগ্রসর ১১৫-টি জেলায় তিন বছরেরও বেশি সময়ের জন্য ৩ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থীকে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিয়োগ করা হবে। স্থানীয় কলেজের ছাত্র-ছাত্রী; এনসিসি, এনএসএস, এনওয়াই থেকে স্বেচ্ছাসেবক-দের সংগ্রহ করা হয়। এই স্বেচ্ছাসেবকরা স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে কাজ করবে এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ এই মহিলাদের কাছে পৌঁছে দিতে তারা সাহায্য করবে। সেইসঙ্গে এই মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, তাদের মধ্যে ডিজিটাল সাক্ষরতার প্রসার এবং তাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টিবিধানের জন্য স্বেচ্ছাসেবকরা একইসঙ্গে বিভিন্ন সুযোগ পৌঁছে দিতে 'ওয়ানস্টপ কনভার্জেন্ট সাপোর্ট সার্ভিসের ব্যবস্থা করবে।

● **মহিলা পুলিশ স্বেচ্ছাসেবক (এমপিভি)**-রা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের বিকল্প হিসাবে কাজ করবে। পুলিশ প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সংযোগরক্ষা তথা দুর্দশাগ্রস্থ মহিলাদের সাহায্যের জন্য দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মহিলা পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রকল্পটি চালু হয়েছে। পারিবারিক হিংসা, বাল্যবিবাহ, পণের জন্য অত্যাচার এবং প্রকাশ্য স্থানে নারী নিগ্রহের ঘটনা ঘটলে স্বেচ্ছাসেবকরা তা থানায় এসে জানাবেন। পাঁচটি রাজ্যে এই এমপিভি বাহিনী কাজ শুরু করেছে।

● **মহিলা-ই-হাট :** প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার আওতায় মহিলাদের এনে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটানোর জন্যই এই উদ্যোগ। মহিলা-ই-হাট আদতে সরাসরি অনলাইনে ডিজিটাল বিপণনের একটি মাধ্যম। মহিলা শিল্পদ্যোগী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির জন্যই মূলত এই মঞ্চ। এখনও পর্যন্ত ১৪৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই পোর্টালটি দেখেছেন। ২২-টি রাজ্যের মহিলা শিল্পোদ্যোগী/স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি প্রায় ১৮০০ রকমের পণ্য ও পরিষেবার বিপণন করেছে এই পোর্টাল মারফত। এই পোর্টালে রয়েছে ২৩,০০০-টি নথিভুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠী। আর এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিতে রয়েছে ৩ লক্ষ উপকারভোগী। ছয় মাসে মহিলা শিল্পোদ্যোগী/স্বনির্ভর গোষ্ঠী/ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো এই পোর্টাল মারফত ২০ লক্ষেরও বেশি টাকার লেনদেন করেছে।

● **পিএম উজ্জ্বলা যোজনা :** ভারতীয় সমাজের দরিদ্র জনসাধারণকে সাহায্যের জন্যই এই প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলিকে রান্নার গ্যাস (পিএলজি) ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া। পিএম উজ্জ্বলা যোজনার মূল লক্ষ্যগুলি হল :

(ক) মহিলাদের অবস্থার উন্নতি এবং তাদের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা।

(খ) জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে যে বায়ুদূষণ হয় তার মাত্রা কমানো।

(গ) জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে স্বাস্থ্যের যে মারাত্মক ক্ষতি হয় তা কমানো।

(ঘ) রান্নার কাজে দূষিত জ্বালানি ব্যবহারের ফলে মৃত্যুর যে ঘটনাগুলি ঘটে তার সংখ্যা কমানো। প্রসঙ্গত, রান্নার কাজে এই দূষিত জ্বালানি ব্যবহারের ফলে এদেশে প্রায় ৫ লক্ষ মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

(ঙ) জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে ঘরের মধ্যে যে বায়ুদূষণ হয়, তাতে যাতে বাচ্চাদের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

এই যোজনা আসলে দরিদ্র মহিলাদের সাহায্য করার জন্য একটি সমাজ কল্যাণমূলক কর্মসূচি।

মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রধান শর্ত হল অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা এই ক্ষমতায়নেরই এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কয়েক বছর আগে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলাকে এক পরিশ্রমসাধ্য কাজ বলে মনে করা হ'ত। কিন্তু 'সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা' এবং প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার আওতার বাইরে থাকা মানুষজনের কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জনধন প্রকল্পের আওতায় ১৬.৪২ কোটি মহিলার অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।

● **শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহদান :** প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার আওতায় ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীদের কোনওরকম জামিন ছাড়াই ঋণদানের ব্যবস্থা করেছে সরকার। এই ঋণের ৭৫ শতাংশই দেওয়া হয়েছে মহিলাদের। ইতোমধ্যেই ৯.৮১ কোটি মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। **জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের** আওতায় সাহায্য পেয়েছে ৪৭ লক্ষেরও বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে রিভলভিং তহবিল থেকে ২০০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। বিগত আর্থিক বছরে এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে যে পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছিল তার তুলনায় এবছরের ঋণের পরিমাণ বেড়েছে ৩৭ শতাংশ।

মহিলাদের সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে দক্ষতা বৃদ্ধি উদ্যোগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় বিপুল সংখ্যক ভারতীয় তরুণকে শিল্পের উপযোগী দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই যোজনার আওতায় যতজনকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে তার অর্ধেকই হলেন মহিলা।

● **মাতৃত্বকে সম্মান প্রদান :** কর্মস্থলে মহিলাদের ধরে রাখতে মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইনটিকে সংশোধন করে বাধ্যতামূলক ও সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ২৬ সপ্তাহ করা হয়েছে। এর ফলে কর্মরত মহিলাদের ক্ষমতায়ন ঘটেছে। কারণ এর ফলে সন্তান জন্মের সময় তাদের আর চাকরি হারানো বা বেতন না পাওয়ার আশঙ্কা করতে হচ্ছে না। এখন সন্তান জন্মের পর সুস্থ হয়ে ওঠা এবং সন্তানকে স্তন্যদান করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাচ্ছেন মহিলারা।

অন্তর্বর্তী বাজেট ২০১৯

২০১৯-'২০ সালে মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রকের জন্য বাজেট বরাদ্দ পূর্ববর্তী

বছরের (২০১৮-'১৯) তুলনায় ২০ শতাংশ (৪,৮৫৬ কোটি টাকা) বেড়ে হয়েছে ২৯,১৬৫ কোটি টাকা।

মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ২৬ সপ্তাহ করার সিদ্ধান্ত এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা কর্মস্থলে মহিলাদের অংশগ্রহণ আরও বাড়াতে সাহায্য করবে।

ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে আর্থিক সহায়তাদানের জন্য যে প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা রয়েছে, তার আওতায় সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৭০ শতাংশেরও বেশি মহিলা রয়েছেন। জনধন প্রকল্পেও মহিলারা অনেক সুবিধা পেয়েছেন।

'নীল অর্থনীতি' সংক্রান্ত ঘোষণার ফলে মৎস্যচাষ ও মৎস্যপালন ক্ষেত্রের বিশেষ সুবিধা হবে। এই ক্ষেত্রের সঙ্গে অনেক মহিলা যুক্ত রয়েছেন। এই ঘোষণার ফলে তাদেরও অনেক সুবিধা হবে।

অন্তর্বর্তী বাজেটে মহিলাদের নিরাপত্তা ও তাদের ক্ষমতায়ন খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে ১৭৪ কোটি টাকা।

অঙ্গনওয়াড়ি আশা কর্মীদের পারিশ্রমিক ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মহিলারা এই অন্তর্বর্তী বাজেট থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

পরিশেষে

দেশের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্ষমতায়ন ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। মহিলাদের উন্নতির জন্য একটি বহুমাত্রিক সংগঠিত পদ্ধতিই দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। ভারতে এই নতুন পদ্ধতির যাত্রা শুরু হয়ে গেছে যা এই দেশে আনবে নতুন দিগন্ত।❑

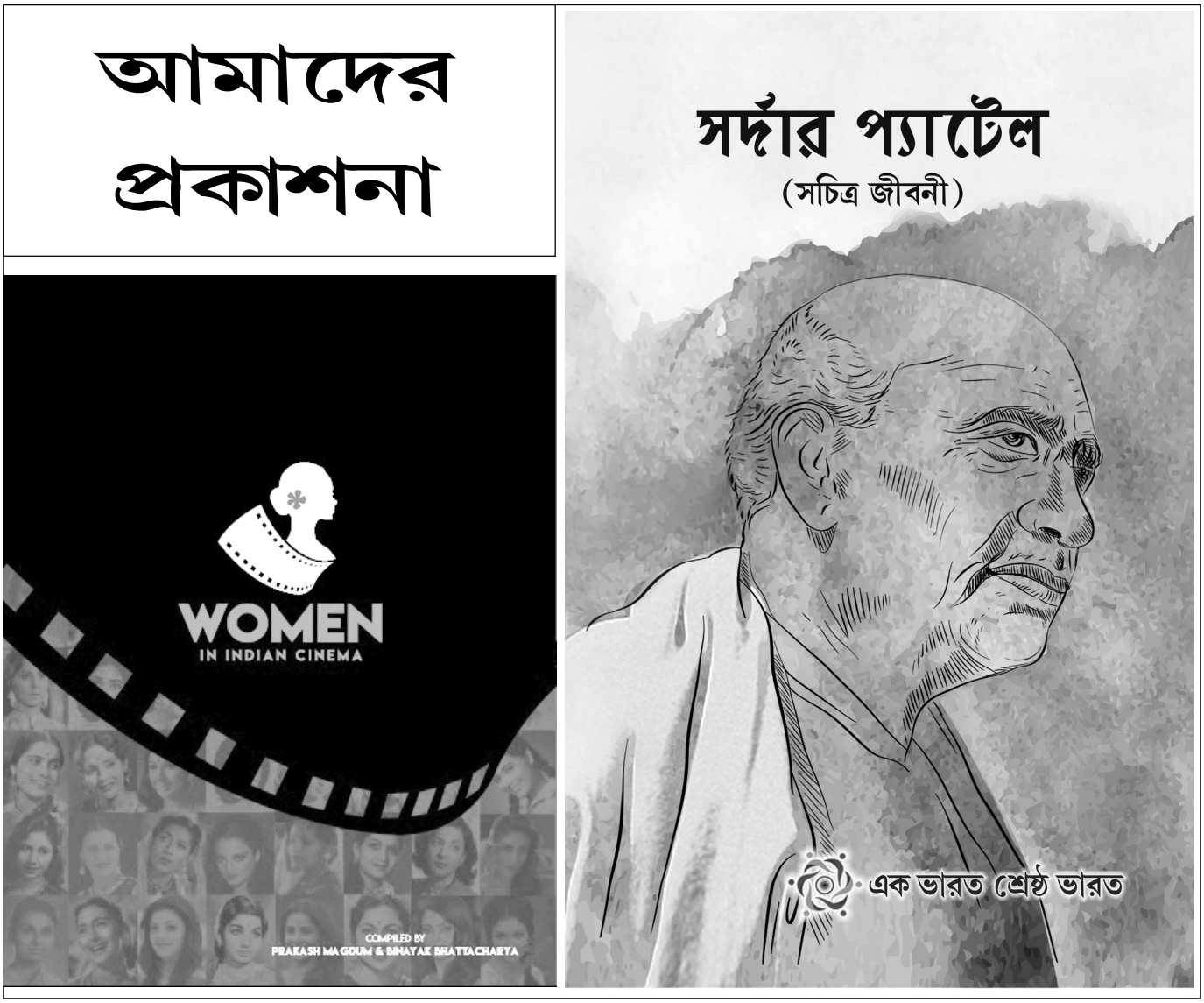

পড়ুয়া বাড়ছে, অসমতা কমছে : দেশে শিক্ষার খতিয়ান

শালিন্দার শর্মা,
ড. শশীরঞ্জন ঝা

অন্তর্ভুক্তি উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণের জন্য স্কুল পড়ুয়াদের দক্ষতা গড়ে তোলায় জোর দেওয়া চাই। পাঠক্রম সংস্কার, স্টেট কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং/ডাইরেকটরেট অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং এর মতো প্রধান সংশ্লিষ্ট পক্ষের সক্ষমতা তৈরি এবং শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষকের পুল গড়া ছাড়া আমরা কয়েক প্রজন্ম টেঁকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করতে পারব না। শিক্ষায় টেঁকসই অন্তর্ভুক্তি উন্নয়ন অর্জনে সাহায্য করতে, স্কুলগুলির মধ্যে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্কুলগুলির মধ্যে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে স্কুলের মধ্যে সহযোগিতার বন্দোবস্ত করা জরুরি।

ভারতে সবরকম শিক্ষায় পড়ুয়ার সংখ্যা বহু বেড়েছে গত দুদশক যাবৎ। সর্বশিক্ষা অভিযানের সাফল্যের সুবাদে চাহিদা বৃদ্ধি মেটানো এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষমতা বাড়াতে মাধ্যমিক স্তরে বিনিয়োগ অগ্রাধিকার পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের লক্ষ্য, সবাই যেন মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পায়। প্রাথমিক শিক্ষার শেষে, মাধ্যমিকে ঢোকার জন্য ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

শিক্ষালাভের সুযোগ বাড়ানোর এই কর্মকাণ্ড রীতিমতো এক চ্যালেঞ্জ। নিছক চাহিদার বিপুল বহর নয়, ঘটনা হচ্ছে যে মাধ্যমিকে নতুন পড়ুয়ারা ক্রমশ বেশি করে আসবে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণি থেকে। এর ফলে, শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। এসব ছেলে-মেয়ের জন্য চাই আরও বেশি মদত জোগানো এবং আরও উন্নত মানের শিক্ষাদান, কেননা বাড়িতে লেখাপড়া শেখানোয় সাহায্য করার কেউ নেই তাদের। এসব ছাত্র-ছাত্রী অন্যদের তুলনায় বেশি বয়সে মাধ্যমিকের চৌকাঠে পা দেয়। তপশিলি জাতি ও উপজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতের ক্ষেত্রে একথা খাটে আরও বেশি। সকলের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে, এদের ভর্তির হার দ্বিগুণ বাড়াতে হবে।

শিক্ষায় অগ্রগতির হিসাবকিতাব

সর্বশিক্ষা অভিযানের দরুন, মাধ্যমিকে ভর্তির সংখ্যা বেড়েছে যথেষ্ট। ১নং সারণিতে দেখা যায়, স্কুল না যাওয়া শিশুর শতকরা হার এবং ভর্তি না হওয়া ৬-১০ বছর বয়সি শিশুর হার পরবর্তী দু'টি বেশি বয়সি গোষ্ঠীর

সারণি-১
স্কুলে যাওয়া বা না যাওয়া বিভিন্ন বয়সি বাচ্চাদের শতকরা হিসাব

বয়স	কখনই ভর্তি হয়নি		ভর্তি হওয়া বাচ্চা কিন্তু বর্তমানে স্কুল যায় না		বর্তমানে স্কুল যায়	
	২০০৭-০৮	২০১৪-১৫	২০০৭-০৮	২০১৪-১৫	২০০৭-০৮	২০১৪-১৫
৬ থেকে ১০	৮.৮	৬.০	১.৬	১.০	৮৯.৬	৯২.৯
১১ থেকে ১৩	৬.২	২.৯	৭.৫	৪.৩	৮৬.৩	৯২.৯
১৪ থেকে ১৫	৮.৫	৪.৪	২০.০	১২.৪	৭১.৫	৮৩.২
১৬ থেকে ১৭	৮.৭	৬.০	৩৬.৫	২৫.৬	৫৪.৮	৬৮.৪
মোট	৮.১	৫.০	১১.০	৭.৬	৮০.৯	৮৭.৪

সূত্র : জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৬৪ ও ৭১তম দফার তথ্য

[শ্রী শর্মা, অধিকর্তা, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, আইপিই গ্লোবাল লিমিটেড। আইপিই গ্লোবাল উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সমতামূলক উন্নয়ন ও টেঁকসই বিকাশের জন্য কারিগরি সাহায্য ও যোগানোর এক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন উপদেষ্টা সংস্থা। ই-মেল : shalendersharma@ipeglobal.com
শ্রী ঝা, বরিষ্ঠ (সিনিয়র) ম্যানেজার, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, আইপিই গ্লোবাল লিমিটেড। ই-মেল : sjha@ipeglobal.com]

তুলনায় বেশি, কেননা তারা স্কুলে নাম লিখিয়েছে দেরি করে। কখনও ভর্তি হয়নি এমন শিশুর সংখ্যা সবসময়ই তুলনায় কম। সমস্যা হল, বেশি বয়সে স্কুলের খাতায় নাম লেখানো এবং ভর্তি হয়েও ক্লাসে হাজিরা না দেওয়া বেশি বয়সি ছেলে-মেয়ের বেলায় এটা হরবখত লক্ষ্য করা যায়; কেননা কোনও-না কোনও কাজ জুটিয়ে আয়ের পথ তাদের সামনে খোলা। তা হলেও মনে রাখা দরকার, সব বয়সের বাচ্চারা এখন বেশি করে স্কুলে উপস্থিত থাকছে। ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ভর্তির হারে ফারাক এখনও রয়ে গেছে বটে; তবে তা কমেছে অনেকখানি। পনেরোটি রাজ্যে তো ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা ভর্তি হয়েছে বেশি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাধ্যমিকে ভর্তি না হওয়ার সবচেয়ে বড়ো কারণ বাড়িতে টাকাকড়ির টানাটানি। সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ছেলে-মেয়েরা মাধ্যমিক স্তরে পড়াশুনার সুযোগ বেশি পায়।

শিক্ষা খাতে অসমতা কমছে

শিক্ষা অর্জনে অসমতা হল, মানুষের সম্ভাবনার বিকাশ ও তার সদ্ব্যবহারের খামতির নির্দেশক। ঠিকঠাক শিক্ষা পেলে, তারা আরও বেশি উৎপাদনশীল 'মানব মূলধন' হয়ে উঠত। অসমতার স্তর ব্যাখ্যায় ২নং সরণিতে জিনি শতকরা বা সূচক (Gini Coefficient) ব্যবহার করা হয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে শিক্ষালাভে অসমতার বহর বোঝানোই এর উদ্দেশ্য। ০ (আদৌ অসমতা নেই) থেকে ১ (চরম অসমতা) এই মাপকাঠিতে,

সারণি-২
শিক্ষালাভে অসমতার জিনি শতকরা (Gini Coefficient)

রাজ্য	১৯৯৩	১৯৯৯	২০০৪	২০০৭	২০০৯	২০১১	২০১৪
অন্ধ্রপ্রদেশ	০.৭২	০.৬৮	০.৬৫	০.৫৯	০.৫৭	০.৫৪	০.৫৪
কর্ণাটক	০.৬৫	০.৬১	০.৫৭	০.৫৪	০.৪৯	০.৪৪	০.৪৫
কেরালা	০.৩৬	০.৩৬	০.৩৫	০.৩৪	০.৩১	০.২৬	০.২৭
মধ্যপ্রদেশ	০.৭২	০.৬৭	০.৬৩	০.৫৭	০.৫৩	০.৫১	০.৫
রাজস্থান	০.৭৪	০.৬৮	০.৬৬	০.৬২	০.৫৯	০.৫৮	০.৫৩
তামিলনাড়ু	০.৫৭	০.৫২	০.৪৯	০.৪৭	০.৪৩	০.৪২	০.৪১
উত্তর প্রদেশ	০.৭	০.৬৫	০.৬২	০.৬১	০.৫৫	০.৫৫	০.৫
সারা ভারত	**০.৬৫**	**০.৬১**	**০.৫৭**	**০.৫২**	**০.৫১**	**০.৪৯**	**০.৪৬**

সূত্র : জাতীয় নমুনা সমীক্ষার বিভিন্ন দফার তথ্যমাফিক

সূচকটি দেখিয়েছে অসমতা কমছে (১৯৯৩-এ ০.৬৫ থেকে ২০১৪-এ ০.৪৫) ক্রমাগত। অর্থাৎ, শিক্ষার নাগাল পাওয়ার ক্ষেত্রে অসমতা কমছে, বিশেষত কয়েকটি রাজ্যে যেখানে গোড়ার দিকে অসমতার হার ছিল বেশ চড়া। স্কুলে শিক্ষার মান কেমন, তা অবশ্য এই হিসেবে ধরা হয়নি। ধরেই নেওয়া যায় যে বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত ঘরের ছেলে-মেয়েদের উন্নত মানের স্কুলে পড়ার সুযোগটা বেশি। স্কুলে ভর্তির সুযোগ বাড়ানোর জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি এবং সর্বশিক্ষা অভিযানের মতো প্রকল্পের ফলে বিদ্যালয়ে আরও বেশি বাচ্চা নাম লেখাচ্ছে। তবে এর দরুন শিক্ষার মান বাড়ছে, একথা অবশ্য জোর দিয়ে বলা যায় না। যথেষ্ট উন্নতি করা রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্থানে অসমতা কমেছে ০.২১, অন্ধ্রপ্রদেশে ০.১৮ শতাংশ। জিনি সূচক হচ্ছে উত্তর ভারতের 'পিছিয়ে পড়া' রাজ্যগুলি, যেখানে শিক্ষালাভে অসমতা প্রবল এবং কেরালার মতো অসমতা কম থাকায় দক্ষিণী রাজ্যগুলির মধ্যে ফারাক চিহ্নিত করার আর একটি উপায়। সূচকের পিছনের সারির রাজ্যগুলির মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের সঙ্গে আছে রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ।

অন্তর্ভুক্তি উন্নয়ন বিকাশে সাম্প্রতিক নীতিগত প্রচেষ্টা

আদিবাসী এলাকায় শিক্ষার উন্নয়ন এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল-সহ দেশের বহু এলাকায় শিক্ষা ক্ষেত্রকে মজবুত করতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ করা হয়েছে। আদিবাসী পড়ুয়াদের বৃত্তির জন্য বরাদ্দ বাড়ায় তাদের স্কুলছুট রোখার চেষ্টা জোরদার হবে।

ধরাবাঁধা সময়ের মধ্যে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা এবং সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষালাভের সুযোগ নিশ্চিত করতে, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ন্যাশনাল মিশন অন টিচার্স অ্যান্ড টিচিং-এর মাধ্যমে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণে উন্নত সাজসরঞ্জামের বন্দোবস্তে নজর দেওয়া হয়েছে। বরাদ্দ বৃদ্ধি করে উচ্চশিক্ষায় অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে। চালু প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নতমানের করা হবে।

সর্বশিক্ষা অভিযান এবং রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান এর সংযুক্তির সুবাদে, আশা করা যায় : (১) এই ক্ষেত্রের জন্য পাওয়া

টাকাকড়ির সদ্ব্যবহার হবে; (২) রাজ্যগুলির বিভিন্ন চাহিদা মিটবে; (৩) দক্ষ ব্যবস্থাপনা, নজরদারি ও তদারকি হবে; (৪) প্রশাসনে চাপ এবং খরচ কমবে; (৫) আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার রীতিনীতি গড়ে উঠবে। এসবের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হবে।

প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্ভাবনা তহবিল এক সঠিক পদক্ষেপ। উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রযুক্তি-নির্ভর সংস্কারে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বেড়েছে ৯.৯ শতাংশ। ২০১৯-এর অন্তবর্তী বাজেটে ৩৮,৫৭২ কোটি টাকা ধার্য করেছে জাতীয় শিক্ষা মিশন বাবদ। এর মধ্যে, ৩৬,৪৭২.৪০ কোটি টাকা প্রাক্-প্রাথমিক থেকে বারো ক্লাস পর্যন্ত স্কুল পড়ুয়াদের জন্য।

শেষপাত

সবশেষে বলতে হয়, অন্তর্ভুক্তি উন্নয়নের জন্য সকলের অংশগ্রহণ-সহ এক সফল

স্কুল ব্যবস্থা নির্ভর করে নীতি স্তরের প্রচেষ্টার উপর। অন্তর্ভুক্তি উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণের জন্য স্কুল পড়ুয়াদের দক্ষতা গড়ে তোলায় জোর দেওয়া চাই। পাঠক্রম সংস্কার, স্টেট কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং/ডাইরেকটরেট অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং এর মতো প্রধান সংশ্লিষ্ট পক্ষের সক্ষমতা তৈরি এবং শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষকের পুল গড়া ছাড়া আমরা কয়েক প্রজন্ম টেঁকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করতে পারব না। শিক্ষায় টেঁকসই অন্তর্ভুক্তি উন্নয়ন অর্জনে সাহায্য করতে, স্কুলগুলির মধ্যে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্কুলগুলির মধ্যে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে স্কুলের মধ্যে সহযোগিতার বন্দোবস্ত করা জরুরি। ❑

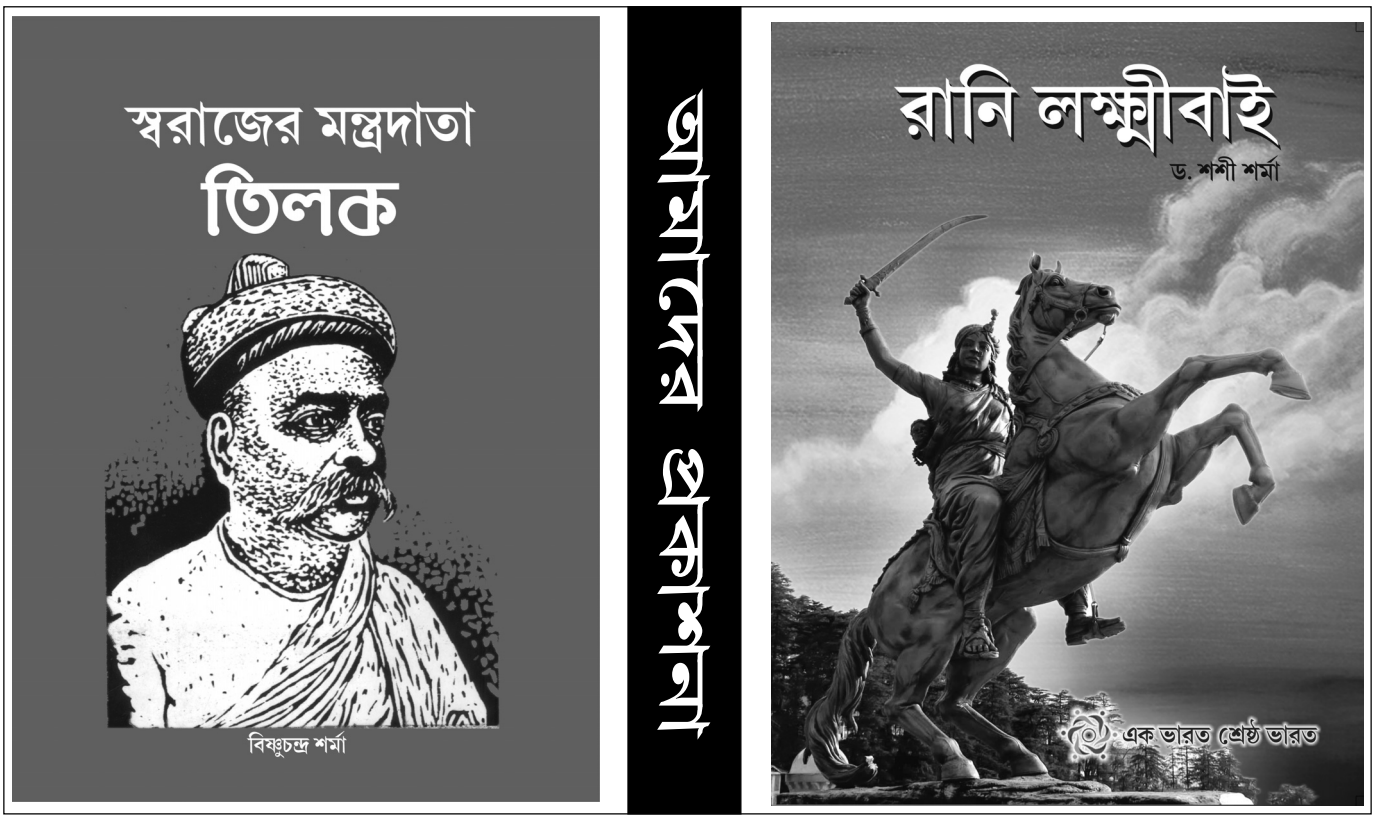

শিশুর অধিকারের ইতিকথা

কিরণ আগরওয়াল

চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করা কিংবা সংঘাতদীর্ণ এলাকা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত, অথবা ঘরছাড়া হতে বাধ্য শিশুরা সীমাহীন প্রতিকূলতার সম্মুখীন। তাছাড়াও, সামগ্রিকভাবে, অন্যান্য অঞ্চলের শিশুরাও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতার জাঁতাকলে পড়তে পারে বহু ক্ষেত্রে। দেখা গেছে, উপযুক্ত প্রতিবিধানের সুযোগ না পেলে শিশুবয়সে প্রতিকূলতার শিকার হয় ও পড়া একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের উপার্জন দাঁড়ায় সেই দেশের গড় ব্যক্তিগত আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সম্পদ সৃজন এবং মোট জাতীয় আয়ের ওপর।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, সমানাধিকার এবং চরম দারিদ্র্য নির্মূল করার কাজে সাফল্যের অন্যতম প্রধান শর্ত একেবারে প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে প্রতিটি শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে ব্রতী হওয়া (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। প্রত্যেকটি শিশুর পরিপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার নিশ্চিত করা উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।

শিশুরা যাতে নিজের মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনা-গুলির স্ফূরণের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে, সেজন্য দরকার উপযুক্ত যত্ন-আত্তি ও সঠিক প্রতিপালন। কারণ, শুধুমাত্র শারীরিক, মানসিক, সামাজিক কিংবা জ্ঞানগত বিকাশই যথেষ্ট নয়, প্রতিকূল পরিস্থিতির যথোপযুক্তভাবে মোকাবিলার বিষয়টিও সমান জরুরি। স্বাস্থ্য, সক্ষমতা এবং সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নে দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করা এবং পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষেত্রেও সেই পরিবেশ বজায় রাখার জন্য শিশুদের যত্ন-আত্তি ও সঠিকভাবে প্রতিপালনের গুরুত্ব অপরিসীম।

বিরামহীন উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে একটি হল নারী, শিশু এবং বয়ঃসন্ধিতে উপনীতদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আন্তর্জাতিকরণ কৌশল (Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health —2016-2030)।

যে পৃথিবীতে নারী, শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরা শারীরিক এবং মানসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নে সব ধরনের সুযোগসুবিধার অংশীদার হয়ে সমৃদ্ধ মানবসমাজ গঠনে নিজেদের অবদান রাখতে সক্ষম সেখানে পৌঁছনোই লক্ষ্য। প্রতিটি শিশুর সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে তাদের মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (বিরামহীন উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ—৪.২ বা SDG target—4.2)।

গড়িমসির ফল হবে মারাত্মক

চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করা কিংবা সংঘাতদীর্ণ এলাকা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসরত, অথবা ঘরছাড়া হতে বাধ্য শিশুরা সীমাহীন প্রতিকূলতার সম্মুখীন। তাছাড়াও, সামগ্রিকভাবে, অন্যান্য অঞ্চলের শিশুরাও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতার জাঁতাকলে পড়তে পারে বহু ক্ষেত্রে। দেখা গেছে, উপযুক্ত প্রতিবিধানের সুযোগ না পেলে শিশুবয়সে প্রতিকূলতার শিকার হয় ও পড়া একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের উপার্জন দাঁড়ায় সেই দেশের গড় ব্যক্তিগত আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সম্পদ সৃজন এবং মোট জাতীয় আয়ের ওপর। শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে যথা সময়ে উপযুক্ত বিনিয়োগ এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাবে যে পরিমাণ মূল্য চোকাতে হয়, তা

[লেখক শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, ICMR-এর প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থাকা শিশুদের সামাজিক অবস্থান বিষয়ক কমিটির যুগ্ম প্রধান। ই-মেল : aggarwalkiran1@gmail.com]

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বর্তমানে যা বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে তার চেয়ে ঢের বেশি (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা বা প্রস্তাব গৃহীত হয় ১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর। তার তিরিশ বছর পর শিশুদের মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদ তৈরি করার বিষয়ে একমত হন বিশ্ব নেতারা।

শিশুদের অধিকারের পরিসরে মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রতিটি ক্ষেত্র, অর্থাৎ গার্হস্থ্য, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে তৈরি হওয়া আইনগত দিক থেকে বাধ্যতামূলক প্রথম আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা হল ১৯৮৯ সালের শিশু অধিকার বিধি (Convention on the Rights of the Child—UNCRC, 1989)। এই বিধি ৫৪-টি ধারায় বিন্যস্ত। ২-টি ঐচ্ছিক ধারাও রয়েছে। বিধিতে বলা হয়েছে যে, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে প্রতিটি শিশুর রয়েছে বেঁচে থাকার, সর্বাঙ্গীণ অর্থে বিকশিত হওয়ার, ক্ষতিকারক প্রভাব এবং নিপীড়ন ও শোষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার, পারিবারিক এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন নির্বাহ করার অধিকার।

(১) UNCRC-তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে ভারত শিশুর অধিকার রক্ষার বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক বলে মান্যতা দিয়েছে।

(২) ১৯৯২-এ UNCRC-তে স্বাক্ষর করার পর আমাদের দেশ নিজের কিশোর ন্যায়াধিকার আইনে পরিমার্জন করে। ২০১০ সালে গৃহীত হয় কিশোর ন্যায়াধিকার (যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ) আইন। এর সংস্থান অনুযায়ী ১৮ বছরের কমবয়সিরা প্রয়োজনে রাষ্ট্রের কাছ থেকে যত্ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত পরিষেবা পাওয়ার অধিকারী।

(৩) ২০০৫-এর শিশু অধিকার আইনের আওতায় ২০০৭-এর মার্চে গঠিত হয় শিশু অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় আয়োগ (National Commission for Protection of Child Rights—NCPCR)। দেশের

আইন, নীতি, কর্মসূচি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা যাতে শিশুদের অধিকারের ধারণার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করা সংশ্লিষ্ট আয়োগ বা নিগমের দায়িত্ব।

(৪) ২০০৯ সালে গৃহীত হয় নিঃখরচায় শিক্ষার অধিকার আইন (Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009)।

(৫) ২০১০ সালে জারি হয় বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তি বন্ধ করার লক্ষ্যে NCPCR-এর নির্দেশিকা।

(৬) শিশুদের যৌন হেনস্থা প্রতিরোধ আইন (Protection of Children Against Sexual Offences—POCSO) চালু হয় ২০১২ সালে।

ভারতের সংবিধানে এখন শিশুদের যেসব অধিকার দেওয়া আছে তার মধ্যে রয়েছে :

(i) ৬-১৪ বছরের সব শিশুর নিঃখরচায় এবং বাধ্যতামূলকভাবে বুনিয়াদি শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার অধিকার (ধারা ২১ক)।

(ii) ১৪ বছরের আগে বিপদজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্তি থেকে রেহাই-এর অধিকার (ধারা ২৪)।

(iii) বলপূর্বক বা আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদে নিজেদের বয়স এবং ক্ষমতার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয় এমন কোনও পেশায় নিযুক্ত হওয়া থেকে শিশুদের রেহাই পাওয়ার অধিকার।

(iv) সুস্থ, স্বাধীন পরিবেশে আত্মমর্যাদার সঙ্গে বেড়ে ওঠা এবং মানসিক (moral) বা পার্থিক (material) দৃষ্টিকোণ থেকে পরিত্যক্ত না হওয়ার অধিকার।

ভারতের নীতিপ্রণেতারা শিশু নির্যাতন সম্পর্কে ২০০৭-এর সমীক্ষার সুপারিশগুলি পড়ে দেখতে পারেন। ওই প্রতিবেদনের পরামর্শের ওপর ভিত্তি করেই ২০১২ সালে গৃহীত হয় পকসো (POCSO) আইন। এই আইনে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার দায়ভার অভিযুক্তের। এক্ষেত্রে লিঙ্গভেদের কোনও সংস্থান নেই।

ডিজিটাল ব্যবস্থা নির্ভর দেশ হয়ে উঠছে ভারত। যেকোনও রকম তথ্যই এখন শিশুদের হাতের মুঠোয়। যৌনধর্মী নানা বিষয়ও জেনে ফেলতে পারে তারা। কিন্তু কোনটা নিরাপদ, কোনটা নিরাপদ নয়, কিংবা জরুরিভিত্তিক গর্ভনিরোধ—এসব কোনও কিছুই তাদের না জানাই স্বাভাবিক। শিশু-কিশোরদের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কর্মরত স্বাস্থ্যসংক্রান্ত পেশাদাররা সেজন্য মনে করেন যে, বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ে এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক পন্থায় শিক্ষাদান জরুরি।

সরকারি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ে দৈহিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে নির্দেশিকা জারি হয়েছে। এক্ষেত্রে নজরদারি কর্তৃপক্ষ হল NCPCR। কোনও অভিযোগ থাকলে অনলাইন তা জানানো যেতে পারে NCPCR-এর ওয়েবসাইটে।

ভারতের অনেক পরিবারই উপার্জনের জন্য শিশুদের কাজে লাগায়। এই প্রবণতা বন্ধ করে ওই সব পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ক্ষেত্রে ঋণ-এর সংস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে [রঞ্জন, ২০০১, জাফরি ও লাহিড়ী, ২০০০]।

ভারতের জনসংখ্যা ১৩০ কোটিরও ওপরে। সারা বিশ্বের শিশুদের ১৯ শতাংশের বাস এখানে। বিশ্বায়ন এবং অর্থনৈতিক উদারীকরণ উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু এই অগ্রগতির সুফল শিশুদের কাছে বহুক্ষেত্রেই অধরা।

সামগ্রিকভাবে, এদেশের মানুষের স্বাস্থ্যের হালচাল এখনও বেশ উদ্বেগের একটি বিষয়। শিল্পায়ন এবং অন্য নানা কারণে পরিবেশগত অবক্ষয় ও দূষণ শিশুদের স্বাস্থ্যের ওপর আরও বেশি করে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শিশুদের অপুষ্টির শিকার হওয়া কিংবা খাদ্যের অভাবে বা নিরাময়যোগ্য রোগেও মৃত্যুর ঘটনা দুর্লভ নয়।

রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে শিশুদের জীবনের অধিকার নিশ্চিত করতে টিকাদানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাস্থ্যবিষয়ক সূচকগুলির গতিপ্রকৃতি অঞ্চলভিত্তিক পার্থক্য এবং অসম বিকাশের দিকে ইঙ্গিত দেয়। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির গুরুদায়িত্বের কথা বলা রয়েছে সংবিধানে। শিশু বিকাশ ও শিক্ষা (Child Development and Education—CDE) ক্ষেত্রে কেরালার সাফল্য নজর কাড়ে। সেখানে প্রতিটি শিশু বিদ্যালয়ে যায়। শিশু শ্রমিকের অনুপাত ১৫ শতাংশ—যা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেকটাই কম। পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্রও এসব ক্ষেত্রে সফল।

আগামীর দিশায়

''নারীর নেতৃত্বে উন্নয়ন''-এর ধারণার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২০১৯-'২০-র বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ২৯,১৬৫ কোটি টাকা, যা ২০১৮-'১৯-এর বাজেটের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি।

সমন্বিত শিশু সুরক্ষা প্রকল্পগুলিতে বেড়েছে মঞ্জুরি।

বাস্তব ক্ষেত্রে 'অধিকার সুরক্ষা সংস্থা'-র পাশাপাশি সমান গুরুত্ব পাওয়া দরকার 'অধিকার রূপায়ণ সংস্থা'-র। একমাত্র তাহলেই অধিকারের সঠিক প্রয়োগ এবং তা বজায় রাখা সম্ভব।

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে শিশুদের বিষয়টিতে সুস্পষ্ট এবং পৃথক অগ্রাধিকার থাকা প্রয়োজন। মা বা প্রসূতির বিষয়টির সঙ্গে তা এক বন্ধনীতে রাখা উচিত নয়।

ভারত আঞ্চলিক বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্যে ভরপুর একটি দেশ। সেজন্য, প্রতি রাজ্যের শিশুস্বাস্থ্য সম্পর্কিত পৃথক পরিকল্পনা থাকা জরুরি। শিশুদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি তাদের অধিকারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। যেসব রাজ্য এই প্রশ্নে পিছিয়ে রয়েছে তাদের বিশেষ সহায়তাদান জরুরি। শিশুদের শিক্ষার বিষয়টির সঙ্গে শিশুশ্রমের মতো সামাজিক অভিশাপের ব্যস্তানুপাতিক বা বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে। দরিদ্র পরিবারগুলিকে ভরতুকিযুক্ত সুদে ঋণ দিয়ে এই সামাজিক ব্যাধি দূর করার চেষ্টা চলছে। শিশুশ্রম প্রতিরোধ এবং শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার কাজে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন এবং পঞ্চায়েতেরও বড়ো ভূমিকা রয়েছে।

পীড়ন বা নির্যাতন হল অধিকার হরণের ঘৃণ্য একটি পন্থা। এর ফলে শিশুর মানসিক বিকাশ থমকে যায়। ২০১২ সালের পকসো আইন শিশুর অধিকারের প্রতি সংবেদনশীল বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিশায় নিঃসন্দেহে বড়ো পদক্ষেপ। কিন্তু, তার যথাযথ প্রয়োগ জরুরি। বয়ঃসন্ধিতে উপনীতদের যৌনতা বিষয়ক বৈজ্ঞানিক পাঠদান-এর ওপর প্রভূত জোর দেওয়া দরকার।

ছোটো ছেলেরাও অনেক সময়েই মেয়েদের মতো যৌন নির্যাতনের শিকার। এই বিষয়টি মাথায় রেখে তাদেরও নিরাপত্তার দিকে নজর দিতে হবে। তাদেরও দিতে হবে নিজেকে নিরাপদ রাখার প্রশিক্ষণ। সরকারি সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিকাশমূলক এবং আচরণভিত্তিক ন্যূনতম শিশু চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়—যাতে অভিভাবকদের এজন্য ছুটে বেড়াতে না হয়। কোনও শিশু পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে কি না, তা প্রথম পর্যায়েই চিহ্নিত করার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার। এজন্য ভারতের পুনর্বাসন পরিষদ (Rehabilitation Council of India) তাদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পাঠ্যসূচিতে প্রয়োজনীয় দিশানির্দেশ অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। ২০১৬-র প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি আইনের (PWD Act) সংস্থানগুলির মধ্যে শিক্ষাগ্রহণে পশ্চাদ্‌পদ (LD)-দের বিষয়টির বিশদে উল্লেখ রয়েছে। এধরনের শিশুদের কিভাবে সাহায্য করা যায়, তাও বলা আছে সেখানে। চিকিৎসক নয় এমন ব্যক্তিকে দিয়ে চিকিৎসা করানোর মতো

মারাত্মক সামাজিক প্রথা বন্ধ করতে আপৎকালীন ভিত্তিতে পদক্ষেপ জরুরি।

যৌনকর্মীদের সন্তানদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার সংস্থান রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাদের শিক্ষা এবং অন্যান্য দিকগুলির দেখভালও রাষ্ট্রের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং দিল্লির প্রায় ২ লক্ষ মানুষের পারিবারিক বৃত্তি হল দেহ ব্যবসা (বেদিয়া গোষ্ঠী)। কয়েকশো বছর ধরে চলে আসছে এমনটাই। তাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তা গ্রহণযোগ্যও।

জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে দরকার নির্দিষ্ট এবং কার্যকর আইন প্রণয়ন।

গর্ভধারণের আগে প্রসূতির উপযুক্ত পরিচর্যা অকালপ্রসব, নবজাতকের কম ওজন, জন্মের সময় থেকেই শারীরিক অসুবিধার মতো বিপদ অনেক কমাতে পারে।

মহিলাদের যথার্থ ক্ষমতায়ন সম্ভব হলে এইসব সমস্যার বেশিরভাগ আপনা-আপনিই দূর হয়ে যাবে। দরকার দেশের মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ও পরিমার্জন।

কিশোরীদের ক্ষমতায়ন এবং বিকাশে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে রাষ্ট্রীয় কন্যা স্বাস্থ্য কার্যক্রম। বয়ঃসন্ধিতে উপনীতদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে যাওয়া অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। এর মোকাবিলায় অভিভাবক, শিক্ষকসমাজ, মানসিক রোগের চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের পাশাপাশি শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিপ্রণেতাদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গর্ভধারণের আগে কী করা উচিত বা উচিত নয় সেসম্পর্কে আগামী দিনের মায়েদের সচেতন করে তুলতে হবে কিশোরী অবস্থা থেকেই। তারা যাতে বিদ্যালয়ের পাঠটুকু অন্তত সম্পন্ন করতে পারেন তা নিশ্চিত করা সভ্যসমাজের দায়িত্ব। তবেই পরিণত বয়সের আগে গর্ভধারণের প্রবণতা থেকে মুক্তি মিলবে। কম ওজনের নবজাতক বা শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশ থমকে থাকার অভিশাপ দূর হবে।❑

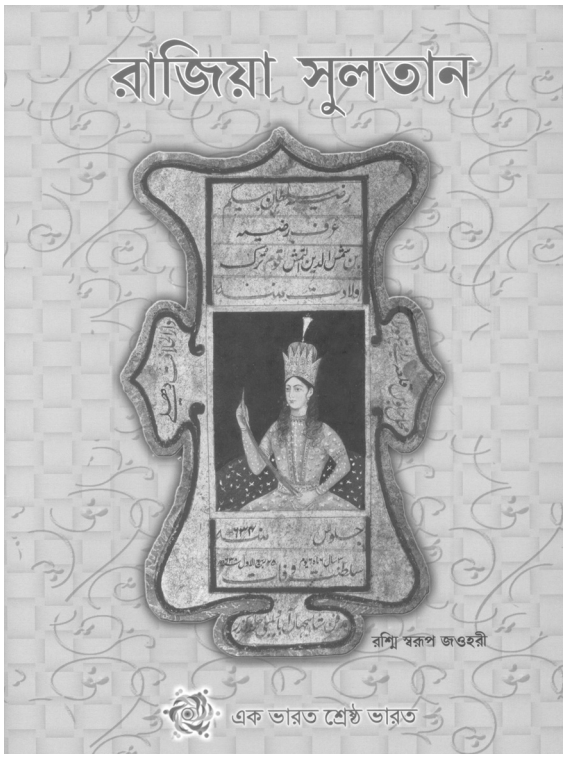

আমাদের প্রকাশনা

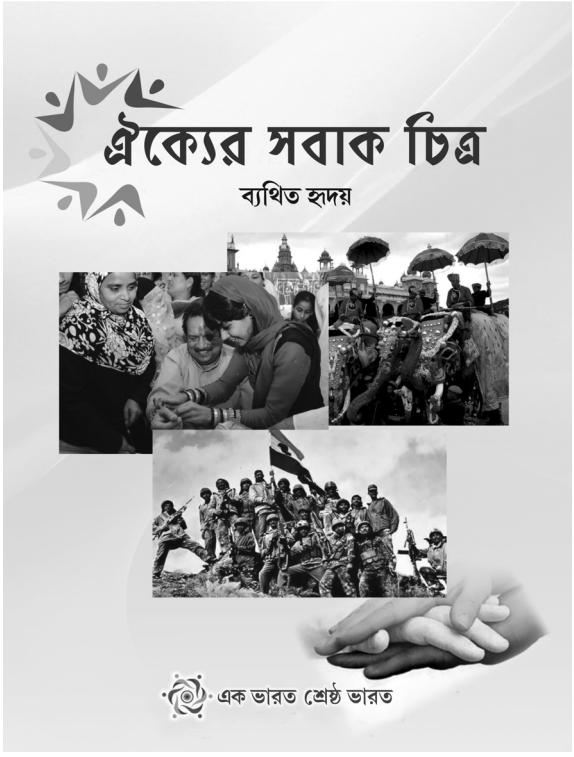

লক্ষ্য এক প্রবীণবান্ধব ভারত গড়ে তোলা

শিলু শ্রীনিবাসন

দ্রুত পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, নগরায়ন, যুবাদের আশা- আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার ক্রমাগত বৃদ্ধি, কর্মজগতে মহিলাদের অধিক সংখ্যায় প্রবেশ—এসব কিছুর দৌলতে চিরাচরিত যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে পড়ছে খুব দ্রুত। নগরাঞ্চলে তা অবলুপ্তির পথে। অন্যদিকে, মানুষের জীবনের গড় মেয়াদ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে বয়সজনিত সমস্যায় ভুগছেন আরও বেশি সংখ্যক মানুষ। প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটিতেও তাদের দরকার সহায়তার। কিন্তু পরিবার ছোটো হতে থাকায় সহায়তাকারী পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ছে।

অভূতপূর্ব জনবিন্যাসগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে এই পৃথিবী। ২০৫০ নাগাদ প্রতি পাঁচ জনে এক জনের বয়স দাঁড়াবে ৬০-এর বেশি। বর্তমানে এই অনুপাত ১০-এ ১। ভারতে প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যা ১০ কোটি, যা ব্রিটেনের মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। প্রবীণ মানুষের সংখ্যা এদেশে ২০৫০ নাগাদ দাঁড়াবে ৩২ কোটি ২৪ লক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যাও এর তুলনায় কম। জনবিন্যাসগত এই সব বিবর্তন সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে আমাদের জীবনে। তা শুধুমাত্র নীতিপ্রণেতা বা গবেষকদের মাথা ঘামানোর বিষয় নয়।

পরিস্থিতির বিশ্লেষণ : সংখ্যাগত দিক থেকে

জনসংখ্যায় প্রবীণদের অনুপাত ২০১৬-এ ৯ দশমিক ৩ শতাংশ। ২০২১ এবং ২০২৬-এ তা হবে যথাক্রমে ১০ দশমিক ৭ এবং ১২ দশমিক ৪০। এমনটাই পূর্বাভাস দিয়েছে জনসংখ্যা বিষয়ক জাতীয় আয়োগ (National Commission on Population)।

মানুষের সম্ভাব্য গড় আয়ু বেড়ে চলেছে। কমছে মৃত্যুহার। সার্বিকভাবে জীবনযাপনের মান বেড়েছে বহুগুণ। ফলে মানুষ এখন অনেক বেশি দিন বাঁচছেন। জন্মের সময় সম্ভাব্য আয়ু ২০০২-'০৬-এ মহিলাদের ক্ষেত্রে ছিল ৬৪.২, পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬২.৬। কোনও মানুষের ৬০ বছর বয়সের পর জীবনের বাকি সম্ভাব্য মেয়াদ ওই সময় গড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ বছর (পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৬.৭, মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৮.৯)। ৭০ বছরের দ্বারপ্রান্তে থাকা মানুষের ক্ষেত্রে ওই গড় ১২ বছরের কম (পুরুষদের ক্ষেত্রে ১০.৯, মহিলাদের ক্ষেত্রে ১২.৪)।

বয়স্ক মানুষদের প্রায় ৬৫ শতাংশ নিজেদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। প্রবীণ মহিলাদের ২০ শতাংশেরও কম আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর। পক্ষান্তরে প্রবীণ পুরুষদের মধ্যে আর্থিক প্রশ্নে বেশিরভাগই স্বনির্ভর।

৬০-৬৪ বছরের মধ্যে বয়স, এখন প্রবীণ-প্রবীণাদের ৯৪ শতাংশ চলতে-ফিরতে সক্ষম। ৮০ কিংবা তার বেশিবয়সি পুরষদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৭২ শতাংশ, মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬৩ থেকে ৬৫ শতাংশ।

ভারতকে বিশ্বের সবচেয়ে প্রবীণবান্ধব দেশ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। কেরালায় তৈরি হয়েছে প্রবীণবান্ধব গ্রাম। কর্ণাটকে গড়ে উঠেছে NIMHANS। তৃণমূল স্তরে এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে পৌঁছনো সম্ভব কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

[লেখক প্রতিবেদক Dignity Foundation এবং Dignity Lifestyle Retirement Township-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান। ই-মেল : sheilu.sreenivasan@dignityfoundation.com]

শহুরে এলাকায় প্রবীণদের প্রায় ৫৫ শতাংশ কোনও-না-কোনও রকম বয়সজনিত অক্ষমতায় ভোগেন। প্রবীণরা সবচেয়ে বেশি করে যে সমস্যার সম্মুখীন হন তা হল, চলাফেরার অসুবিধা। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের প্রবীণদের মধ্যে হৃদ্‌রোগের প্রকোপ অনেক তীব্রতর।

রাষ্ট্রসংঘের জনসংখ্যা তহবিল বা United Nations Population Fund-এর হিসেব অনুযায়ী, ২০৫০ নাগাদ বিশ্বের প্রতি ৬ জন প্রবীণের একজনের আবাসভূমি হয়ে উঠবে এই দেশ। প্রবীণদের সংখ্যার নিরিখে ভারতের চেয়ে এগিয়ে থাকবে শুধুমাত্র চিন।

পরিস্থিতির বিশ্লেষণ : গুণগত প্রশ্নে

দ্রুত পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, নগরায়ন, যুবাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার ক্রমাগত বৃদ্ধি, কর্মজগতে মহিলাদের অধিক সংখ্যায় প্রবেশ—এসব কিছুর দৌলতে চিরাচরিত যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে পড়ছে খুব দ্রুত। নগরাঞ্চলে তা অবলুপ্তির পথে। অন্যদিকে, মানুষের জীবনের গড় মেয়াদ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে বয়সজনিত সমস্যায় ভুগছেন আরও বেশি সংখ্যক মানুষ। প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটিতেও তাদের দরকার সহায়তার। কিন্তু পরিবার ছোটো হতে থাকায় সহায়তাকারী পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের খাদ্যতালিকা কেমন হবে বা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতার মোকাবিলা কিভাবে সম্ভব তা নিয়ে ভাবার লোকের বড়ো অকুলান। অণু পরিবার প্রথা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের শারীরিক এবং মানসিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগাচ্ছে। অনেক সময়েই বাড়িতে তাদের ঠাঁই পাওয়া নিয়েও জটিলতা তৈরি হয় (বিশেষ করে তাদের সন্তান এবং সন্তানদের পরিবারের সদস্যদের যদি ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অভাব ঘটে)। স্বাস্থ্য বিমা কিংবা চিকিৎসার খরচ মেটানো একটা বড়ো বিষয়। কাজের জন্য নতুন প্রজন্মের একটা বড়ো অংশ এখন বিদেশে বসবাসরত। তাদের বাবা-মায়েরা এখানে সম্পূর্ণ একাকী।

জনসংখ্যায় প্রবীণদের (ষাটোর্ধ্বদের) অনুপাত গত কয়েক দশকে অনেক বেড়ে গেছে। রাজ্যভেদে এক্ষেত্রে তারতম্য রয়েছে অনেকটাই। ২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী, দাদরা ও নগর হাভেলি, নাগাল্যান্ড, অরুণাচলপ্রদেশ, মেঘালয়-এর মতো রাজ্যে মোট জনসংখ্যায় প্রবীণদের অনুপাত চার শতাংশ। মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ-এ তা ৮ শতাংশের বেশি। কেরালায় এই অনুপাত ১০.৫ শতাংশ।

ভারতের প্রবীণরা বহুক্ষেত্রেই আর্থিক এবং অন্য নানা বিষয়ে সাহায্যের জন্য পরিবারের ওপর নির্ভরশীল। আর্থিক প্রশ্নে নির্ভরশীল বৃদ্ধদের ৬-৭ শতাংশ পত্নীর থেকে, প্রায় ৮৫ শতাংশ ছেলেমেয়ের থেকে, ২ শতাংশ নাতি-নাতনির থেকে এবং ৬ শতাংশ অন্য উৎস থেকে সহায়তা পেয়ে থাকেন। আর্থিক প্রশ্নে নির্ভরশীল বৃদ্ধাদের ২০ শতাংশের কাছাকাছি স্বামীর থেকে, ৭০ শতাংশের বেশি সন্তানের থেকে, তিন শতাংশ নাতি-নাতনির থেকে এবং ৬ শতাংশ পরিবারের বাইরে অন্য নানা উৎস থেকে সহায়তা পান।

পেশার জগতে প্রবীণরা যেভাবে এখন রয়েছেন তা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বেশিরভাগই নিযুক্ত অদক্ষ কাজে, যেখানে পারিশ্রমিক অনেক কম। বয়স্কদের ৯০ শতাংশ অবসরভাতা বা অবসরকালীন সুযোগসুবিধা পান না। মহিলাদের মধ্যে

সারণি
জনসংখ্যার নিরিখে ভারতের বৃহৎ জনপদ
(২০১১ সালের জনগণনা)

ক্রমিক স্থান	নগর	রাজ্য/ অঞ্চল	জনসংখ্যা
১.	মুম্বাই	মহারাষ্ট্র	১৮,৪৪১৪,২৮৮
২.	দিল্লি	দিল্লি	১৬,৩১৪,৮৩৮
৩.	কলকাতা	পশ্চিমবঙ্গ	১৪,১১২,৫৩৬
৪.	চেন্নাই	তামিলনাড়ু	৮,৬৯৬,০১০
৫.	বেঙ্গালুরু	কর্ণাটক	৮,৪৯৯,৩৯৯
৬.	হায়দরাবাদ	অন্ধ্রপ্রদেশ	৭,৭৪৯,৩৩৪
৭.	আমেদাবাদ	গুজরাত	৬,২৪০,২০১
৮.	পুণে	মহারাষ্ট্র	৫,০৪৯,৯৬৮
৯.	সুরাট	গুজরাত	৪,৫৮৫,৩৬৭
১০.	জয়পুর	রাজস্থান	৩,০৭৩,৩৫০
১১.	কানপুর	উত্তরপ্রদেশ	২,৯২০,০৬৭
১২.	লখনৌ	উত্তরপ্রদেশ	২,৯০১,৪৭৪
১৩.	নাগপুর	মহারাষ্ট্র	২,৪৯৭,৭৭৭
১৪.	গাজিয়াবাদ	উত্তরপ্রদেশ	২,৩৫৮,৫২৫
১৫.	ইন্দোর	মধ্যপ্রদেশ	২,১৬৭,৪৪৭
১৬.	কোয়েম্বাটুর	তামিলনাড়ু	২,১৫১,৪৬৬
১৭.	কোচি	কেরালা	২,১১৭,৯৯০
১৮.	পাটনা	বিহার	২,০৪৬,৬৫২
১৯.	কোঝিকোড়	কেরালা	২,০৩০,৫১৯
২০.	ভোপাল	মধ্যপ্রদেশ	১,৮৮৩,৩৮১

যারা একা থাকেন, তারাই বেশি যুক্ত রয়েছেন কাজের দুনিয়ায়। খুব কম সংখ্যক (মাত্র তিন শতাংশ) প্রবীণা অবসরকালীন সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকেন, যেখানে প্রবীণদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ১৫ শতাংশ। এদিকে আবার, প্রবীণাদের একটা বড়ো অংশ বিধবা।

এইসব সমস্যার মোকাবিলায় অন্যান্য নানা উদ্যোগের পাশাপাশি সরকার এবং বিভিন্ন অসরকারি সংস্থা প্রবীণদের নানাভাবে সহায়তা প্রদানে প্রয়াসী।

প্রবীণদের জীবনযাপনের মান সংক্রান্ত সূচক

এই সূচকের চারটি দিক রয়েছে : শারীরিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক এবং মানসিক। ষাট বছর বয়সের পর প্রবীণরা এই চারটি ক্ষেত্রে কতটা ভালো আছেন বা সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন তার ওপরেই তাদের জীবনযাপনের সহজসাধ্যতার বিষয়টি নির্ভর করে।

পৌরসংস্থাগুলির থেকে এক্ষেত্রে ওয়ার্ডভিত্তিক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাওয়া যেতে পারে। প্রবীণরা কেমন আছেন তা বুঝতে হলে এলাকায় অপরাধের হার, রাস্তাঘাটে হাঁটাচলার সুবিধা, চিকিৎসাকেন্দ্র এবং ওষুধের দোকানের সংখ্যা, বাসস্টপে বসার ব্যবস্থা, রেল স্টেশনে চলাফেরার জন্য ঢালু পথপরিসর বা র‍্যাম্প থাকা, বিমানবন্দরের দূরত্ব, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্র থেকে আসা বয়স্ক মানুষজনের বৃদ্ধাবাস, গণ পরিবহণের সুবিধা, ব্যাঙ্কে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ (অনেক ব্যাঙ্কে গ্রাহকদের সুবিধা-অসুবিধা দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক রয়েছেন), দূরত্ব অতিক্রমের জন্য প্রয়োজনে হুইল চেয়ারের সংস্থান— এসব বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতে হবে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে পরিষেবার

উৎকর্ষের বিচারে পুরওয়ার্ডগুলির তালিকা তৈরি করা যেতে পারে। এভাবেই তৈরি হতে পারে প্রবীণ নাগরিকদের জীবনযাপনের উৎকর্ষসূচক।

● **স্বল্পমেয়াদে এধরনের সূচক গঠনের লক্ষ্য :**

(১) যেসব অঞ্চল প্রবীণদের বসবাসের বেশি উপযোগী এবং যেখানে তারা মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারেন, তার তালিকা সম্বলিত শ্বেতপত্র প্রকাশ করা।

(২) এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রবীণদের জীবনযাপন বিষয়ে আলোচনা শুরু করা।

(৩) প্রবীণদের জনবিন্যাসগত দিকটি আরও ভালোভাবে খতিয়ে দেখে পরবর্তী পর্যায়ে এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রক, দপ্তর এবং অন্য নানা সংগঠনের ভবিষ্যত প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি করা।

● **দীর্ঘমেয়াদে এধরনের সূচকের কার্যকারিতা :**

(১) এই সূচকের ওপর ভিত্তি করে নতুন ধরনের সূচক তৈরি করা যা অণু স্তরে বা একেবারে ছোটো পরিবারেও প্রবীণদের জীবনযাপনের মান সম্পর্কে জানাতে সক্ষম। বর্তমানে যে সূচক রয়েছে তাতে অণু স্তরের ছবি ফুটে ওঠে না।

(২) তালিকায় থাকা ২০-টি শহরে ওই ধরনের সমীক্ষা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রবীণদের জীবনযাপনের সহজসাধ্যতা কতটা তা বুঝে দেখা।

(৩) CRISIL যেভাবে বাণিজ্যিক সংস্থার ঋণগ্রহণ সংক্রান্ত যোগ্যতা বিচার করে সেভাবেই প্রতিবেশ কতটা প্রবীণবান্ধব তা বিচার করতে সক্ষম হওয়া। এরপর উৎকর্ষের বিচারে বিভিন্ন অঞ্চলের তালিকা তৈরি করে প্রয়োজনমতো অর্থ এবং পরিষেবার সংস্থান করা যেতে পারে। বর্তমানে একেকটি পুরওয়ার্ড নিয়ে কাজ চলছে।

আরও ছোটো অঞ্চল নিয়ে কাজ হচ্ছে না এখন। তা করা বেশ কঠিন। সেজন্য প্রয়োজন আরও অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর দেওয়া।

ভারতকে 'বিশ্বের সবচেয়ে প্রবীণবান্ধব দেশ' হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। কেরালায় তৈরি হয়েছে প্রবীণবান্ধব গ্রাম। কর্ণাটকে গড়ে উঠেছে NIMHANS। তৃণমূল স্তরেও এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে পৌঁছনো সম্ভব কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।❑

উল্লেখপঞ্জি :

(১) https://www.ageinternational.org.uk/Documents/Global_Age Watch_Index_2015_Help Age.pdf.

বিশেষ নিবন্ধ

সর্বাত্মক বিকাশের লক্ষ্যে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ

ড. মুনিরাজু এস. বি.

তপশিলি উপজাতি, তপশিলি জাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, বিমুক্ত আদিবাসী, যাযাবর উপজাতি, প্রায়-যাযাবর উপজাতি, সাফাই কর্মচারী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর জাতি, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি, প্রবীণ নাগরিক, নিঃস্ব, রূপান্তরকামী, মহিলা এবং শিশুরা। ভারতের সংবিধান জাতি-বর্ণ-লিঙ্গ-ধর্ম নির্বিশেষে সব নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছে। এর সঙ্গে স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের কল্যাণ সুনিশ্চিত করার। নির্দেশক নীতিসমূহে তাদের সুরক্ষা ও উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের কল্যাণের লক্ষ্যে নানা কর্মসূচি নিয়েছে।

সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যকে সার্থক করে তুলতে বিভিন্ন সময়ে সরকার সমাজের এমন কিছু অংশকে চিহ্নিত করেছে, যাদের সাহায্যের অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে। এরা হলেন তপশিলি উপজাতি, তপশিলি জাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, বিমুক্ত আদিবাসী, যাযাবর উপজাতি, প্রায়-যাযাবর উপজাতি, সাফাই কর্মচারী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর জাতি, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি, প্রবীণ নাগরিক, নিঃস্ব, রূপান্তরকামী, মহিলা এবং শিশুরা।

ভারতের সংবিধান জাতি-বর্ণ-লিঙ্গ-ধর্ম নির্বিশেষে সব নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছে। এর সঙ্গে স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের কল্যাণ সুনিশ্চিত করার। নির্দেশক নীতিসমূহে তাদের সুরক্ষা ও উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের কল্যাণের লক্ষ্যে নানা কর্মসূচি নিয়েছে এবং নীতি প্রণয়ন করেছে। নীতি ও কর্মসূচি যেখানে প্রত্যাশিত ফল দিতে পারেনি, সেখানে দুর্বল শ্রেণিকে সমান সুযোগ দিতে এবং তাদের কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে আইন আনা হয়েছে।

ছয় দশকের পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ার সুফল ক্রমশ সকলের কাছেই পৌঁছেছে। তবে প্রথম সারিতে থাকা গোষ্ঠীগুলি যেভাবে উপকৃত হয়েছে, সবাই ততটা হয়নি। কয়েকটি মূলগত আর্থ-সামাজিক মাপকাঠির ভিত্তিতে তপশিলি জাতি—SC, তপশিলি উপজাতি—ST, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি—OBC, সংখ্যালঘু এবং অন্যদের তুলনামূলক অবস্থান সারণি-১-এ তুলে ধরা হল।

এই মাপকাঠিগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে, তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ধীরে ধীরে হচ্ছে, কিন্তু এখনও তাদের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য অংশের যথেষ্ট ফারাক রয়েছে।

সরকারের প্রয়াস ও উদ্যোগ

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে সমাজের অসহায়, অনগ্রসর, দুর্বল অংশের ওপর

সারণি-১
জনসংখ্যায় দুর্বলতর শ্রেণির অংশ

সামাজিক গোষ্ঠী	মোট	
	২০০১	২০১১
তপশিলি জাতি (SC)	১৬.২	১৬.৬
তপশিলি উপজাতি (ST)	৮.২	৮.৬
সংখ্যালঘু	১৮.৮	১৯.৩২
প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি	২.১	২.২১
প্রবীণ ব্যক্তি	৭.৪	৮.৬
রূপান্তরকামী	NA	০.০৪
মহিলা	৪৮.২৬	৪৮.৪৬
শিশু	১৫.৯৩	১৩.১
অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (OBC)	NA	৪০.৯৪*

সূত্র : জনগণনা ২০০১ ও ২০১১
OBC Sample Survey by NSSO 2004-'05

[লেখক উপ-উপদেষ্টা (সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন), নিতি আয়োগ, ভারত সরকার। ই-মেল : mraju.sb@gov.in]

সারণি-২
সামাজিক গোষ্ঠীগুলির সাক্ষরতার হার

সামাজিক গোষ্ঠী	মোট	
	২০০১	২০১১
তপশিলি জাতি (SC)	৫৪.৬৯	৬৬.০৭
তপশিলি উপজাতি (ST)	৪৭.১০	৫৮.৯৬
ধর্মীয় সংখ্যালঘু		
মুসলিম	৫৯.১	৬৮.৫
খ্রিষ্টান	৮০.৩	৮৪.৫
শিখ	৬৯.৪	৭৫.৪
বৌদ্ধ	৭২.৭	৮১.৩
জৈন	৯৪.১	৯৪.৯
অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠী	৪৭.০	৫৯.৯
অন্যান্য	৬৪.৮৪	৭২.৯৯
সূত্র : জনগণনা ২০১১		

সারণি-৩
স্বাস্থ্যের অবস্থা (শিশুমৃত্যুর হার)

মাপকাঠি	তপশিলি জাতি-SC	তপশিলি উপজাতি-ST	অন্যান্য	মোট
শিশুমৃত্যুর হার (১ বছর পর্যন্ত)	৬৬.৪	৬২.১	৪৮.৯	৫৭
শিশুমৃত্যুর হার (১ বছরের বেশি)	২৩.২	৩৫.২	১০.৮	১৮.৪
৫ বছরের নিচে মৃত্যুর হার	৮৮.১	৯৫.৭	৫৯.২	৭৪.৩
শিশুদের পুষ্টিগত অবস্থা				
বয়স অনুযায়ী উচ্চতা	৫৩.৯	৫৩.৯	৪৭.৭	৪৮
উচ্চতা অনুযায়ী ওজন	২১	২৭.৬	১৬.৩	১৯.৮
বয়স অনুযায়ী ওজন	৪৭.৯	৫৪.৫	৩৩.৭	৪২.৫
প্রাতিষ্ঠানিক জন্মের হার	৩২.৯	১৭.৭	৫১	৩৮.৭
টিকাকরণ	৩৯.৭	৩১.৩	৫৩.৮	৪৩.৫
সূত্র : FGHS 3				

সারণি-৪
সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দরিদ্র

সামাজিক গোষ্ঠী	গ্রামীণ			শহুরে		
	২০০৪-'০৫	২০০৯-'১০	২০১১-'১২	২০০৪-'০৫	২০০৯-'১০	২০১১-'১২
তপশিলি জাতি-SC	৫৩.৫৩	৪২.২৬	৩১.৫	৪০.৫৬	৩৪.১১	২১.৭০
তপশিলি উপজাতি-ST	৬২.২৮	৪৭.৩৭	৪৫.৩	৩৫.৫২	৩০.৩৮	২৪.১০
অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (OBC)	৩৯.৮০	৩১.৯	২২.৬০	৩০.৬০	২৪.৩০	১৫.৪০
অন্যান্য	৪১.৭৯	৩৩.৮	১৫.৫	২৫.৬৮	২০.০৯	৮.১০
সূত্র : পরিকল্পনা কমিশন ২০১১-'১২						

সারণি-৫
সরকারি চাকরিতে তপশিলি জাতি-SC/তপশিলি উপজাতি-ST-র প্রতিনিধিত্ব

বিভাগ/বছর	১৯৬০	১৯৭০	১৯৮০	১৯৯০	২০০০	২০১১
তপশিলি জাতি-SC	২২৮৪৯৭	২৯১৩৭৪	৪৯০৫৯২	৫৯০১০৮	৫৮২৪৪৬	৫১৮৩৯৭
তপশিলি উপজাতি-ST	৩৭৭০৪	৬০৩২৫	১২৫০০৪	১৮৫২৪৫	২২৫৯১৭	২২২৪৪২
SC/ST বহির্ভূত	১৬০০৫২৮	২১৪৭৫৮৪	২৫১৬১২৯	২৭০১৭০০	২৮১৯৫১৯	৩০১৪৮০০
সূত্র : বার্ষিক প্রতিবেদন—কর্মীবর্গ, জন অভিযোগ ও পেনশন মন্ত্রক						

বিশেষ লক্ষ্য রেখে সব নাগরিককে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের মধ্যে আনার একটা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং গণতান্ত্রিক দায় ভারতের রয়েছে। একের পর এক সরকার এই লক্ষ্যে সমাজের অন্যান্য অংশের সমকক্ষ করে তোলার জন্য দুর্বলতর শ্রেণির ক্ষমতায়নের প্রয়াস চালিয়েছে। শিক্ষা সংক্রান্ত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কর্মসংস্থানগত—নানা দিকেই ইতিবাচক কাজ করা হয়েছে। সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে শিক্ষা, চাকরি ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্যোগ

শিক্ষার গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে সমাজের দুর্বলতর অংশের জন্য বিভিন্ন স্তরে প্রি-ম্যাট্রিক, পোস্ট-ম্যাট্রিক, ন্যাশনাল ফেলোশিপ, ন্যাশনাল ওভারসিজ স্কলারশিপ, মিনস কাম মেরিট স্কলারশিপ প্রভৃতি নানা বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়াতে, বিভিন্ন স্তরে স্কুলছুটের সংখ্যা কমাতে, পেশাদার যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ দিতে, চাকরির সংস্থান সুনিশ্চিত করতে এবং জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত করে তুলতে নেওয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপ। এর সুযোগ পাচ্ছেন তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, সংখ্যালঘু, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত, বিমুক্ত, যাযাবর এবং প্রায় যাযাবর শ্রেণিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা।

আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চমানের শিক্ষা দিতে এবং তাদের মধ্যে স্কুলছুটের সংখ্যা কমাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন এলাকায় আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করছে। কিছু রাজ্যের সরকারও তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, ভিন্নভাবে সক্ষম, সংখ্যালঘু ও মেয়েদের জন্য আবাসিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছে। দুর্বলতর শ্রেণির ছেলে-মেয়েদের হস্টেল তৈরির জন্য কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে টাকা দেয়। তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত এবং ভিন্নভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীরা সঙ্গে সমান তালে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপযুক্ত হয়ে ওঠে সেজন্য নাম করা নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় তাদের বিনামূল্যে পড়ানোর ব্যবস্থা আছে।

যোগ্যতার শর্ত পূরণ করলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পেশাগত ও কারিগরি বিভিন্ন পাঠক্রমের জন্য মেরিট

কাম মিনস স্কলারশিপ দেওয়া হয়। স্নাতক স্তরের নিচে এবং স্নাতকোত্তর—দু'টি পর্যায়েই এই ব্যবস্থা আছে। উচ্চশিক্ষা, অর্থাৎ এমফিল বা পিএইচডি পাঠক্রমের জন্য দেওয়া হয় মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল ফেলোশিপ।

বর্তমানে সিভিল সার্ভিস-এ সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব অনেক কম। সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের এই পরীক্ষায় বসতে উৎসাহ দিতে যারা UPSC, SSC, State Public Service Commission-এর গ্রুপ-এ ও গ্রুপ-বি পদের পরীক্ষায় প্রিলিমসে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের সরাসরি আর্থিক সহায়তা করা হচ্ছে।

যেসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, ভিন্নভাবে সক্ষম, সংখ্যালঘু, মহিলা ও শিশুদের জন্য কাজ করে, তাদের কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য দেয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, সমাজের দুর্বলতর অংশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে যেসব দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রয়েছে, তাদের পরিষেবাকে কাজে লাগানো। এই প্রকল্পের আওতায় সাধারণ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে কাজ করলে বা চিকিৎসা কেন্দ্র, ডিসপেন্সারি চালানোর মতো সেবামূলক কাজ করলে অথবা কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো আয় সৃষ্টিকারী কোনও কাজ করলে অর্থ সহায়তা করা হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণির অংশগ্রহণ সুগম করতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষজনকে ভরতুকিতে ঋণ দিতে রয়েছে National Scheduled Castes Finance and Development Corporation—NSFDC, সাফাইকর্মী এবং মলবাহকদের জন্য আছে National Safaikaramcharies Finance and Development Corporation—NSKFDC, অনগ্রসর শ্রেণির জন্য National Backward Classes Finance and Development—NBCFDC, তপশিলি উপজাতির জন্য National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation—NSTFDC, সংখ্যালঘুদের জন্য National Minorities Finance and Development Corporation—NMDFC, ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য National Handicapped Finance and Development Corporation—NHFDC, মহিলাদের জন্য রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ—RMK। রাজ্য স্তরে তত্ত্বাবধানের জন্য রয়েছে State Development Corporation—SDC-গুলি। এদের সবক'টিরই লক্ষ্য হল, নিজেদের সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে সমাজের অন্যান্য অংশের সমকক্ষ করে তোলা। এছাড়াও তপশিলি জাতি ও অনগ্রসর-সহ এইসব গোষ্ঠীকে ব্যবসার মূলধন জোগাতে রয়েছে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড, ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, মুদ্রা যোজনা প্রভৃতি।

এছাড়া বেশ কিছু বিশেষ কর্মসূচিও আছে। এর মধ্যে কয়েকটি হল, তপশিলি জাতি ও উপজাতি সাব-প্ল্যানে কেন্দ্রীয় সহায়তা, প্রধানমন্ত্রী জনকল্যাণ যোজনা—যা আগে বহুক্ষেত্রীয় উন্নয়ন কর্মসূচি হিসাবে পরিচিত ছিল, সংখ্যালঘুদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ১৫ দফা কর্মসূচি, তপশিলি উপজাতির জন্য সংবিধানের ২৭৫(১) ধারায় আর্থিক সহায়তা প্রভৃতি। এগুলির মূল্য লক্ষ্য হল, তপশিলি জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘুদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে গতি আনা।

অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর, বিমুক্ত, যাযাবর, প্রায়-যাযাবর উপজাতি এবং রূপান্তরকামীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের আওতায় তাদের প্রি-ম্যাট্রিক ও পোস্ট-ম্যাট্রিক বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে, দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, National Backward Classes Finance and Development Corporation—NBCFDC-র মাধ্যমে, দেওয়া হচ্ছে ঋণের সুবিধা। তপশিলি উপজাতিদের জীবিকার উন্নয়ন এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের সহায়তায় জাতীয় স্তরে Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India—TRIFED এবং রাজ্য স্তরে State Tribal Development Cooperative Corporation-গুলি রয়েছে। বনাঞ্চল থেকে কাঠকুটো ও ছোটোখাটো ফসল সংগ্রহ করে যারা জীবিকানির্বাহ করেন, তাদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কিছু সংগৃহীত সামগ্রীর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য স্থির করা হয়েছে, স্থানীয় স্তরে গড়ে তোলা হয়েছে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো।

মলবাহকদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে স্বনিযুক্তি প্রকল্পের আওতায় তাদের এককালীন নগদ টাকা এবং দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত অসহায় উপজাতি গোষ্ঠীগুলি (PVTGs) যাতে তাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেই উন্নয়নের পথে এগোতে পারে, সেজন্য রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র আর্থিক সহায়তা দেয়।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অদক্ষ মানুষজনকে জীবিকা অর্জনের উপযোগী করে তুলতে গ্রাম ও শহরে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। 'নয়ি মঞ্জিল' প্রকল্পে দরিদ্র সংখ্যালঘু যুবাদের চাকরি পাবার উপযুক্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করা হচ্ছে। আমাদের দেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্পের সংরক্ষণ এবং তার উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিল্পীদের পাশে দাঁড়াতে তৈরি করা হয়েছে Upgrading Skills and Training in Traditional Arts/Crafts for Development—USTTAD প্রকল্প।

সামাজিক ক্ষমতায়নের প্রয়াস

দুর্বলতর শ্রেণির সামাজিক অবস্থান অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় কমজোরি। এই ফারাক ঘুচিয়ে দেবার লক্ষ্যে সরকার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত নানা আইন প্রণয়ন করেছে। এগুলির লক্ষ্য হল, দুর্বলতর শ্রেণির প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন বন্ধ করে তাদের ভালোভাবে থাকার পথ প্রশস্ত করা। তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে সুবিচার দিতে নাগরিক অধিকার সুরক্ষা আইন ১৯৯৫ এবং নির্যাতন প্রতিরোধ আইন

১৯৮৯-কে আরও মজবুত করা হয়েছে। মহিলাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রয়েছে শিশুবিবাহ নিষিদ্ধ আইন, ২০০৬; পণপ্রথা নিষিদ্ধ আইন, ১৯৬১; ভারতীয় বিবাহবিচ্ছেদ আইন, ১৯৬৯; মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন, ১৯৬১; কর্মস্থলে মহিলাদের যৌন হেনস্থা (প্রতিরোধ, নিষিদ্ধ ও নিষ্পত্তি) আইন, ২০১৩; মহিলাদের অশ্লীল প্রদর্শন (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৬; জাতীয় মহিলা কমিশন আইন, ১৯৯০। এছাড়া প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণ, মানুষকে দিয়ে মলবহন নিষিদ্ধ করা, ভিন্নভাবে সক্ষমদের অধিকার রক্ষার লক্ষ্যেও আলাদা আলাদা আইন চালু আছে।

মহিলা ও শিশুদের জন্য সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প ICDS-এর আওতায় পরিপূরক পুষ্টি, প্রাক্-স্কুল ঘরোয়া শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, টিকাকরণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও আনুষঙ্গিক পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়। বয়সের তুলনায় শিশুদের উচ্চতা যাতে কম না হয় সেদিকে নজর রাখার পাশাপাশি পোষণ অভিযানে অপুষ্টি, রক্তাল্পতা ও জন্মের সময়ে কম ওজনের সমস্যা নিরসনে জোর দেওয়া হয়। বিশেষ জোর দেওয়া হয় বয়ঃসন্ধির কিশোরী, গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদায়িনী মায়েদের স্বাস্থ্যের ওপর। শিশু সুরক্ষা পরিষেবার আওতায় শিশুদের জন্য সুরক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি করে আইনের ধারায় অভিযুক্ত শিশু এবং অসহায় শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের প্রয়াস চালানো হয়। কর্মরত মহিলাদের ক্ষেত্রে শিশুর বয়স ৬ বছর না হওয়া পর্যন্ত, দিনের বেলায় তাকে দেখাশোনার জন্য ন্যাশনাল ক্রেশ প্রকল্পের আওতায় ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পে লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে কন্যাশিশুদের সুরক্ষা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয়। তারা যাতে শিক্ষার সুযোগ পায় এবং বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। গর্ভবতী এবং স্তন্যদায়িনী মায়েরা যে মজুরি হারান, তা খানিকটা পূরণ করা হয় প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনায় নগদ অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে। বয়ঃসন্ধির কিশোরীদের জন্য প্রকল্পে তাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ, স্বাস্থ্যের উন্নতি ও দক্ষতা উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়। স্কুলছুটদের ফের স্কুলে ফেরানো এবং তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এই প্রকল্পে। সংখ্যালঘু মহিলারা যাতে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে না থেকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বদান এগিয়ে আসতে পারেন, সেজন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বাধার গৃহ প্রকল্পে কঠিন পরিস্থিতির শিকার মহিলাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। তারা যাতে মর্যাদাসম্পন্ন জীবনযাপন করতে পারেন, সেজন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়। এর মাধ্যমে ওই মহিলারা স্বনির্ভর হয়ে ওঠেন। উজ্জ্বলা প্রকল্পের মাধ্যমে যৌন নির্যাতনের শিকার মহিলাদের উদ্ধার করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়, প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয় মহিলা পাচারের বিরুদ্ধে। যেসব মহিলাকে কাজের তাগিদে বাড়ি থেকে দূরে থাকতে হয়, তাদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য হস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। মহিলা শক্তি কেন্দ্রগুলি গ্রামীণ মহিলাদের গোষ্ঠীর নানা কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহ দিয়ে তাদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করছে। কলেজ ছাত্রীদেরও স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে গোষ্ঠী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করানোর পরিকল্পনা আছে।

উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবন ও মথুরায় অসহায় বিধবাদের জন্য কৃষ্ণ কুটির নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলিতে এক হাজার বিধবা থাকতে পারেন। তাঁদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়, পুষ্টিকর খাবার, স্বাস্থ্য পরিষেবা, আইনি পরিষেবা ও পরামর্শের ব্যবস্থা রয়েছে। বৃদ্ধাদের সুবিধার জন্য রয়েছে র‍্যাম্প, লিফট ও ফিজিওথেরাপির সুবিধা। শিশুকল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিতে জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়।

দরিদ্র শারীরিক প্রতিবন্ধীদের টেঁকসই, অত্যাধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত সহায়ক সরঞ্জাম কিনে দেবার জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প রয়েছে, যার নাম Assistance to Disabled Persons for Purchase/ Fitting of Aids and Appliances—ADIP। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কাজকর্মের মাধ্যমে এদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে দীনদয়াল প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন প্রকল্প—DDRS। Scheme for Implementation of Persons with Disability Act 2016—SIPDA শীর্ষক আইনের আওতায় ভিন্নভাবে সক্ষমদের সহায়তায় নানা প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় বয়ঃশ্রী যোজনায় দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা প্রবীণ নাগরিকদের সহায়ক সঞ্জাম প্রদান করা হয়। জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিতে সংকটের মধ্যে থাকা বয়স্ক, ভিন্নভাবে সক্ষম এবং মহিলাদের সামাজিক নিরপত্তা দেওয়া হয়। যেসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বয়স্কদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার, বৃদ্ধাবাস, ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র প্রভৃতি চালায়, তাদের সরকার অর্থ সাহায্য করে। মদ ও মাদক আসক্ত, ড্রাগের নেশাগ্রস্ত ও ভিক্ষুকদের চিকিৎসা, নেশামুক্তি, পরামর্শদান, পুনর্বাসন, দক্ষতা উন্নয়নের মতো কাজও করা হয় সরকারের তরফ থেকে।

ভারতীয় সংস্কৃতির সার্বিক ধারায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে হামারি ধারোহার নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। পার্সিদের মতো ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা কমে যাওয়া আটকাতে রয়েছে জিও পার্সি-র মতো প্রকল্প।

আদিবাসী উৎসবের আয়োজন, তাদের বিষয়ে গবেষণা, আলোচনাচক্র, বই প্রকাশ ইত্যাদির জন্যও সরকার অর্থ সাহায্য দেয়। আদিবাসী উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি নীতির দিশানির্দেশ পেতে বেশ কিছু উৎকর্ষ কেন্দ্রকে গবেষণা চালাতে বলা হয়েছে।

রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব এবং চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ

ভারতীয় সংবিধানে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের সংস্থান রয়েছে। একইভাবে অধিকাংশ রাজ্য পুরসভা ও পঞ্চায়েতে অনগ্রসর শ্রেণি এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা

করেছে। চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তপশিলি জাতি, উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং হালফিলে অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ রয়েছে। এই সবই তাদের প্রতিনিধিত্ব এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণকে সুনিশ্চিত করে।

সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের অন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ সাংবিধানিক-ভাবে বাধ্যতামূলক এবং জাতীয় অগ্রাধিকার। এই অধিকারকে সুরক্ষিত রাখতে রক্ষাকবচ হিসাবে যেসব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে তার মধ্যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি হল তপশিলি জাতির জন্য জাতীয় কমিশন, তপশিলি উপজাতির জন্য জাতীয় কমিশন এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য জাতীয় কমিশন। এছাড়া বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে রয়েছে সাফাই কর্মচারীদের জন্য জাতীয় কমিশন; বিমুক্ত; যাযাবর ও প্রায়-যাযাবর উপজাতির জন্য জাতীয় কমিশন; জাতীয় মহিলা কমিশন, সংখ্যালঘু জাতীয় কমিশন; শিশু অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় কমিশন; জাতীয় মানবাধিকার রক্ষা কমিশন, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য মুখ্য কমিশনারের দপ্তর প্রভৃতি। এগুলির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলির অধিকার রক্ষা ও কল্যাণসাধনের প্রয়াস চালানো হয়।

নীতিসমূহ রূপায়ণের জন্য এক্ষেত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য সংস্থাগুলি কাজ করছে তাদের মধ্যে কয়েকটি হল, বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, ড. আম্বেদকর ন্যাশনাল মেমোরিয়াল, ড. বি. আর. আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার এবং ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এছাড়া প্রবীণ নাগরিক, দুঃস্থ, নির্যাতনের শিকার হওয়া মানুষজন, রূপান্তরকামী এবং অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর পাশে দাঁড়াতে গড়ে উঠেছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ডিফেন্স।

যেসব রাজ্যে শক্তিশালী সংগঠন আছে, সেখানে ব্রেইল প্রেস স্থাপন, আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, মানসিক অবসাদ ও নানারকম শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়াতে বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। শিরদাঁড়ার অসুখে যারা ভুগছেন তাদের সাহায্যের জন্য রয়েছে স্টেট স্পাইনাল সেন্টার এবং ইন্ডিয়ান স্পাইনাল ইনজুরি সেন্টার। বধিররা যাতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পেতে পারেন সেজন্য তাদের জন্য আলাদা কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। গড়ে তোলা হয়েছে পুনর্বাসন বিজ্ঞান ও প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত চর্চার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, National University of Rehabilitation Science and Disability Studies। প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য পেশাদারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে শীর্ষ বিধিবদ্ধ সংস্থা, পুনর্বাসন পরিষদ-Rehabilitation Council। সারা দেশে এক্ষেত্রে সমমান বজায় রাখার দায়িত্বও তাদের।

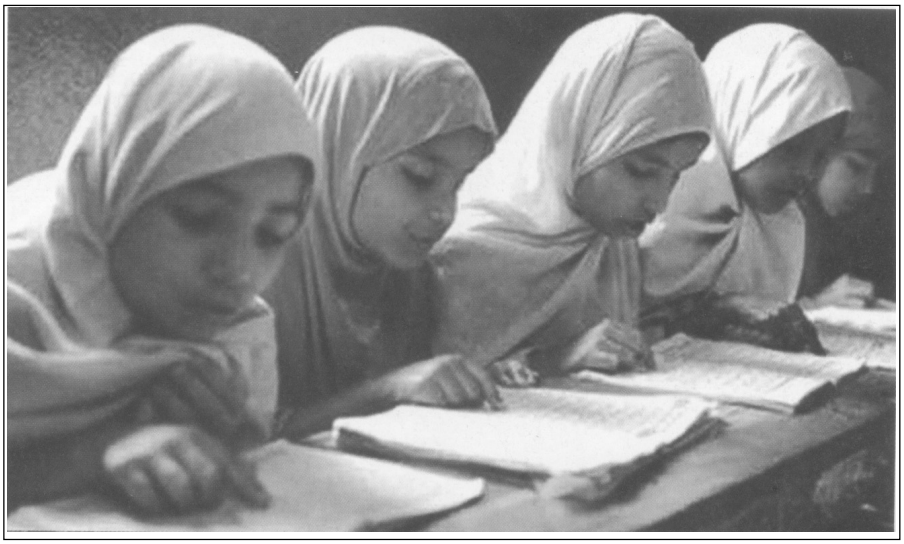

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাহায্যে, পুনর্বাসনে এবং এক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে Indian Sign Language, Research and Training Centre পেশাদার প্রশিক্ষণ পাঠক্রম চালু করেছে, রয়েছে নানা ধরনের পুনর্বাসন পরিষেবাও। Centre for Disability Sports গড়ে উঠেছে ভিন্নভাবে সক্ষমদের খেলাধুলোয় উৎসাহ দিতে। বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছে National Institute for Inclusive and Universal Design। এক্ষেত্রে দক্ষ প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ সৃষ্টি ও অন্যান্য পুনর্বাসন পরিষেবার জন্য রয়েছে National Institute of Mental Health Rehabilitation। Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India—ALIMCO-তে কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের জন্য বিভিন্ন সহায়ক সরঞ্জাম তৈরি করা হয়।

সংখ্যালঘুদের হজ যাত্রার ব্যবস্থা করতে ভারত ও সৌদি আরবে বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে, নথিপত্র কম্পিউটারে তুলতে এবং ওয়াকফ বোর্ডের মালিকানাধীন ফাঁকা জমির বেদখল ঠেকাতে Qaumi Waqf Board Taraqqiati প্রকল্প এবং শহরী ওয়াকফ সম্পত্তি বিকাশ যোজনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় বোর্ডের ফাঁকা জমিগুলিকে বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হচ্ছে, যাতে এগুলির আয় থেকে আরও বেশি করে কল্যাণমূলক কর্মসূচির রূপায়ণ করা যায়। দু'টি প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্বেই রয়েছে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ পরিষদ-Central Waqf Council—CWC।

শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘুদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারে গঠন করা হয়েছে মৌলানা আজাদ এডুকেশন ফাউন্ডেশন। এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ভাষার সংরক্ষণ ও প্রসারে নিয়োগ করা হয়েছে স্পেশাল অফিসার।

সারণি-৬
সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণে ২০১৪-'১৫ থেকে ২০১৭-'১৮ সালে অর্থ খরচ এবং ২০১৮-'১৯ ও ২০১৯-'২০ সালের সংশোধিত হিসাব ও বাজেট অনুমান

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রক/দপ্তর	খরচের পরিমাণ				সংশোধিত হিসাব	বাজেট অনুমান	৫ বছরে মোট
	২০১৪-'১৫	২০১৫-'১৬	২০১৬-'১৭	২০১৭-'১৮	২০১৮-'১৯	২০১৯-'২০	
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তর	৫৩৩০.৯৫	৫৭৫২.৭৪	৬৫১৬.০৯	৬৭৪৭.০২	৯৯৬৩.২৫	৭৮০০.০০	৪২১১০.০
প্রতিবন্ধী ক্ষমতায়ন দপ্তর	৩৩৭.৮৪	৫৫৪.৯৭	৭৭২.৫৬	৯২২.৪৭	১০৭০.০০	১১৪৪.৯০	৪৮০২.৭
আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রক	৩৮৩১.৯৫	৩৬৫৪.৮৬	৪৮১৬.৯২	৫৩১৬.৬৩	৬০০০.০০	৬৫২৬.৯৬	৩০১৪৭.৩
সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রক	৩০৬৯.০১	৪৪৭৯.৮৮	২৮৩২.৪৬	৪০৫৭.১৮	৪৭০০.০০	৪৭০০.০০	২৩৮৩৮.৫
মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক	১৮৪৩৬.১৮	১৭২৪৮.৭২	১৬৮৭৩.৫২	২০৩৯৬.৩৬	২৪৭৫৮.৬২	২৯১৬৪.৯	১২৬৮৭৮.৩
সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণে বছরভিত্তিক মোট অর্থ	**৩১০০৫.৯৩**	**৩১৬৯১.১৭**	**৩১৮১১.৫৫**	**৩৭৪৩৯.৬৬**	**৪৬৪৯১.৮৭**	**৪৯৩৩৬.৭৬**	**২২৭৭৭৬.৯**

পুষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার প্রসারে কাজ করছে খাদ্য ও পুষ্টি পর্ষদ, Food and Nutrition Board—FNB। National Institute of Public Cooperation and Child Development—NIPCCD জন সহযোগিতা ও শিশু উন্নয়ন নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, আলোচনাচক্র, কর্মশালা, সম্মেলন প্রভৃতির আয়োজন করে। সেইসঙ্গে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য যাবতীয় তথ্যাবলীও সরবরাহ করে তারা। ভারতীয় শিশুদের দত্তক নেওয়া সংক্রান্ত কাজকর্মের নোডাল এজেন্সি হিসোবে কাজ করে Central Adoption Resource Agencey—CARA। এই বিধিবদ্ধ সংস্থাটি তাদের স্বীকৃত এজেন্সিগুলির মাধ্যমে দেশ ও বিদেশে অনাথ ও পরিত্যক্ত ভারতীয় শিশুদের দত্তক গ্রহণের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে এবং সমগ্র প্রক্রিয়ার ওপর নজরদারি চালায়। মহিলা ও শিশুদের কল্যাণ ও উন্নয়নে একগুচ্ছ কর্মসূচি শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সামাজিক কল্যাণ পর্ষদ-Central Social Welfare Board—CSWB।

সরকারি ও বেসরকারি পরিসরে কোনও মহিলা হিংসার শিকার হলে জরুরিভিত্তিতে তার প্রতিকারের জন্য ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন চালু হয়েছে। পরিবার, গোষ্ঠী, কর্মস্থল—যেকোনও জায়গায় মহিলারা নির্যাতনের মুখোমুখি হলে যাতে অবিলম্বে প্রতিকার পান, সেজন্য এক ছাতার তলায় সাহায্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এইসব সাহায্য কেন্দ্রে চিকিৎসা, পুলিশি ও আইনি সহায়তা এবং মানসিক-সামাজিক পরামর্শদানের যাবতীয় ব্যবস্থা আছে। 'মহিলা পুলিশ স্বেচ্ছাসেবী' পুলিশ ও গোষ্ঠীর মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেন এবং সংকটে থাকা মহিলার পাশে দাঁড়ান।

সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে বাজেট সহায়তা

কল্যাণসাধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, শিশুদের জন্য এবং লিঙ্গভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যগুলি দায়বদ্ধ। ২০১৯-'২০ সালের অন্তর্বর্তী বাজেটে কেন্দ্র তপশিলি জাতি উপ-পরিকল্পনায় ৭৬৮০০.৮৯ টাকা, আদিবাসী উপ-পরিকল্পনায় ৫০০৮৫.৫২ টাকা, শিশুদের কল্যাণে ৯০৫৯৪.২৫ টাকা এবং লিঙ্গভিত্তিক বাজেটে ১৩১৬৯৯.৫২ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

গত পাঁচ বছরে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের সঙ্গে যুক্ত সংযোগকারী মন্ত্রক ও দপ্তরগুলির জন্য অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ সারণি-৬-এ দ্রষ্টব্য।

যাদের জন্য এইসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে তাদের কাছে এগুলির সুফল সরাসরি এবং পরিমাপযোগ্যভাবে পৌঁছনোর বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে পারলে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।❑

সহায়ক সূত্র :

- N. Jaypalan, "Indian Administration", Volume-I, Atlantic, New Delhi 2001, P. 6.
- Annual Reports of Ministry of Social Justice & Empowerment.
- Annual Reports of Ministry of Tribal Affairs.
- Annual Reports of Ministry of Women and Child Development.
- Annual Reports of Ministry of Minority Affairs.
- Union Budget, 2014-'15 to 2019-'20.

অন্তর্বর্তী বাজেট : বৃহত্তর অভিপ্রায়ের প্রয়োগ

শিশির সিনহা

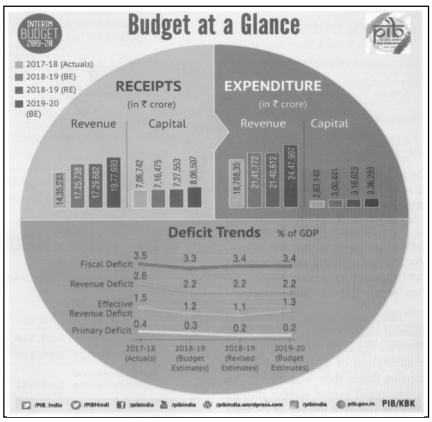

ফেব্রুয়ারির ১ তারিখে অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করা হয়েছে। এই বাজেটে গত পাঁচ বছরে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার উল্লেখের পাশাপাশি বেশ কিছু নতুন উদ্যোগেরও প্রস্তাব রয়েছে। সেইসঙ্গে আগামী অর্থবছরের, অর্থাৎ ২০১৯-'২০ সালের প্রথম চার মাসে (এপ্রিল-জুলাই) সরকারের প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ জানিয়ে তার অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে ভোট অন অ্যাকাউন্ট।

ফেব্রুয়ারির ১ তারিখে অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করা হয়েছে। এই বাজেটে গত পাঁচ বছরে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার উল্লেখের পাশাপাশি বেশ কিছু নতুন উদ্যোগেরও প্রস্তাব রয়েছে। সেইসঙ্গে আগামী অর্থবছরের, অর্থাৎ ২০১৯-'২০ সালের প্রথম চার মাসে (এপ্রিল-জুলাই) সরকারের প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ জানিয়ে তার অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে ভোট অন অ্যাকাউন্ট।

কৃষিক্ষেত্রের জন্য

প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি (পিএম—কিষান) নামে নতুন একটি প্রকল্প চালুর প্রস্তাব রয়েছে এবারের বাজেটে। অনুমান করা হচ্ছে, এর খরচ দাঁড়াবে ২০১৮-'১৯ সালে জিডিপি-র ০.১১ শতাংশ এবং ২০১৯-'২০ সালে জিডিপি-র ০.৩৬ শতাংশ।

এই প্রকল্পের আওতায় যেসব কৃষক ২ হেক্টর পর্যন্ত জমির মালিক, তারা প্রতি বছর ৬,০০০ টাকা করে অর্থ সাহায্য পাবেন। এই অর্থ ২,০০০ টাকার সমান তিনটি কিস্তিতে সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। প্রায় ১২ কোটি ৬০ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবার (যাদের মালিকানায় দেশের ৮৬ শতাংশেরও বেশি কৃষিজমি আছে) এর ফলে উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। ২০১৮ সালের পয়লা ডিসেম্বর থেকে এই প্রকল্প কার্যকর করা হচ্ছে এবং ২০১৯ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত এর প্রথম কিস্তির টাকা এই বছরের মধ্যেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এজন্য সরকারি কোষাগার থেকে চলতি আর্থিক বছরে ২০,০০০ কোটি টাকা এবং আগামী আর্থিক বছরে ৭৫,০০০ কোটি টাকা খরচ হবে।

- কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পশুপালন ও মৎস্যচাষের জন্য যেসব কৃষক ঋণ নিয়েছেন, তারা সুদে ২ শতাংশ ভরতুকি পাবেন। ঋণ ঠিক সময়ে পরিশোধ করলে সুদে অতিরিক্ত ৩ শতাংশ ভরতুকি পাওয়া যাবে।
- প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার কৃষকদের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য করা হবে। তারাও সুদে ২ শতাংশ ভরতুকি পাবেন। পরিবর্তিত সময়সূচি অনুযায়ী ঋণ শোধ করলে তারাও পাবেন অতিরিক্ত ৩ শতাংশ ভরতুকি।
- দেশে গোরুর উৎপাদন এবং গোরুদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে গোরুর জিনগত উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় কামধেনু আয়োগ স্থাপন করা হবে।

শ্রমশক্তির জন্য

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, যাদের মাসিক বেতন ১৫ হাজার টাকার বেশি নয়, তাদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন নামে একটি মেগা পেনশন যোজনার কথা বলা হয়েছে অন্তর্বর্তী বাজেটে।

এর আওতায় শ্রমিকদের ৬০ বছর বয়সের পর থেকে মাসিক ৩,০০০ টাকা করে পেনশন দেওয়া হবে। এজন্য কর্মজীবনে তাদের কাছে থেকে প্রতি মাসে খুব সামান্য টাকা নেওয়া হবে। অসংগঠিত

[লেখক প্রবীণ সম্পাদকীয় প্রতিনিধি, The Hindu Business Line। ই-মেল : hblshishir@gmail.com]

ক্ষেত্রের কোনও শ্রমিক যদি ২৯ বছর বয়সে এই যোজনায় প্রবেশ করেন তা হলে তাকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত মাসে মাত্র ১০০ টাকা করে দিতে হবে। ১৮ বছর বয়সে প্রবেশ করলে এই অর্থের পরিমাণ কমে দাঁড়াবে মাসিক মাত্র ৫৫ টাকা। সরকার প্রতি মাসে শ্রমিকের দেওয়া অর্থের সমপরিমাণ টাকা পেনশন অ্যাকাউন্টে জমা দেবে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অন্তত ১০ কোটি শ্রমিক এই যোজনার সুবিধা ভোগ করবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

এই প্রকল্পের জন্য প্রাথমিকভাবে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এটি চলতি বছর থেকেই কার্যকর হচ্ছে। এটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জীবন বিমা নিগমকে। কারা এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত হবেন, আর্থ-সামাজিক জাতিগণনা এবং শ্রম ব্যুরো থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তা স্থির করা হবে। তালিকা-বহির্ভূত, যাযাবর এবং প্রায়-যাযাবর জনজাতিকে চিহ্নিত করার কাজ শেষ করতে নীতি আয়োগের অধীনে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব রয়েছে এবারের অন্তর্বর্তী বাজেটে। এই গোষ্ঠীগুলির উন্নয়ন ও কল্যাণে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অধীনে একটি পর্ষদ গঠনের প্রস্তাবও করা হয়েছে।

মধ্যবিত্ত/বেতনভোগী সম্প্রদায়ের জন্য

অন্তর্বর্তী বাজেটে করের হার বা স্তর পরিবর্তনের কোনও প্রস্তাব নেই। তবে যেসব ব্যক্তির করযোগ্য আয় ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, তারা পুরোটাই করছাড় পাবেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, যদি কোনও ব্যক্তির নেট করযোগ্য আয় (সব ছাড়ের পর) ৫ লক্ষ টাকার বেশি না হয়, তাহলে তাকে কোনও কর দিতে হবে না। আয় ৫ লক্ষ টাকার বেশি হলে বর্তমান কর কাঠামো অনুযায়ী কর নির্ধারিত হবে। এর ফলে প্রায় ৩ কোটি মধ্যবিত্ত করদাতা স্বস্তি পাবেন। এদের মধ্যে স্বনিযুক্ত, ছোটো ব্যবসায়ী, বেতনভোগী, পেনশনভোগী, প্রবীণ নাগরিক—সবাই আছেন। এর জন্য আয়কর আইনের ৮৭এ ধারার সংশোধন ঘটিয়ে এর আওতায়

সারণি-১
দশমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

● দশ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির জন্য বাস্তব ও সামাজিক পরিকাঠামো নির্মাণ।
● ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচিকে অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্র ও দেশের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে দিয়ে সব ভারতবাসীর জীবনে এর প্রভাব বিস্তার।
● ভারতকে দূষণমুক্ত দেশ হিসাবে গড়ে তোলা।
● গ্রামীণ শিল্পায়নের প্রসার।
● দূষণমুক্ত নদী।
● উপকূলরেখা ও সমুদ্রের জলকে ভারতের উন্নয়ন ও বিকাশের কাজে ব্যবহার করা।
● ভারতকে বিশ্বের কৃত্রিম উপগ্রহসমূহের লঞ্চিং প্যাড করে তোলা।
● ভারতকে খাদ্যে স্বনির্ভর করে তোলা।
● সুস্থ সবল ভারত।
● সক্রিয় ও দায়িত্বশীল আমলাতন্ত্র।

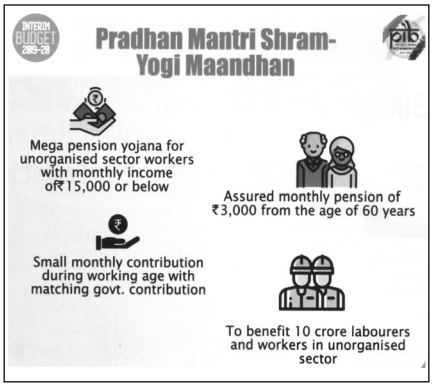

সর্বাধিক রিবেটের পরিমাণ ২,৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২,৫০০ টাকা করতে হবে। এই সুবিধা পাওয়া যাবে ২০১৯-'২০ অর্থবছরে, অর্থাৎ, ২০২০-'২১ নির্ধারণ বর্ষ থেকে। এজন্য সরকারি কোষাগারের ১৮,৫০০ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হবে।

বেতনভোগীদের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৪০,০০০ থেকে বাড়িয়ে ৫০,০০০ টাকা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এতে একজন ব্যক্তি সর্বাধিক ৩,০০০ টাকা করছাড় পেতে পারেন (সেস বাদ দিয়ে) ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার বেতনভোগী ও পেনশনভোগীকে এই সুবিধা দিতে সরকারের প্রায় ৪,৭০০ কোটি টাকা খরচ হবে।

অন্যান্য কর প্রস্তাব

● অন্তর্বর্তী বাজেটে ব্যাঙ্ক ও ডাকঘরে জমা টাকার সুদের ওপর উৎস মূলে কর কাটার (TDS) ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া সুদের সর্বাধিক সীমা বর্তমানের ১০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০,০০০ টাকা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্কের গবেষণা অনুযায়ী, ২০১৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ব্যাঙ্কে ২৩ কোটি ৯০ লক্ষ মেয়াদি জমা আছে, যার

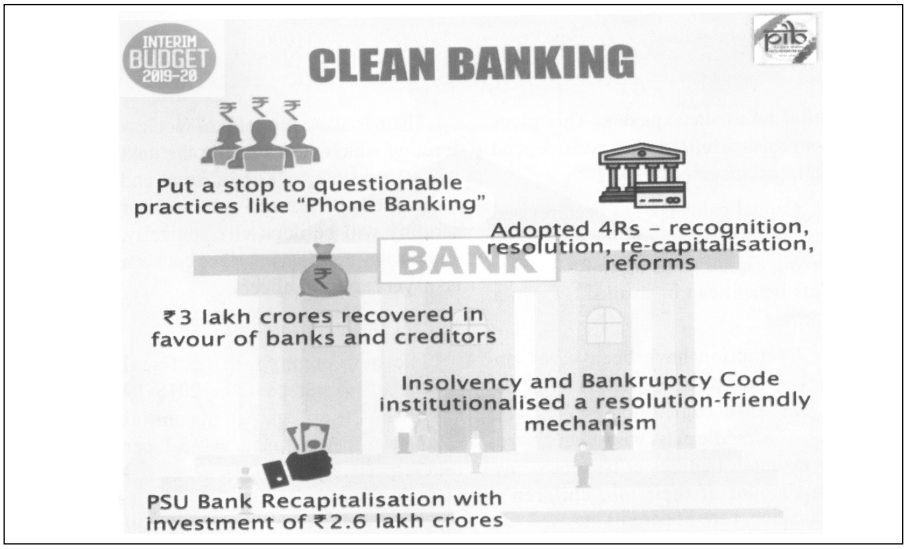

প্রতিটি অ্যাকাউন্টের গড় ব্যালেন্স হল ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। সুদের হার সাড়ে সাত শতাংশ ধরে নেওয়া হলে গড়ে প্রত্যেক অ্যাকাউন্টের সুদ হয় ২০,০০০ টাকা। অর্থাৎ, এর মধ্যে ১০,০০০ টাকার ওপর TDS দিতে হ'ত। এখন ৪০,০০০ টাকা পর্যন্ত সুদের ওপর TDS কাটা হবে না। এর ফলে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের অনেকটা উপকার হয়েছে। তা ছাড়া বেশি আয়ের জন্য ঝুঁকি নিতে চান না, এমন অনেক ব্যক্তি এবার অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে সরে এসে ব্যাঙ্কেই তাদের সঞ্চয় রাখবেন। মনে করা হচ্ছে, ব্যাঙ্ক ও ডাকঘরে মেয়াদি জমার পরিমাণ ৩ থেকে ৫ লক্ষ কোটি টাকা বেড়ে যাবে।

● বাড়ি ভাড়ার ওপর TDS-এর ক্ষেত্রেও ছাড়ের সর্বাধিক সীমা ১ লক্ষ ৮০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা করার প্রস্তাব রয়েছে। যারা বাড়ি ভাড়ার ওপর নির্ভর করে সংসার চালান, এর ফলে তাদের অনেকটাই সুবিধা হবে।

● মূলধনী লাভের ওপর করের ক্ষেত্রে দু'টি বসত বাড়ির ওপর ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ছাড়ের প্রস্তাব রয়েছে। জীবনে একবার এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

● দ্বিতীয় বসত বাড়ির আনুমানিক ভাড়ার ওপর কর তুলে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে যেসব মধ্যবিত্তকে তাদের চাকরি, ছেলে-মেয়ের পড়াশোনা, বাবা-মায়ের দেখাশোনা প্রভৃতি কারণে দু'টি জায়গায় সংসার চালাতে হয়, তারা স্বস্তি পাবেন।

● আগামী দু'বছরের মধ্যে প্রায় সমস্ত রিটার্নের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিনভাবে করার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে করদাতা ও কর আধিকারিকদের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ আর থাকবে না।

আর্থিক সংহতিসাধন

অন্তর্বর্তী বাজেটে রাজকোষ ঘাটতি ২০১৮-'১৯ এবং ২০১৯-'২০ সালে ৩.৪ শতাংশ হবে বলে ধরা হয়েছে, যেখানে প্রাথমিক হিসাবে এই হার ছিল ৩.৩ শতাংশ এবং ৩.১ শতাংশ।❑

সারণি-২
প্রধান প্রকল্পগুলির বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

প্রকল্প	২০১৭-'১৮ প্রকৃত খরচ	২০১৮-'১৯ বাজেট অনুমান	২০১৮-'১৯ সংশোধিত হিসাব	২০১৯-'২০ বাজেট অনুমান
মূল প্রকল্পগুলি :				
জাতীয় সামাজিক সহযোগিতা কর্মসূচি	৮৬৯৪	৯৯৭৫	৮৯০০	৯২০০
মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কর্মসূচি	৫৫১৬৬	৫৫০০০	৬১০৮৪	৬০০০০
তপশিলি জাতির উন্নয়নে সার্বিক প্রকল্প	৫০৬১	৫১৮৩	৭৬০৯	৫৩৯৫
তপশিলি উপজাতির উন্নয়নের সার্বিক প্রকল্প	৩৫৭৩	৩৮০৬	৩৭৭৮	৩৮১০
সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে সার্বিক প্রকল্প	৩৯৪৮	১৪৪০	১৪৪০	১৫৫১
অন্যান্য অসহায় গোষ্ঠীর উন্নয়নে সার্বিক প্রকল্প	১৫৭৪	২২৮৭	১৫৫০	১২২৭
অগ্রণী প্রকল্পগুলি :				
প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা	৬৬১৩	৯৪২৯	৮২৫১	৯৫১৬
প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা	১৬৮৬২	১৯০০০	১৫৫০০	১৯০০০
প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (PMAY)	৩১১৬৪	২৭৫০৫	২৬৪০৫	২৫৮৫৩
জাতীয় গ্রামীণ পানীয় জল মিশন	৭০৩৮	৭০০০	৫৫০০	৮২০১
স্বচ্ছ ভারত মিশন	১৯৪২৭	১৭৮৪৩	১৬৯৭৮	১২৭৫০
জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন	৩২০০০	৩০৬৩৪	৩১১৮৭	৩২২৫১
জাতীয় শিক্ষা মিশন	২৯৪৫৫	৩২৬১৩	৩২৩৩৪	৩৮৫৭২
স্কুলগুলিতে মিড ডে মিলের জাতীয় কর্মসূচি	৯০৯২	১০৫০০	৯৯৪৯	১১০০০
সার্বিক সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প	১৯২৩৪	২৩০৮৮	২৩৩৫৭	২৭৫৮৪
প্রধান কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি :				
শস্য বিমা প্রকল্প	৯৪১৯	১৩০০০	১২৯৭৬	১৪০০০
কৃষকদের স্বল্পকালীন ঋণে সুদে ভরতুকি	১৩০৪৬	১৫০০০	১৪৯৮৭	১৮০০০
আয় সহযোগিতা প্রকল্প	—	—	২০০০০	৭৫০০০
ইউরিয়া ভরতুকি	৪৪২২৩	৪৫০০০	৪৪৯৯৫	৫০১৬৪
পুষ্টি খাতে ভরতুকি	২২২৪৪	২৫০৯০	২৫০৯০	২৪৮৩২
জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনে ফুড করপোরেশন অফ ইন্ডিয়াকে ভরতুকি	৬১৯৮২	১৩৮১২৩	১৪০০৯৮	১৫১০০০
জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনে খাদ্যশস্যের বিকেন্দ্রীভূত ক্রয়ের জন্য ভরতুকি	৩৮০০০	৩১০০০	৩১০০০	৩৩০০০

যোজনা ? ক্যুইজ

বিষয় : নারী শক্তি

১। আর্ন্তজাতিক নারী দিবস কোন বছর থেকে পালন করা হচ্ছে?

২। রাষ্ট্রসংঘ কবে আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে স্বীকৃতি দেয়?

৩। ১৯১৩ থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ৮ মার্চ পালন করা হচ্ছে। গোড়ার দিকে কোন দিনে তা পালন করা হ'ত?

৪। কোন দেশে মার্চ মাস 'Women's History Month' হিসেবে পালিত হয়?

৫। বিশ্বে প্রথম কোন মহিলা কোনও দেশের সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নেন?

৬। পিতা এস. স্বামীনাথন ছিলেন পেশায় আইনজীবী; মা এ. ভি. আম্মুকুট্টী সমাজ সেবিকা তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী; ছোটো বোন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী মৃণালিনী সারাভাই; নিজে ছিলেন ডাক্তার। চল্লিশের দশকের এই বীরাঙ্গনার নাম কী?

৭। ১৯০০ সালে শার্লট কুপার এক নতুন নজির সৃষ্টি করেন—প্রথম মহিলা হিসেবে অলিম্পিকে সোনা জিতে নেন। কোন খেলার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন?

৮। ১৯৭৫ সালের ১৬ মে জাপানের ৩৬ বছর বয়সি জুনকো তাবেই কোন রেকর্ড গড়েন?

৯। কোলিন্দা গ্রাবার-কিতারোভিচ কে?

১০। 'ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস' (IAS), অর্থাৎ, এদেশের প্রশাসনিক কৃত্যকের প্রথম মহিলা আধিকারিকের নাম কী?

১১। নোবেল জয়ী মালালা ইউসাফজাই-এর নামকরণ হয় তার নামে। তিনি কে?

১২। ১৮৭২ সালে ভিক্টোরিয়া উডহাল মার্কিন ইতিহাসে কোন রেকর্ড সৃষ্টি করেন?

১৩। ১৯২৯ সাল থেকে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস বা অস্কারের পথ চলা শুরু গোড়া থেকেই নির্দেশনার জন্য আলাদা বিভাগ থাকা সত্ত্বেও ২০০৯ সালের আগে কোনও মহিলা নির্দেশককে সেই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়নি। ২০০৯ সালে প্রথমবার কোন নারী সেরা নির্দেশকের সম্মান পান?

১৪। ২০১৬ সালের জুন মাসে ভাবনা কান্ত, মোহনা সিং ও অবনী চতুর্বেদী একসঙ্গে কোন নজির সৃষ্টি করেন?

১৫। ক্রীড়া জগতে 'ধিং এক্সপ্রেস' কে?

১৬। ভারতের প্রথম মহিলা আইনজীবী (অ্যাডভোকেট) কে?

১৭। প্রথম ভারতীয় মহিলা চিকিৎসক কে?

১৮। কোন ভারতীয় নারীকে দেশের প্রথম স্নাতকোত্তর হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়?

১৯। ভারতী মহিলা পর্বতারোহীদের মধ্যে যারা দু'বার মাউন্ট এভারেস্টের শীর্ষে পৌঁছেছেন, তাদের মধ্যে কনিষ্ঠতম কে?

২০। কোন এশীয় মহিলা প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার করেন?

উত্তর :

১. ১৯০৯ সালে। ২. ১৯৭৫ সালে। ৩. ২৮ ফেব্রুয়ারি। ৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ৫. শ্রীলঙ্কার প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী সিরিমাভো বন্দরনায়কে; শপথ নেন ২১ জুলাই ১৯৬০। ৬. আজাদ হিন্দ ফৌজের মহিলা বাহিনী, 'রানি ঝাঁসি রেজিমেন্ট'-এর অন্যতম সেনাপতি লক্ষ্মী সায়গাল। ৭. টেনিস। ৮. প্রথম মহিলা যিনি এভারেস্টের শীর্ষে পৌঁছন। ৯. ক্রোয়েশিয়ার বর্তমান তথা সেদেশের ইতিহাসে কনিষ্ঠতম প্রেসিডেন্ট; ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে পদে আসীন। ১০. অ্যানা জর্জ মালহোত্রা। ১১. পশ্চিমে 'আফগান জোন অব আর্ক' হিসেবে প্রসিদ্ধ মাইওয়ান্দের মালালাই। ১২. তিনি প্রথম মহিলা হিসেবে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হন। ১৩. ক্যাথারিন বিগেলো, 'হার্ট লকার' চলচ্চিত্রের জন্য। ১৪. ভারতীয় বায়ুসেনার ফাইটার পাইলট হিসেবে নিযুক্ত প্রথম মহিলা এরা। ১৫. ভারতের হিমা দাস। ১৬. কর্নিলিয়া সোরাবজি। ১৭. কাদম্বিনী গাঙ্গুলি। ১৮. চন্দ্রমুখী বসু—১৮৮৪ সাল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯. ডিকি ডোলমা। ২০. ভারতের আরতি গুপ্ত (সাহা)।❑

নাসার রোভার অপরচুনিটি

২০০৩ সালে ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল এয়ারফোর্স স্টেশন থেকে রওনা হয় অপরচুনিটি। মঙ্গলে পা ছোঁয়াবে বলে। সাত মাস পর ২০০৪-এর ২৪ জানুয়ারি মঙ্গলে নামে অপরচুনিটি। লাল গ্রহের 'মেরিডিয়ানি প্লেনাম' এলাকায়। তার 'যমজ' রোভার 'স্পিরিট' মঙ্গলে পা ছুঁইয়েছিল ঠিক তার ২০ দিন আগে। স্পিরিট অবশ্য নেমেছিল মঙ্গলের আর এক প্রান্তে। ১০৩ মাইল (১৬৬ কিলোমিটার) চওড়া 'গুসেভ ক্রেটার' এলাকায়। স্পিরিট অবশ্য খুব বেশি দিন টিঁকে থাকেনি। মঙ্গলের বুকে স্পিরিট টুঁড়ে বেরিয়েছিল ৫ মাইল (৮ কিলোমিটার) এলাকা। ২০১১-য় শেষ হয়ে যায় স্পিরিটের মিশন।

নাসার বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, রুখুসুখু লাল গ্রহে বড়োজোর ৯০-টি দিন (মঙ্গলের দিন) টিঁকতে পারবে অপরচুনিটি। সেই সব হিসেব ওলটপালট করে দিয়ে মঙ্গলে ৫ হাজার দিন (মঙ্গলের দিন) সক্রিয় থেকেছে অপরচুনিটি। এখনও পর্যন্ত মঙ্গলের বুকে আর কোনও রোভারের এত বেশি দিন ধরে সক্রিয় থাকার রেকর্ড নেই। সেই নজির গড়েছে অপরচুনিটি।

আর শুধুই বেঁচেবর্তে থাকা নয়। বিস্তর কাজও করেছে ৩৮৪ পাউন্ড (১৭৪ কিলোগ্রাম) ওজনের এই রোভার। কখনও অপরচুনিটি এগিয়েছে বিশাল বিশাল পাথর, দৈত্যাকার পাথরের বোল্ডার বা চাঙড়ের উপর দিয়ে, কখনওবা বড়ো বড়ো নুড়ি-পাথর বিছোনো ঢালু পথ ধরে পাহাড়ে উঠেছে, নেমেছে। এক পাহাড় থেকে গিয়েছে অন্য পাহাড়ে। চড়েছে অধুনা মৃত বিশাল বিশাল আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে। চড়েছে পর্বতচুঁড়োয়। আবার তরতরিয়ে নেমে গিয়েছে শুকিয়ে যাওয়া নদীর গভীর খাদে।

গত বছরের জুন মাস থেকে এবছরের ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ১ হাজারটি সিগন্যাল পাঠানো হয়েছে নাসার স্পেস রোভার অপরচুনিটি-কে। কিন্তু আর কোনও সাড়া দিল না অপরচুনিটি। ফলে, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাতে ওয়াশিংটনে সদর দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নাসা জানিয়ে দিল, অপরচুনিটি আর নেই। প্রায় ১৫ বছর ধরে মঙ্গল আর পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম সেতু হিসেবে কাজ করার পর অপরচুনিটি চলে গিয়েছে শেষ ঘুমে।

জুনের গোড়ার দিকে পাসাডেনায় নাসার জেট প্রোপালসান ল্যাবরেটরি (জেপিএল)-র সঙ্গে শেষবারের মতো যোগাযোগ হয়েছিল অপরচুনিটির। তারপর সেই ভয়ংকর ঝড় উঠল মঙ্গলের এক প্রান্তে। আর তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল গোটা মঙ্গলে। অপরচুনিটি ছিল তখন মঙ্গলের প্রেজারভেন্স ভ্যালিতে। সেই ঝড় আর তার সঙ্গে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া ধুলোবালিতেই বন্ধ হয়ে যায় রোভার অপরচুনিটির ক্যামেরা, সিগন্যাল রিসিভার ও সেন্ডার যন্ত্রগুলি।

যে রেকর্ডগুলি গড়েছে অপরচুনিটি

২০০৪-এর জানুয়ারি থেকে ২০১৮-র জুন, এই ১৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে মঙ্গলের বুকে এইসব নজির গড়েছে অপরচুনিটি—

(১) এক দিনে মঙ্গলের বুকে সবচেয়ে বেশি পথ হেঁটেছিল এই রোভারই। ৭২১ ফুট বা ২২০ মিটার। ২০০৫-এর ২০ মার্চ। এই রেকর্ড নেই আর কোনও রোভারের।

(২) মঙ্গলে পথ হেঁটেছে ১ হাজার ১০০ গজ বা ১ হাজার মিটার। যা একটি রেকর্ড।

(৩) জেপিএল-এ নাসার গ্রাউন্ড স্টেশনে পাঠিয়েছে ২ লক্ষ ১৭ হাজারেরও বেশি ছবি। এটিও রেকর্ড।

(৪) ৫২-টি দৈত্যাকার শিলাখণ্ডের হদিশ দিয়েছে। যেগুলি ভরে রয়েছে বিভিন্ন রকমের খনিজ পদার্থে। ব্রাশ দিয়ে আরও ৭২-টি শিলাখণ্ডকে ঝেড়ে-পুঁছে পরিষ্কার করেছে। যাতে ওই শিলাখণ্ডগুলিও খনিজ পদার্থ ভরা কি না, তা স্পেকট্রোমিটার ও মাইক্রোস্কোপিক ইমেজার যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করা যায়। এটাও রেকর্ড।

(৫) মঙ্গলের বুকে যেখানে প্রথম পা ছুঁইয়েছিল অপরচুনিটি, সেখানেই সে প্রথম হদিশ দিয়েছিল খনিজ পদার্থ হেমাটাইটের। জলে যে খনিজের জন্ম হয়। অভূতপূর্ব আবিষ্কার।

(৬) 'এনডেভার ক্রেটার' এলাকা আবিষ্কার করেছিল অপরচুনিটি রোভার।❑

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আনন্দবাজার পত্রিকা

যোজনা ডায়েরি

(ফেব্রুয়ারি ২০১৯)

আন্তর্জাতিক

● **হিন্দিকে স্বীকৃতি আবু ধাবিতে :**

আবু ধাবির আদালতে এবার আইনি কাজকর্ম হিন্দিতেও করা যাবে। আদালতে ব্যবহারের তৃতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দিকে স্বীকৃতি দিল আবু ধাবি। এতদিন শুধুমাত্র আরবি ও ইংরেজিতেও আইনি প্রক্রিয়া চলত সেখানে। কিন্তু কর্মসূত্রে বহু হিন্দিভাষী মানুষের বাস আবু ধাবিতে। আরবি ও ইংরেজিতে তেমন দখল নেই তাদের। যে কারণে আইনি ভাষা বুঝতে সমস্যায় পড়েন। তাদের কথা ভেবেই এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। আবু ধাবি বিচার বিভাগের তরফে গত ৯ ফেব্রুয়ারি বলা হয়, হিন্দিকে স্বীকৃতি দেওয়ায় বিদেশি শ্রমিকরা সবচেয়ে উপকৃত হবেন। আরবি ও ইংরেজিতে দখল না থাকলেও সমস্যা নেই। হিন্দিতে নিজেদের দাবি-দাওয়া লিখিতভাবে জানাতে পারবেন তারা। বয়ানও দিতে পারবেন হিন্দিতে। জমা দেওয়া যাবে পিটিশনও। আদালতে ব্যবহৃত নানা ধরনের আবেদনপত্রও এবার থেকে হিন্দিতে ছাপানো হবে।

বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটেরও একটি হিন্দি সংস্করণ আনা হচ্ছে। তাতে জটিল আইনি ভাষাগুলি হিন্দিতে অনুবাদ করা থাকবে। যাতে প্রয়োজন মতো সেখানকার আইন-কানুন রপ্ত করে নিতে পারেন বিদেশি নাগরিকরা। মামলা সংক্রান্ত ফাইলপত্র এবং আদালতের রায়েও হিন্দি কপি হাতে পাবেন তারা। আবু ধাবি বিচার বিভাগের চেয়ারম্যান শেখ মনসুর বিন জায়েদ আল নাহিয়ান। আবার ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীও তিনি। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি উপদেষ্টা সংক্রান্ত দপ্তরেরও প্রধান। বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে, তার নির্দেশেই হিন্দিকে আদালতে তৃতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিচার বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি ইউসেফ সঈদ আল আবরি। এই মুহূর্তে আবু ধাবির জনসংখ্যা ৫০ লক্ষের কাছাকাছি। তার দুই-তৃতীয়াংশই বিদেশ থেকে আসা অভিবাসী। যার মধ্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সংখ্যাই প্রায় ২৬ লক্ষ। হিন্দিকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভারত এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা কূটনীতিকদের।

● **বিশ্বশান্তির বার্তা দিতে আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন :**

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানুষে মানুষে সমঝোতা বাড়ানোর বার্তা নিয়ে মধ্য প্রচ্যের নানা মুসলিম দেশে সফর করছেন পোপ ফ্রান্সিস। গত ৩ ফেব্রুয়ারি ৪০ ঘণ্টার সফরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে পৌঁছন তিনি। ৪ ফেব্রুয়ারি অংশ নিয়েছিলেন আবু ধাবিতে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনে। সেখানেই মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যান্ড ইমাম আল-আজহার শেখ আহমেদ আল তাইয়েবের সঙ্গে এক ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন তিনি। আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনে বিশ্বশান্তির প্রত্যাশায় এই দলিলে স্বাক্ষর করেন তারা। সেই ঘোষণায় মূলত জোর দেওয়া হয় উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে লড়াই এবং মধ্যপ্রাচ্যে চলে আসা লাগাতার হানাহানিতে নিরীহ প্রাণ হত্যা বন্ধ করতে।

এই মঞ্চ থেকেই বিশ্বশান্তির বার্তা দেন পোপ ফ্রান্সিস এবং প্রধান ইমাম আল-আজহার শেখ আহমেদ আল তাইয়েব। ধর্মের নামে মানুষ হত্যার তীব্র সমালোচনা করেন পোপ ফ্রান্সিস। এর জন্য সব ধর্মের চিন্তাবিদদের একসঙ্গে কাজ করার বার্তাও দেন। ওই মঞ্চ থেকেই পশ্চিম এশিয়ার সব মুসলিমদের উদ্দেশে মিশরের গ্র্যান্ড ইমাম আর্জি জানান, স্থানীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে। তিনি জানান যে, ওই দেশে বসবাসকারী খ্রিস্টানদেরও সেই দেশে থাকার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে; ঠিক যেমন মুসলিমদেরও সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে শান্তিপূর্ণভাবে থাকার।

● **গুয়াইদোকে ইইউ-এর ৭ দেশের স্বীকৃতি :**

ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা হুয়ান গুয়াইদোকে অন্তর্বর্তীকালীন শাসক হিসেবে গত ৫ ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতি দিল স্পেন, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স-সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) বেশ কয়েকটি দেশ। এই ঘটনায় প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর 'বন্ধু' রাষ্ট্র রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া, তেল-সমৃদ্ধ লাতিন আমেরিকার দরিদ্র দেশটিতে ইউরোপ 'নাক গলাচ্ছে'। যারা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে, তাদেরই বৈধতা দিচ্ছে ইউরোপ। আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং লাতিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশ আগেই গুয়াইদোর পাশে দাঁড়িয়েছে। সমাজবাদী নেতা মাদুরোকে হটিয়ে গুয়াইদো চাইছেন, তিনি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করবেন। ফের নির্বাচনও করতে চাইছেন তিনি।

স্পেনের সরকার গুয়াইদোকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরে দেশের প্রধানমন্ত্রী পেড্রো সাঞ্চেজ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি-র প্রধানকে অনুরোধ করেছেন, দ্রুত নির্বাচনের পথে হাঁটতে। তবে নির্বাচন হোক অবাধ এবং স্বচ্ছ। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাকরঁ ট্যুইটারে মন্তব্য করেন যে ভেনেজুয়েলার নাগরিকদের গণতান্ত্রিকভাবে স্বাধীন মতামত জানানোর অধিকার আছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করানোর জন্য ইইউ-এর সাতটি দেশ মাদুরোকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় দিয়েছিল। তা না হলে তারা গুয়াইদোকেই

স্বীকৃতি দেবে বলে জানিয়েছিল। সেসময় পেরিয়ে যাওয়ার পরই বিরোধী নেতাকে ইইউ-এর দেশগুলির স্বীকৃতি দিয়েছে। মাদুরো এখনও বলে যাচ্ছেন, চাপের মুখে তিনি নতিস্বীকার করবেন না।

● **হাসিনার নতুন বিদেশমন্ত্রীর দিল্লি সফর :**

টানা তৃতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পরে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে আরও নিবিড় করতে এগোচ্ছে শেখ হাসিনা সরকার। দায়িত্ব নিয়ে তার প্রথম বিদেশ সফরেই ভারত আসলেন বাংলাদেশের নতুন বিদেশমন্ত্রী এ. কে. আব্দুল মোমেন। গত ৬ ফেব্রুয়ারি সফরে ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে রাতে তিনি দিল্লি পৌঁছন। পরের দিন সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তার বৈঠক হয়েছে। সফরকালে দিল্লিতে বৈঠকে বসলেন দু'দেশের জয়েন্ট কনসাল্টেটিভ কমিশন (জেসিসি)-এর সদস্যরাও। বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রকের সচিব ও ডিজি-দের একটি উচ্চ ক্ষমতার প্রতিনিধি দল নিয়ে দিল্লি আসেন শেখ হাসিনা সরকারের বিদেশমন্ত্রী মোমেন।

বিনিয়োগ, নিরাপত্তা বোঝাপড়া, যোগাযোগ, সীমান্ত সুরক্ষা, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, বিদ্যুৎ সংযোগ, শিপিং ও মানুষে মানুষে যোগাযোগ বাড়ানো নিয়ে দুই দেশের প্রতিনিধিরা আলোচনা করলেন। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। গত ৯ ফেব্রুয়ারি বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের সঙ্গে পঞ্চম জয়েন্ট কনসাল্টেটিভ কমিশনের বৈঠকের পর দু'দেশের মধ্যে চারটি সমঝোতাপত্র সই হয়েছে। মংলায় ভারতের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, দুর্নীতি দমনে যৌথ সহযোগিতা এবং প্রশিক্ষণ, ভেষজ ক্ষেত্রে সমঝোতা এবং সরকারি কর্মীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত এই সমঝোতাপত্রগুলি সই করেছেন দু'দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা।

জাতীয়

➢ তামিলনাড়ুর তিরুপাত্তুরের বাসিন্দা স্নেহা পার্থিবরাজা। বছর পঁয়ত্রিশের স্নেহা পেশায় আইনজীবী। সম্প্রতি তিরুপাত্তুরের তহশিলদার টি. এস. সাথিয়ামূর্তি স্নেহার হাতে তুলে দিলেন সরকারি 'নো কাস্ট নো রিলিজিয়ন'-এর শংসাপত্র। সেখানে লেখা, 'তিনি কোনও জাতি বা ধর্মের অন্তর্গত নন।' তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম নাগরিক যিনি এই ধরনের কোনও শংসাপত্র পেলেন।

● **চারটি অধ্যাদেশ :**

গত ২০ ফেব্রুয়ারি অর্থলগ্নি সংস্থার প্রতারণা এবং তাৎক্ষণিক তিন তালাক রুখতে অধ্যাদেশ আনল কেন্দ্র সরকার। লোকসভায় পাশ হলেও, রাজ্যসভায় সরকারের গরিষ্ঠতা না থাকা আটকে গিয়েছিল এই সংক্রান্ত বিলগুলি। অধ্যাদেশ আনা হয়েছে, কোম্পানি আইন ও ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল আইন প্রয়োগেও। অন্তর্বর্তী বাজেট অধিবেশন শেষ হতেই লোকসভা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে গিয়েছে। চলতি সরকারের মেয়াদ রয়েছে আগামী ৩ জুন পর্যন্ত। তার মধ্যে নতুন সরকার গড়তে হবে। ভোটের আগে মাঝের এই তিন মাসে বিশেষ কোনও আপৎকালীন কারণ ছাড়া লোকসভার বিশেষ অধিবেশন বসার কথা নয়।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি যুক্তি দিয়েছেন লোকসভায় ইতোমধ্যেই বিলগুলি আলোচনা হয়েছে, পাশও হয়ে গিয়েছিল; কেবল রাজ্যসভায় সংখ্যার অভাবে তা আনা যায়নি। তাই ওই অধ্যাদেশ আনা হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের পরে যে সরকার আসবে তার প্রথম অধিবেশনে ওই অধ্যাদেশগুলিকে হয় পাশ করাতে হবে। নয়তো সেগুলি খারিজ হয়ে যাবে। অতীতে তিন তালাকের ক্ষেত্রে দু'বার অধ্যাদেশ জারি করে সরকার। যার মেয়াদ পরবর্তী লোকসভা অধিবেশনের মেয়াদ ফুরনোর সঙ্গেই শেষ হয়। এবার মুসলিম মহিলাদের স্বার্থরক্ষার যুক্তি দিয়ে ফের অধ্যাদেশ জারি করল সরকার।

● **সমস্ত আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য ১১২ :**

ভারতে বেশ কয়েকটি আপৎকালীন হেল্পলাইন নম্বর চালু আছে। যেমন পুলিশি সহায়তা পেতে হেল্পলাইন নম্বর ১০০, দমকল ১০১, স্বাস্থ্য ১০৮ এবং নারী ও শিশু সুরক্ষার জন্য ১০৯০। তবে আমেরিকার ৯১১-এর মতো এবার ভারতেও অল-ইন-ওয়ান ইমারজেন্সি হেল্পলাইন নম্বর চালু করতে চলেছে সরকার। নতুন এই নম্বরটি হল ১১২। ইতোমধ্যেই এই পরিষেবা হিমাচলপ্রদেশ ও নাগাল্যান্ডে চালু রয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, গুজরাত, পুদুচেরি, লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান, দাদরা-নগর-হাভেলি, দমন ও দিউ এবং জম্মু ও কাশ্মীর—কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং মুম্বই শহর-সহ দেশের ১৬-টি রাজ্যে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি এই নম্বরটি চালু হয়।

প্রসঙ্গত, গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপল স্টোরে এর জন্য '১১২ ইন্ডিয়া' অ্যাপও লঞ্চ করবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। নারী ও শিশুদের সহায়তার জন্য এই অ্যাপে 'শাউট' বলে একটা বিশেষ ফিচার থাকবে। ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (ইআরসি)-এর কাছে 'প্যানিক কল' দ্রুত পৌঁছে দিতে স্মার্টফোনের পাওয়ার বাটন তিন বার প্রেস করতে হবে। যদি স্মার্টফোন না হয় অর্থাৎ সাধারণ ফোন হয় তা হলে 'প্যানিক কল' অ্যাক্টিভেট করতে ফোনের ৫ অথবা ৯ বাটনটিতে একটু বেশি সময় প্রেস করতে হবে। ইমার্জেন্সি পরিষেবা পেতে অনলাইনও ব্যবহার করতে পারেন। এর জন্য ইমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেম (ইআরএসএস)-এর ওয়েবসাইটে লগ ইন করে ইমার্জেন্সি মেল বা এসওএস অ্যালার্ট পাঠাতে পারেন ইমার্জেন্সি রিপোর্ট সেন্টার (ইআরসি)-এ।

রাজ্যগুলিকে এর জন্য ইমার্জেন্সি রেসপন্স সেন্টার (ইআরসি) তৈরি করতে হবে। একটি প্রশিক্ষিত ও দক্ষ দল রাখতে হবে যারা ফোন কল গ্রহণ এবং সেই বার্তাগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তর যেমন পুলিশ, দমকল, স্বাস্থ্যের মতো জরুরি পরিষেবার কাছে পৌঁছে দেবেন। ১১২ পরিষেবা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট মন্ত্রকের একটি প্রকল্প এবং নির্ভয়া প্রকল্পের একটি অংশ। ইমার্জেন্সি রিপোর্ট সেন্টারে যে কলগুলো আসবে সেগুলো, কী ঘটনা সংক্রান্ত সেই কলগুলো তার বিবরণও দেখতে পারবে পুলিশ। ইমার্জেন্সি রিপোর্ট সেন্টারগুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকবে ডিস্ট্রিক্ট কম্যান্ড সেন্টারগুলোর (ডিসিসি) সঙ্গে এবং তারাই ইমার্জেন্সি রেসপন্স ভেহিকল এবং সহায়তা পৌঁছে দেবে অভিযোগকারীর কাছে।

● **'বন্দে ভারত' এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা :**

চেন্নাইয়ের ইন্ডিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে 'ট্রেন ১৮' নামে উন্নত প্রযুক্তির ট্রেন তৈরি হয়েছিল। তারই নতুন নাম 'বন্দে ভারত'। ১৬ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লি থেকে বারাণসী রুটে 'বন্দে ভারত' এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বেলা ১১টা ১৮ মিনিটে বারাণসীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয় নীল-সাদা রঙের ট্রেনটি। যাত্রী নানা প্রান্তের সাংবাদিক ও রেলকর্তারা। উন্নত মানের ১৬ কামরার সম্পূর্ণ

বাতানুকূল ট্রেন বন্দে ভারত। ১৪-টি সাধারণ চেয়ারকার, দু'টি এগ্‌জিকিউটিভ চেয়ারকার। দু'প্রান্তে থাকবেন চালক ও গার্ড। রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানান, এটি দেশের প্রথম 'সেল্ফ প্রপেলড ট্রেন'। অর্থাৎ এই ট্রেনে আলাদা করে ইঞ্জিন জুড়তে হবে না। এর সঙ্গে কোনও কামরা জোড়া বা কাটা যাবে না। রেলকর্তাদের দাবি, এই ট্রেন দূরপাল্লার অন্য ট্রেনের থেকে দ্রুত গতি বাড়াতে পারবে। যাত্রাপথে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত সময় বাঁচানো যাবে। এতে রয়েছে উন্নত মানের ব্রেক। ২০১৭ সালে এপ্রিলে রেল বোর্ড এই ট্রেন তৈরি করতে বলে। কর্মীরা ১৮ মাসে এই ট্রেন তৈরি করেছেন।

বন্দে ভারতের প্রতিটি কামরায় রয়েছে স্বয়ংক্রিয় এবং সেন্সর নিয়ন্ত্রিত বাতানুকূল ব্যবস্থা। শৌচাগারের কল, ভেস্টিবিউলের দরজাও নিয়ন্ত্রণ করছে সেন্সর। সবই বায়ো-টয়লেট। কোন স্টেশন আসছে, তা জানানো হচ্ছে জিপিএস প্রযুক্তির মাধ্যমে। ট্রেনের গতিবেগও স্ক্রিনে ভেসে উঠছে। কামরায় সিসি ক্যামেরা রয়েছে। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে চালকের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন যাত্রীরা। রয়েছে ওয়াইফাই ব্যবস্থাও। এগ্‌জিকিউটিভ শ্রেণির চেয়ার ১৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত ঘোরানো যাবে, আসনের তলায় মোবাইল চার্জ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। উল্লেখ্য, বন্দে ভারতে দিল্লি-বারাণসী সাধারণ শ্রেণির ভাড়া ১,৭৯৫ টাকা, এগ্‌জিকিউটিভ শ্রেণিতে ৩,৪০০ টাকা। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি যাত্রীদের নিয়ে প্রথম বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু করে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস।

● **'কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি'-তে ভোটার সচেতনতাও :**

'কর্পোরেট সোশাল রেসপন্সিবিলিটি' (কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সিএসআর)-এর আওতায় এল ভোটার সচেতনতাও। এব্যাপারে কর্পোরেট মন্ত্রকের কাছে আবেদন করেছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেই আবেদনে সাড়া মিলেছে। তার পরেই রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য নির্বাচনী অফিসার (সিইও)-দের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। ইতোমধ্যেই জেলাগুলিকে এনিয়ে চিঠিও পাঠিয়েছে এরাজ্যের সিইও দপ্তর। নির্বাচন ময়দানে কর্পোরেট জগৎ অবশ্য কয়েক বছর ধরেই নেমেছে। গত লোকসভা ভোটের সময় বেশ কিছু সংস্থা আঙুলে ভোটের কালি দেখালে তাদের পণ্যে ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল।

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালে ভোটার তালিকায় নাম তোলা নিয়ে একটি চা প্রস্তুতকারক সংস্থার প্রচার সাড়া ফেলেছিল। এবারও কর্পোরেট সংস্থাগুলির হাত ধরে ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করা নিয়ে আরও বেশি করে প্রচার চাইছে কমিশন। যোগ্য অথচ ভোটার তালিকায় নাম তোলেননি, এমনটা যাতে না হয় সেটা নিশ্চিত করাই তাদের লক্ষ্য। প্রচারের সাহায্যে এগিয়ে আসা কর্পোরেট সংস্থাগুলির যে যে জেলায় অফিস আছে, সেখানে ক্যাম্প করে নাম তোলা হবে। জেলা প্রশাসনকে এই দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে। এছাড়া ইভিএম, ভিভিপ্যাট-সহ ভোটের নানা খুঁটিনাটি বিষয়েও সচেতন করা হবে আমজনতাকে।

● **ব্ল্যাক বোর্ডের বদলে ডিজিটাল বোর্ড :**

ব্ল্যাক বোর্ড বদলে যাবে ডিজিটাল বোর্ডে। শিক্ষাকে আরও আকর্ষণীয় ও সহজ করে তুলতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। প্রায় ৭ লক্ষ স্কুল ও ২ লক্ষ কলেজে আসন্ন শিক্ষাবর্ষ (২০১৯) থেকেই ডিজিটাল মাধ্যমে পড়াশোনা শুরু হয়ে যাবে বলে গত ২১ ফেব্রুয়ারি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। প্রকল্পের মোট খরচের ৪০ শতাংশ দায়ভার রাজ্যগুলিকে নিতে হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। ডিজিটাল বোর্ড প্রকল্পের কথা গত বাজেটে প্রস্তাব করেছিলেন অরুণ জেটলি। এবার পীযূষ গোয়েল-এর অন্তর্বর্তী বাজেটেও তার উল্লেখ রয়েছে।

প্রাথমিক পদক্ষেপে মূলত নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী এবং কলেজ পড়ুয়াদের প্রথাগত বইয়ের পাশাপাশি ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও অঙ্ক শিক্ষার কথা ভাবা হয়েছে। জাভড়েকরের দাবি, অন্যান্য বিষয় ও ছোটো ক্লাসও ধীরে ধীরে ওই প্রকল্পের আওতায় আসবে। আগামী তিন বছরে দেশের সমস্ত সরকারি (কেন্দ্রীয় ও রাজ্য) স্কুলে চালু হবে ডিজিটাল বোর্ড। আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে প্রকল্প শুরু করতে চাইছে সরকার। মন্ত্রকের সমীক্ষা, ডিজিটাল বোর্ড লাগাতে শ্রেণিকক্ষ-পিছু গড়ে এক লক্ষ টাকা খরচ হবে।

পশ্চিমবঙ্গ

- এত দিন পণ্য সরবরাহকারীর ব্যবসা বছরে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে, জিএসটি-তে নথিভুক্তি বা ওই কর দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল না। সম্প্রতি ওই সীমা বাড়িয়ে ৪০ লক্ষ করেছে কেন্দ্র। লক্ষ্য, বহু ছোটো ব্যবসায়ীকে করের ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি দেওয়া। ব্যবস্থাটি মেনে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গও। উল্লেখ্য, ভ্যাট থাকার সময় রাজ্যে তিন লক্ষ ব্যবসায়ী নথিভুক্ত ছিলেন। আর জিএসটি চালুর পরে সাড়ে ৬ লক্ষ ব্যবসায়ী তাতে নাম লেখান।

- রোগীর চিকিৎসায় যথেচ্ছ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের প্রবণতা কমাতে এবার স্বাস্থ্য দপ্তর অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের নিয়মবিধি নিয়ে একটি বই প্রকাশ করল। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে থাকা ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার বইটি প্রকাশ করেছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা জেলা স্বাস্থ্য অধিকর্তার মাধ্যমে সব হাসপাতালের সুপারের কাছে ওই বই পৌঁছে দেবেন। রোগীর কোন অবস্থায় চিকিৎসক অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের পরামর্শ দেবেন, সেই বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে ওই বইয়ে।

- চেন্নাই আইআইটি-র সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে, সাগরদ্বীপের পূর্ব পাড় ভয়াবহ ভাঙনের কবলে। ফি-বছর ১০ মিটার করে তলিয়ে যাচ্ছে মন্দিরের সামনের সৈকতের অংশ। সাগরের ভাঙনে তিন বার কপিল মুনির মন্দির গড়তে হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি সত্তরের দশকে তৈরি হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে সেখানে ভাঙন রোধ এবং সৌন্দর্যায়নের প্রকল্প নিয়ে রাজ্য। বরাদ্দ ১৬০ কোটি টাকা। দিঘা ও শঙ্করপুরে যেভাবে ভাঙন রোধ ও সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়েছে, সেই ধাঁচেই কাজ হবে সাগরদ্বীপে।

- পর্যটনের বিকাশে এবার জলপথকে হতিয়ার করতে চায় রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যেই কাশ্মীর ও কেরলের মতো কলকাতার গঙ্গাবক্ষেও ভাসানো হল 'গঙ্গাশ্রী' ও 'জলশ্রী' নামের দু'টি হাউসবোট। গত ২২ ফেব্রুয়ারি তারকেশ্বর থেকে রিমোট কন্ট্রোলে সেগুলির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গায় ভেসে থাকা ৪০ আসনের ওই দু'টি প্রমোদতরী কমপক্ষে তিন ঘণ্টার জন্য দলগতভাবে ভাড়া নিতে পারবেন পর্যটকেরা।

● **'মেজর' বিমানবন্দরের তকমা পেল বাগডোগরা :**

কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই বা বেঙ্গালুরু বা হায়দরাবাদ বিমানবন্দরের মতো 'মেজর' বিমানবন্দরের তকমা পেল বাগডোগরা বিমানবন্দর। দেশের ১০৫-টি বিমানবন্দরের মধ্যে ২৫-টিকে এতদিন মেজর বিমানবন্দর বলে চিহ্নিত করা ছিল। নতুন করে যোগ হল দেশের তিনটি বিমানবন্দরবাগডোগরা, বারাণসী এবং অমৃতসর বিমানবন্দর। সরকারি সূত্রের খবর, পরপর দু'টি আর্থিক বছরে যাত্রী সংখ্যা ১৫ লক্ষ ছাপিয়ে যাওয়ার সমীক্ষার পরে বাগডোগরাকে ওই শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে। এতে এবার থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নতুন বিনিয়োগ থেকে পরিষেবা, আর্থিক প্রকল্প, বিমান সংস্থাগুলির ফি, সমস্ত কিছুই এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এএআই) পাশাপাশি দেখবে এয়ারপোর্ট ইকনমিক রেগুলেটরি অথরিটি (এরা)।

উল্লেখ্য, দেশের বড়ো বিমানবন্দরগুলিতে কেন্দ্রীয় বিমান মন্ত্রকের ভাষায় সরকারিভাবে 'মেজর' বিমানবন্দর বলা হয়। বাকি, বিমানবন্দরগুলিকে 'মাইনর' বিমানবন্দর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি দিল্লিতে বিমান মন্ত্রকের তরফে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর লিখিতভাবে এএআই-র চেয়ারম্যান গুরুপ্রসাদ মহাপাত্রকে জানিয়ে দেওয়া হয় সম্প্রতি ওই নির্দেশের কপি বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসেছে। গত ২০১৬-'১৭ সালে বাগডোগরা বিমানবন্দরের যাত্রী সংখ্যা ১৫ লক্ষ প্রথমবার ছাড়ায়। ২০১৭-'১৮ আর্থিক সালে তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২২ লক্ষ ৫০ হাজারের মতো। সেখানে বারাণসী যাত্রী সংখ্যা হয়েছে ২০ লক্ষ ৮ হাজার এবং অমৃতসরের ২৩ লক্ষ ১০ হাজার যাত্রীর মতো। এতদিন দেশের এই প্রান্তে কলকাতা, পাটনা, গুয়াহাটি এবং ভুবনেশ্বর বিমানবন্দর মেজর বিনামবন্দর হিসাবে চিহ্নিত ছিল।

বিমানবন্দর সূত্রের খবর, ২০১৭ সালে রাজ্য সরকারের দেওয়া ২৩ একর জমিতে প্রথমে ইনস্ট্রুমেন্টাল ল্যান্ডিং সিস্টেম (আইএলসে) ক্যাট-২ পরিষেবা চালু করা হয়। তার পরেই বাড়তে থাকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে বাগডোগরার বিমান যোগাযোগ। সকাল-সন্ধ্যার কলকাতার নতুন বিমান ছাড়াও হায়দরাবাদ, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, মুম্বইয়ের মতো শহরের সঙ্গে সরাসরি বাগডোগরার বিমান চালু হয়ে যায়। এর পরেই বিমানবন্দরে সম্প্রসারণে জোর দেওয়া হয়।

বর্তমানে ৩৩ জোড়া বিমান রোজ বাগডোগরা থেকে যাতায়াত করছে। তাতে ছোটো টার্মিনাল ভবনের জন্য রোজই পরিষেবা নিয়ে সমস্যা দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে দুপুর ১টা থেকে ৪টা অবধি বিমানবন্দরের টার্মিনালে ঘণ্টায় ৩ হাজারের বেশি যাত্রী থাকেন। কিন্তু বাগডোগরার বিমানবন্দরের টার্মিনালের ধারণ ক্ষমতা ঘণ্টায় ৭০০ যাত্রীর মতো। এতে লাইন, ধাক্কাধাক্কি, বসার আসন, শৌচালয়ের সমস্যা ছাড়াও বোর্ডিং এবং সিকিউরিটি চেকইনের সময় যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে ১০৪ একর জমি প্রয়োজন। গত বছরের শেষ নাগাদ দেশের মধ্যে প্রথমবার বাগডোগরার জমির জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করে এএআই বোর্ড।

● **রাজ্যের নিরাপত্তা উপদেষ্টা রীনা মিত্র :**

মধ্যপ্রদেশ ক্যাডারের আইপিএস অফিসার রীনা মিত্রকে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আইপিএস অফিসার হিসেবে গত ৩১ জানুয়ারি অবসর নিয়েছিলেন রীনাদেবী। উল্লেখ্য, রীনাদেবী পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা আইপিএস অফিসার। ১৯৮৩ ব্যাচের এই অফিসার মধ্যপ্রদেশ ক্যাডারে কাজ করেছেন। পাশাপাশি রেলওয়ে ভিজিল্যান্স, সিবিআই, বিএসএফ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকেও তার কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের সচিব হিসাবেও তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা অফিসার। তবে রীনাদেবী বারবারই বলেন এবং লিখেওছেন, মহিলা হিসাবে নয়, যোগ্য, দক্ষ অফিসার হিসাবেই তাকে যেন মনে রাখা হয়।

● **লিভার প্রতিস্থাপনে সাফল্যের হার বৃদ্ধি :**

১০ বছর আগে রাজ্যের প্রথম লিভার প্রতিস্থাপন করে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, গত পাঁচ মাসে সে পথে অনেকটা এগিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। পাশাপাশি, গত তিন বছরে বেড়েছে অঙ্গদান। ফলে মৃতের পরিবার সেই প্রক্রিয়ায় শামিল হয়ে চিকিৎসাকে সাধ্যের মধ্যে আনছে। সব মিলিয়ে পরিসংখ্যান এবং সাফল্যের লেখচিত্র ঊর্ধ্বমুখী। লিভার প্রতিস্থাপনে অনুমোদন পাওয়া একমাত্র সরকারি হাসপাতাল এসএসকেএম। গত ১০ বছরে এসএসকেএম হাসপাতালের 'স্কুল অব ডাইজেস্টিভ অ্যান্ড লিভার ডিজিজ' (এসডিএলডি)-এর চিকিৎসকেরা 'ব্রেন ডেড' এবং জীবিতের লিভারের অংশ নিয়ে মোট ১৭ জনের শরীরে তা প্রতিস্থাপন করেছেন। ১৩-টি ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন তারা। এর মধ্যে ৭-টি সাফল্যই এসেছে গত পাঁচ মাসে। ১০ বছরে চারজন শিশুর শরীরে লিভার প্রতিস্থাপিত হয়েছে, মারা গিয়েছে একজন শিশু।

● **শিখদের পবিত্র গুরু গ্রন্থসাহিব বাংলায় :**

গ্রন্থ তো বটেই। সেই সঙ্গে শ্রী গুরু গ্রন্থসাহিবকে 'আন্তঃধর্মীয় সংস্কৃতির সংলাপ' এবং 'জাতীয় সংহতির প্রতীক' বলে অভিহিত করলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। শিখ গুরু গোবিন্দ সিং-এর যুগে সংকলিত বইটির বঙ্গানুবাদ গত ৮ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন তিনি। গুরু নানকের ৫৫০-তম জন্মবর্ষেই আলোর মুখ দেখল বাংলা গ্রন্থসাহিব। অনুষ্ঠানে সদ্য ভারতরত্ন প্রণববাবু বলেন যে এই বইটি এবার পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং দুনিয়ার অন্যত্র ৩০ কোটি বাঙালির কাছে পৌঁছে যাবে। অনূদিত বইটির কিছু অংশ পড়ে শোনান, গোল পার্কের রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সুপর্ণানন্দ। নানক-জীবনে সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রকাশ কীভাবে ঘটেছিল, তা মেলে ধরেন তিনি। উদ্যোক্তারা মনে করালেন, গ্রন্থসাহিবের সঙ্গে বাংলার যোগ আবহমান। গুরু নানক থেকে শুরু করে গুরু গোবিন্দ সিং পর্যন্ত শিখ গুরুদের অধ্যাত্মভাবনা ও জীবনদর্শন সম্বলিত এই গ্রন্থে তদানীন্তন ভারতের জীবনবোধের একটা সামগ্রিক ছাপ পড়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় ভাবনার ভক্তপ্রবর, সাধক-কবিদের ভাবনাও এই বইয়ে মিশেছে। বীরভূমবাসী জয়দেবের রচিত দু'টি পদও শিখ গুরুরা বইটিতে আহরণ করেছিলেন। অনুবাদের কাজটি সফল হয়েছে ১৭ বছরের চেষ্টায়। পাঁচ খণ্ডে বইটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন মুম্বইবাসী দম্পতি চয়ন ঘোষ ও ঝুমা ঘোষ। গুরুমুখী থেকে হিন্দি, সিন্ধি, গুজরাতি, মারাঠির পরে এই বাংলা তর্জমা।

● **রাজ্যের শিল্প সম্মেলন :**

গত ৭ ফেব্রুয়ারি নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে শুরু হয় দু'দিনের বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পোদ্যোগে সারা দেশের মধ্যে প্রথম এখন পশ্চিমবঙ্গ। গড় জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হারেও সারা দেশের মধ্যে এখন সবার আগে এরাজ্যই। পাশাপাশি বাংলা নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জায়গায় উঠে এসেছে স্টিল উৎপাদন,

গ্রামোন্নয়ন, সড়ক পরিবহণ এবং আবাসন পরিকাঠামোতেও। কৃষকদের রোজগার বেড়েছে তিন গুণ, কর্মসংস্থান বেড়েছে ৪০ শতাংশেরও বেশি। অর্থনীতির এইসব তথ্য দিয়েই বাণিজ্য এবং শিল্পমহলের প্রতিনিধিদের কাছে রাজ্যকে তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম শিল্প সম্মেলনে (বিজিবিএস ২০১৯) রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগমের সঙ্গে চুক্তি করল আসবাবপত্র তৈরির ব্যবসায় যুক্ত সুইজারল্যান্ডের বহুজাতিক সংস্থা আইকিয়া। পরে শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র দাবি করেন, সব কিছু ঠিক চললে হায়দরাবাদের পরে এরাজ্যেই খুলবে ওই বহুজাতিকের দ্বিতীয় বিপণি। প্রচুর কাজের সুযোগ তৈরি হবে। মুম্বই, বেঙ্গালুরু ও গুরগাঁওয়ে জমি কিনলেও এখনও পর্যন্ত হায়দরাবদেই বিপণি খুলেছে আইকিয়া। এরাজ্যের বাজার সম্পর্কেও আগ্রহী হওয়ায় এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছিল তারা। গত আগস্টে 'এমএসএমই কনক্লেভে' রাজ্য থেকে আসবাবপত্র তৈরির কাঁচামাল বাঁশ ও প্রাকৃতিক তন্তু (ফাইবার) কেনার সম্ভাবনার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন সংস্থার কর্তারা। অমিতবাবু বলেছিলেন, আইকিয়া ভারত-সহ নানা দেশ থেকে ২,০০০ কোটি টাকার তন্তু কিনবে।

রাজ্যের শিল্প সম্মেলন 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট'-এ আত্মপ্রকাশ করল রাজ্যের নিজস্ব পর্যটন মোবাইল অ্যাপ। গত ৮ ফেব্রুয়ারি সম্মেলনের দ্বিতীয় তথা শেষ দিনে এই অ্যাপ চালু হয়। রাজ্য সরকারের দাবি, পর্যটকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে গোটা দেশে এই প্রথম এমন পদক্ষেপ করা হল। পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মোট ছ'টি ক্ষেত্রকে অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। হোটেল, হোম-স্টে, রেস্তোরাঁ, ট্যুর অপারেটর, ট্রান্সপোর্ট অপারেটর এবং গাইড—এই ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে যুক্ত সংস্থা/ব্যক্তিকে নিজেদের নাম ওই অ্যাপে নথিভুক্ত করতে হবে। সেই অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত থাকবে পর্যটন দপ্তরের ওয়েবসাইট। রেজিস্ট্রি বা নথিভুক্তির পরে সামগ্রিক পরিষেবার নিরিখে পর্যটকদের অভিজ্ঞতা জানতে চাইতে পারবে তারা। পর্যটকদের জানানো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিটি ক্ষেত্রের রেটিং নির্দিষ্ট করবে পর্যটন দপ্তর।

● **চর্মশিল্প সংস্থাকে জমি :**

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বানতলা চর্মনগরীতে কানপুর ও চেন্নাইয়ের ১৩-টি এবং রাজ্যের ১২-টি সংস্থার হাতে জমি তুলে দিল সরকার। দাবি, ২৫-টি সংস্থায় ১,০০০ কোটি টাকার বেশি লগ্নি হবে। বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলনে কানপুর, চেন্নাই ও কলকাতার তিনটি বড়ো ট্যানারিকে বানতলায় জমি দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন আরও ২৫-টি বড়ো সংস্থাকে জমির 'অফার লেটার' দেন অর্থ তথা শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র। সরকারি সূত্রের খবর, বানতলায় ৭০ একরে ট্যানারির পাশাপাশি ১০০ একর জমি দেওয়া হবে চর্মজাত পণ্য নির্মাতাদের। ৬০ একরে হবে জুতোর পার্ক। সেখানকার তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি রাজারহাটে গেলে আরও প্রায় ১৩০ একর জমি মিলবে।

এখন বানতলায় ২০২ একর জমিতে ৩৩২-টি কারখানা ও ৪০-টি চর্মজাত পণ্যের সংস্থা রয়েছে। অমিতবাবুর দাবি, ব্যবসা হয় ১৩,৫০০ কোটি টাকার। কর্মী প্রায় ২.৫ লক্ষ্য। ক্যালকাটা লেদার কমপ্লেক্স ট্যানারিজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রমেশ জুনেজার দাবি, আগ্রহী সংস্থাগুলি জমি পেলে আরও প্রায় ৫,০০০ কোটি লগ্নি আসবে। বানতলায় লগ্নির সহায়ক পরিবেশ গড়তে 'কমন এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট'-সহ নানা পরিকাঠামো খাতে ৫৪০ কোটি খরচ করছে রাজ্য। অমিতবাবুর দাবি, এর মধ্যে দূষণ প্রতিরোধ-সহ বহু পরিকাঠামোই বিশ্বমানের।

● **সেরা ফরাসি সম্মান ফাদার লাবোর্দকে :**

ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ফাদার ফ্রাঁসোয়া লাবোর্দ। আর ক'দিন বাদেই ৯২ পূর্ণ করবেন। হাওড়ার আন্দুল রোডে তার হাতে গড়া সংস্থার মাঠে জন্মসূত্রে ফরাসি, এই ভারতীয় নাগরিককে গত ৬ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান লিজিয়ঁ দ্য'নর তুলে দেন ফরাসি রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দর জিগলর। বললেন, ফরাসি জাতীয় আদর্শ-ত্রয়ী—স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্বের মধ্যে তৃতীয়টির (ফ্রেটারনিটি) মূর্ত প্রতীক ফাদারের জীবন। হাওড়া, জলপাইগুড়ি, আসানসোলে ফাদারের সংস্থা 'হাওড়া সাউথ পয়েন্ট'-এর বিভিন্ন কেন্দ্রে শারীরিক-মানসিক সমস্যা, অটিজম-সেরিব্রাল পলসি-ডাউন সিনড্রোম ইত্যাদি সমস্যার উজান-ঠেলা সমাজের অজস্র ব্রাত্যদের ক্ষমতায়ন।

দমিনিক লাপিয়েরের 'সিটি অব জয়'-এর চরিত্র একটি পোলিশ সন্ন্যাসীর প্রেরণা ফাদার লাবোর্দ। কলকাতার সন্ত টেরিজার মিশনারিজ অব চ্যারিটির প্রধান সিস্টার প্রেমার বার্তাতেও জাতিধর্ম নির্বিশেষে লাবোর্দের সেবাকাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা। চেন্নাইয়ে সোশ্যাল ইনস্টিটিউট অব লয়োলা কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় সেই ১৯৬৫ সালে এদেশে তথাকথিত মূল স্রোতে প্রান্তিক জনের অবস্থান নিয়ে গবেষণায় মজেছিলেন লাবোর্দ। চেন্নাই থেকে কয়েক মাসেই তার ঠিকানা বদলে হয়ে যায় হাওড়ার পিলখানা বস্তি। আন্দুল রোডের সংস্থার পত্তন ১৯৭৬-এ। আদ্যন্ত ভারতীয় রীতির সংস্থাটির আদর্শ, সর্ব ধর্মের সমন্বয়। কয়েক মাস হল অবসর নিয়েছেন লাবোর্দ।

● **রাজ্যের সেরা থানা কালিয়াগঞ্জ :**

গত তিন বছরে পারদর্শীতার বিচারে রাজ্যে সেরা থানার শিরোপা পেল উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থানা। প্রসঙ্গত, ২০১৮-র ফেব্রুয়ারিতে রাজ্য পুলিশের প্রতিনিধি দল ৫০০-টিরও বেশি থানা পরিদর্শন করে। কালিয়াগঞ্জ থানা পরিদর্শনে আসেন তৎকালীন রাজ্য দুর্নীতিদমন শাখার এডিজি গঙ্গেশ্বর সিং ও রাজ্য পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল (সদর-২) আনন্দ কুমার। তারা গত তিন বছরে থানার বিভিন্ন মামলা ও অপরাধ দমনের নথি, পুলিশ কর্মীদের পারদর্শীতা, আগাম পাওয়া তথ্যে গ্রেপ্তারের সংখ্যা, থানা চত্বরের সৌন্দর্যায়ন, অভিযোগ জানাতে আসা বাসিন্দাদের জন্য পরিকাঠামো ইত্যাদি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট তৈরি করেন। তার বিচারে রাজ্য পুলিশের তরফে কালিয়াগঞ্জ থানাকে রাজ্যে সেরা থানা ঘোষণা করা হয়।

● **ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর ভাড়া নির্ধারণ :**

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর ভাড়ায় সিলমোহর দিয়ে দিল রেল মন্ত্রক। মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (কেএমআরসি)-এর দাবি, যত দ্রুত সম্ভব সল্ট লেক সেক্টর ফাইভ থেকে সল্ট লেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো চালানোর চেষ্টা চলছে। ভাড়া নির্ধারণের জন্যে মন্ত্রকের কাছে কেএমআরসি কর্তৃপক্ষ একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন। সেই রিপোর্ট পর্যালোচনার পর ভাড়া ঠিক করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ২ কিলোমিটার পর্যন্ত ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর ভাড়া পাঁচ টাকাই রাখা হয়েছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রতি ২ থেকে ৫ কিলোমিটারের ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে ১০ টাকা। এর পর ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার ২০ টাকা এবং ১০ থেকে ১৬.৫ কিলোমিটারের ভাড়া হবে ৩০ টাকা।

আপাতত সল্ট লেক সেক্টর ফাইভ থেকে সল্ট লেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত ছ'টি স্টেশনের মধ্যে মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে। মধ্যবর্তী চারটি স্টেশন হল করুণাময়ী, সেন্ট্রাল পার্ক, সিটি সেন্টার এবং বেঙ্গল

কেমিক্যাল। এর পর ধাপে ধাপে এই প্রকল্পের অন্য স্টেশনগুলিও চালু করা হবে। এই রুটের বাকি স্টেশনগুলি ফুলবাগান, শিয়ালদহ, এসপ্ল্যানেড, মহাকরণ, হাওড়া স্টেশন এবং হাওড়া ময়দান। প্রথম ধাপে চলতি বছরের জুনের মধ্যে সল্ট লেক থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত মেট্রো চালু করার পরিকল্পনা ছিল। আগে ঠিক ছিল সেন্ট্রালে একটি স্টেশন হবে। কিন্তু, পরে ঠিক হয় এসপ্ল্যানেডেই হবে স্টেশন। ফলে, মেট্রো প্রকল্পের সময়সীমা যেমন বেড়েছে, তেমনই শিয়ালদহ পর্যন্ত মেট্রো চালানো এখনই সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছে কেএমআরসি।

● **পারিবারিক জমিতে মিউটেশন ফি মকুব :**

পারিবারিক সূত্রে পাওয়া জমির পরচা তৈরির ক্ষেত্রে মিউটেশন ফি মকুব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। গত ২১ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরে একথা জানান স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি জানান, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমি শরিকদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। তার রেকর্ডও করাতে হয় পরের প্রজন্মের নামে। সেই সময় আলাদাভাবে সকলের কাছ থেকে মিউটেশন ফি নেওয়া হ'ত। রাজ্য সরকার এবার সেই ব্যবস্থা তুলে দিচ্ছে। ফলে কোনও পারিবারিক সম্পত্তি ভাগাভাগি হলে তার মিউটেশন করাতে আর কোনও খরচ হবে না। জমির মিউটেশনের তারিখ এবার থেকে মিউটেশন সার্টিফিকেটে উল্লেখ করা হবে। একই জমি পুরোনো পরচা দেখিয়ে একাধিক লোককে বেচে দেওয়ার নজির বহু। এই সমস্যা কাটাতে মিউটেশন সার্টিফিকেটে তারিখ উল্লেখ করা হবে। একাধিক পরচা নিয়ে সমস্যা দেখা দিলে তারিখ দেখে বোঝা যাবে, জমিটি সর্বশেষ কার নামে রেকর্ড হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাকেই জমিটির মালিক বলে ধরা হবে। এর পাশাপাশি, এদিনের বৈঠকে ভূমি দপ্তরের নতুন অ্যাপ তৈরির বিষয়টি মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র পেয়েছে। 'জমির তথ্য' নামে এই অ্যাপে জমি সংক্রান্ত তথ্য মিলবে। জমির রেকর্ড কার নামে, কোনও জমি নিয়ে মামলা চলছে কি না, প্লট ও দাগ নম্বর, জমির মানচিত্র-সহ সব তথ্য থাকবে তাতে।

● **হাসপাতালের বহির্বিভাগের টিকিট অনলাইনেও :**

সরকারি হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার বদলে এবার বাড়িতে বসেই অনলাইনে সরকারি হাসপাতালের বহির্বিভাগের টিকিট কাটা যাবে। গত ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে এসএসকেএম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এই পরিষেবা চালু হয়। এসএসকেএম-এ রোগীর সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে এই সরকারি হাসপাতালে এমন পরিকল্পনা প্রথমে শুরু করা হচ্ছে। পরিষেবার মান বাড়লে অন্য মেডিক্যাল কলেজেও এই ব্যবস্থা চালু করা হবে। দপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে বহির্বিভাগের টিকিট কাটার ব্যবস্থা থাকবে। ওই ওয়েবসাইট খুলে 'ওপিডি টিকিট বুকিং' লেখা অংশে গেলে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ চলে আসবে। নির্দিষ্ট বিভাগে কোন দিন, কোন চিকিৎসক থাকবেন, তারও উল্লেখ থাকবে সেখানে। সেখানেই কোনও নির্দিষ্ট দিনে টিকিট বুকিং করতে চাইলে দিতে হবে মোবাইল নম্বর। সেই নম্বরে পাঠানো ওটিপি ওয়েবসাইটে দিলে তার পরেই টিকিট বুক হয়ে যাবে। সেই টিকিটের প্রিন্ট আউট নিয়ে হাসাপাতালে যেতে হবে রোগী ও তার পরিবারকে। হাসপাতালের প্রতিটি বিভাগের নিরাপত্তারক্ষী ওই প্রিন্ট আউটে থাকা বারকোড মিলিয়ে দেখার পরেই রোগী পৌঁছে যেতে পারবেন চিকিৎসকের কাছে। নিয়ম অনুযায়ী, হাসপাতালে দেখাতে যাওয়ার নির্দিষ্ট দিনের এক সপ্তাহ আগে থেকে অনলাইনে টিকিট কাটা যাবে। একই মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে একসঙ্গে সর্বাধিক চারটি বহির্বিভাগের টিকিট কাটা যাবে। এতদিন হাসপাতাল চত্বরে দু'টাকা দিয়ে বহির্বিভাগের টিকিট কাটতে হলেও অনলাইনে সেই টিকিট কাটা যাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

● **ভুটানে মাংস রপ্তানি করতে পদক্ষেপ :**

হরিণঘাটায় রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের নিজস্ব কসাইখানা রয়েছে। আর ভুটানে মাংস রপ্তানি করতে এবার আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁওয়ে আধুনিক প্রযুক্তির কসাইখানা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ঠিক হয়েছে, অভিজ্ঞ বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে সেটি বানানোর দায়িত্বে থাকবে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তর। দপ্তর সূত্রের খবর, প্রকল্পটি গড়তে ৩০ কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে। প্রশাসনের বক্তব্য, সব ধরনের মাংসেরই ব্যাপক চাহিদা। কিন্তু ৯০ শতাংশ মাংসই জয়গাঁও হয়ে চোরাপথে চালান হয় ভুটানে। সরকারেরও কোনও রাজস্ব আদায় হয় না। কারণ, অসংগঠিতভাবে এক শ্রেণির ব্যবসায়ী সরকারি নিয়মের তোয়াক্কা না করেই জয়গাঁও থেকে চোরাপথে এই ব্যবসা চালাচ্ছেন। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তর সেই বাজারই ধরতে চাইছে। তাতে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান যেমন হবে, সরকারেরও আয় বাড়বে।

অর্থনীতি

- কেব্‌ল টিভি, ডিটিএইচ পরিষেবার নতুন নিয়মে গ্রাহকদের চ্যানেল বাছার সময়সীমা বাড়াল নিয়ন্ত্রক ট্রাই। তারা জানিয়েছে, ৩১ মার্চ পর্যন্ত সেই চ্যানেলের তালিকা জমা দেওয়ার সুযোগ মিলবে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি দিল্লির বৈঠকে পরিষেবা সংস্থাগুলিকে (মাল্টি সার্ভিস অপারেটর, ডিটিএইচ, স্থানীয় কেব্‌ল অপারেটর) গ্রাহকদের ভাষা ও চ্যানেল দেখার প্রবণতা অনুযায়ী কিছু সাময়িক প্যাকেজ (বেস্ট ফিট প্ল্যান) বানাতে নির্দেশ দিয়েছে ট্রাই। তবে তার মাসিক মাসুল এখনকার থেকে বেশি হওয়া চলবে না। ট্রাইয়ের দাবি, গ্রাহকেরা পছন্দের তালিকা জমা দিলেই তা দেখার সুযোগ পাবেন।
- ডিসেম্বরে শিল্পবৃদ্ধি দাঁড়াল ২.৪ শতাংশ। সেই সঙ্গে জানুয়ারিতে খুচরো মূল্যবৃদ্ধি কমার কথা জানাল পরিসংখ্যান দপ্তর। গত জানুয়ারি মাসে তা হয়েছে ২.০৫ শতাংশ। ১৯ মাসে সবচেয়ে কম। মূলত ফল ও আনাজের দাম কমা এবং তেলের দর পড়ার হাত ধরেই কমেছে মূল্যবৃদ্ধি। উৎপাদন শিল্প বেড়েছে ২.৭ শতাংশ হারে। খনন শিল্প সরাসরি কমেছে ১ শতাংশ। শিল্পবৃদ্ধির সূচকের প্রায় ৭৮ শতাংশ জুড়ে থাকে উৎপাদন শিল্প।

● **বাড়ি ও ফ্ল্যাটের জিএসটি ১ শতাংশ :**

মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যে থাকা ফ্ল্যাটে জিএসটি-র হার ৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১ শতাংশ করা হল। পাশাপাশি দামি ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রেও জিএসটি এখনকার ১২ শতাংশ থেকে কমে হচ্ছে ৫ শতাংশ। একই সঙ্গে মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যে থাকা ফ্ল্যাটের সংজ্ঞাও বদলানো হয়েছে। ৪৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দামের ফ্ল্যাটকে এখন থেকে সাধ্যের মধ্যে থাকা ফ্ল্যাট হিসেবে ধরা হবে। মেট্রো শহরের ক্ষেত্রে তাপ মাপ হবে সর্বাধিক ৬০ বর্গমিটার। অন্যান্য শহরের ক্ষেত্রে ৯০ বর্গমিটার। তবে প্রোমোটারেরা কাঁচামাল মেটানো কর ফেরত বা 'ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট'-এর সুবিধা পাবেন না। আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে এই ব্যবস্থা কার্যকর হবে।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারির জিএসটি পরিষদের এই সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন ফ্ল্যাট-বাড়ির ক্রেতাদের জন্য সুখবর, তেমনই প্রোমোটার বা আবাসন নির্মাতাদের জন্যও সুরাহা। কারণ ফ্ল্যাট-বাড়ির উপরে জিএসটি-র বোঝা কমলে ফ্ল্যাটের দাম কমবে বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির আশা। সেক্ষেত্রে বিক্রি বাড়বে। ফ্ল্যাটের বিক্রি বাড়লে আবাসন ক্ষেত্র আরও চাঙ্গা হবে। অর্থমন্ত্রকের আশা, এদিনের সিদ্ধান্তে শহরে ফ্ল্যাট-বাড়ি কেনার স্বপ্ন দেখা নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুখে হাসি ফুটবে।

● **১২-টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে আরও পুঁজি :**

চলতি অর্থবর্ষে ১২-টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৪৮,২৩৯ কোটি ঢালা হবে বলে জানাল অর্থমন্ত্রক। লক্ষ্য একাধিক। এক, বিভিন্ন ব্যাঙ্ককে বিধি অনুযায়ী মূলধন হাতে রাখার শর্ত পূরণে সাহায্য করা। দুই, অনুৎপাদক সম্পদে জর্জরিত যে ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধের (পিসিএ) আওতায় রয়েছে, তাদের একাংশকে সেখান থেকে বার করা। তিন, পিসিএ-মুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে আর্থিক উন্নতির পথে এগিয়ে দেওয়া। কেন্দ্রীয় আর্থিক পরিষেবা সচিব রাজীব কুমার জানান, এর মধ্যে কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক ও এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে ঢালা হবে যথাক্রমে ৯,০৮৬ কোটি ও ৬,৮৯৬ কোটি। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে ৫,৯০৮ কোটি। কুমারের দাবি, দেউলিয়া আইনে ব্যাঙ্কগুলি প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা অনাদায়ি ঋণ আদায় করেছে। এই অর্থবর্ষে তা ১.৮ লক্ষ কোটি ছোঁবে।

● **স্টার্ট-আপ ক্ষেত্রের জন্য বাড়তি সুবিধা :**

ব্যবসায় নতুন ভাবনাকে উৎসাহ দিতে নতুন ব্যবসা বা স্টার্ট-আপের উপরে জোর দেওয়ার কথা বার বার বলেছে কেন্দ্র। এবার সংশ্লিষ্ট শিল্পের পুঁজি জোগাড় ও করের বোঝা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ আরও সহজসরল করতে উদ্যোগী হল সরকার। শিল্পমহলের আর্জিতে সাড়া দিয়ে স্টার্ট-আপের সংজ্ঞার পরিধি বাড়াল বাণিজ্য মন্ত্রক। করের বোঝা কমাতেও করা হল কয়েকটি পদক্ষেপ। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি এই সংক্রান্ত শর্ত শিথিল করার কথা জানান বাণিজ্য মন্ত্রী সুরেশ প্রভু। শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়ন দপ্তর (ডিপিআইআইটি) এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সংস্থাই তাদের হিসেবপত্র ডিপিআইআইটি-কে স্বেচ্ছায় জানাবে। ডিপিআইআইটি তা জানিয়ে দেবে প্রত্যক্ষ কর পর্ষদকে (ডিআইপিপি)। ডিপিআইআইটি-র সচিব রমেশ অভিষেক জানান, কীভাবে সংস্থাগুলি আরও পুঁজি পেতে পারে, সেক্ষেত্রে আরও আইনি সংস্কার জরুরি কি না, তা খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট শিল্পমহলের সঙ্গে পয়লা মার্চ বৈঠকে বসবেন তারা।

ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পাওয়ার সমস্যা এড়াতে সাধারণত স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলি অন্য বেসরকারি সংস্থা বা এঞ্জেল লগ্নিকারী সংস্থার দ্বারস্থ হয়। লগ্নির বিনিময়ে সংস্থায় তাদের শেয়ার দেয় তারা। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মহলের অনেক দিনের অভিযোগ, সেই লগ্নির জন্য এঞ্জেল ইনভেস্টরদের কাছে কর দাবি করে নোটিস পাঠাচ্ছে আয়কর দপ্তর। এর ফলে একদিকে যেমন সবে ব্যবসা শুরু করা সংস্থাগুলির উপর করের বোঝা চাপে, তেমনই লগ্নিকারী সংস্থাগুলির ভারতে বিনিয়োগ করা থেকে মুখ ফেরানোর আশঙ্কা থাকে। তাই নিয়ম শিথিলের দাবি তুলেছিল স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলি। নতুন নিয়মে এঞ্জেল ইনভেস্টরের ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত লগ্নিকে কর ছাড়ের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। আগে এঞ্জেল ইনভেস্টরের লগ্নি-সহ যাবতীয় বিনিয়োগে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত এই সুবিধা পাওয়া যেত।

নতুন সংজ্ঞা :

☐ সংস্থা চালু ও নথিভুক্ত হওয়ার পরে ১০ বছর পর্যন্ত তা স্টার্ট আপ হিসেবে গণ্য হবে। ছিল ৭ বছর।

☐ ব্যবসার অঙ্ক হতে হবে ১০০ কোটি টাকার মধ্যে। ছিল ২৫ কোটি।

কর ছাড় :

☐ ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত এঞ্জেল-লগ্নিতে। আগে সব লগ্নি মিলিয়ে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত অঙ্কে ছাড় মিলত।

☐ শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত কোনও সংস্থার নিট সম্পদ ১০০ কোটি টাকা বা ব্যবসার অঙ্ক অন্তত ২৫০ কোটি হলে, তার কাছ থেকে পাওয়া লগ্নিতে।

★ *তবে এই সুবিধা পেতে জমি-বাড়ি, ১০ লক্ষ টাকার বেশি দামের গাড়ি-সহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে লগ্নি করতে পারবে না স্টার্ট-আপটি।*

● **অসংগঠিত ক্ষেত্রে পেনশনের খুঁটিনাটি :**

অসংগঠিত ক্ষেত্রে মাসে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করা কর্মীদের জন্য পেনশন চালুর ঘোষণা অন্তর্বর্তী বাজেটেই করেছিল কেন্দ্র। এবার তার খুঁটিনাটি জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করল শ্রমমন্ত্রক। এক ঝলকে মূল বিষয়গুলি—**প্রকল্প :** প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন। হচ্ছে অসংগঠিত কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা আইন (২০০৮) মেনে। **চালুর দিন :** ১৫ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন থেকেই নাম লেখানো যাবে এতে। **যোগ্য কর :** শুধু অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীরা। যেমন, মিড ডে মিল কর্মী, মুচি, ভূমিহীন কর্মী, রিকশাচালক, নির্মাণ কর্মী, পরিচারক/পরিচালিকা ইত্যাদি। তবে মাসে তার আয় হতে হবে ১৫,০০০ টাকার মধ্যে। **সদস্য হলে :** প্রকল্পে যোগ দিলে, ফি মাসে কিছু টাকা জমা দিতে হবে কর্মীকে। সম পরিমাণ টাকা জমা দিতে থাকবে কেন্দ্র। অর্থাৎ, কেউ মাসে ১০০ টাকা দিলে, ১০০ টাকা করে দেবে সরকারও। **কত দিতে হবে :** কে কোন বয়সে প্রকল্পে যোগ দিচ্ছেন, তার উপরেই নির্ভর করবে তাকে গুণতে হওয়া টাকার অঙ্কে। যেমন, কেউ ১৮ বছর বয়সে যোগ দিলে, মাসে দিতে হবে ৫৫ টাকা। ২৯ বছরে এলে লাগবে ১০০ টাকা। ২০০ টাকা দিতে হবে ৪০ বছরে শুরু করলে। **যোগ দেওয়ার বয়স :** প্রকল্পে যোগ দিতে বয়স হতে হবে অন্তত ১৮ বছর। তেমনই তা করা যাবে বয়স ৪০ বছর পর্যন্ত হলে। তবে টাকা গুণে যেতে হবে ৬০ বছর পর্যন্তই। **ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট :** নিজের নামে সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকতেই হবে। থাকতে হবে আধারও। **পেনশন কত :** নিয়ম মেনে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে টাকা গুণে গেলে, তার পরে পেনশন মিলবে মাসে ৩,০০০ টাকা। এর জন্য একটি পেনশন তহবিল তৈরি করবে কেন্দ্র। **শর্ত :** জাতীয় পেনশন প্রকল্প (এনপিএস), কর্মী পিএফ প্রকল্প (ইপিএফ), এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন প্রকল্পে শামিল থাকলে নতুন প্রকল্পের সুবিধা মিলবে না। এই সুবিধা পাওয়া যাবে না আয়করদাতা হলেও। **মৃত্যু বা দুর্ঘটনা :** নিয়মিত টাকা দিয়ে যাওয়ার সময়ে মাঝপথে মৃত্যু হলে, প্রকল্প চালিয়ে যেতে পারবেন তার স্বামী/স্ত্রী। সেক্ষেত্রে বাকি সময় নিজের ভাগের টাকা দিতে হবে তাকে। চাইলে প্রকল্প ছাড়তে পারবেন মৃত ব্যক্তির স্বামী/স্ত্রী। সেক্ষেত্রে ততদিন পর্যন্ত গোনা টাকা সুদ সমেত ফেরত পাবেন তিনি। টাকা জমা দেওয়াকালীন কেউ পঙ্গু হয়ে গেলে, তার স্বামী/স্ত্রী বাকি সময় টাকা গুণে প্রকল্প চালিয়ে যেতে পারেন। নয়তো ততদিন পর্যন্ত গোনা টাকা তুলে নিতে পারেন সুদ সমেত। পেনশন পাওয়ার সময়ে মারা গেলে অবশ্য তার স্বামী/স্ত্রী তারপর থেকে অর্ধেক পেনশন পাবেন।

● **সুদ কমাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক :**

রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে ৬.২৫ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। পাশাপাশি রিভার্স রেপো রেটের সুদের হারও কমিয়ে ৬ শতাংশ করেছে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ব্যাঙ্ককে যে সুদে স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেয় তাই হল রেপো রেট। অন্যদিকে, যে সুদে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা ধার নেয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাই হল রিভার্স রেপো রেট। রেপো রেট কমালে তার সুবিধা পায় বিভিন্ন ব্যাঙ্ক। সাধারণত এই সুবিধা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেয় বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক। তাই রেপো রেট কমালে কার লোন, হোম লোন-সহ আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুদের হার কমার সম্ভাবনা বাড়ে।

রেপো রেট কমানোর পাশাপাশি ২০১৮-'১৯ এবং ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষে গড় জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধির হার কী হতে পারে, সেই পূর্বাভাসও দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। জিডিপি ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষে ৭.৪ শতাংশ এবং ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষে ৭.৫ শতাংশ হারে বাড়বে বলে বিবৃতি দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। খুচরো ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির হার এখন ২.২ শতাংশ, যা গত ১৮ মাসের মধ্যে সব থেকে কম। সেই কারণেই রেপো রেট কমানো হল বলে জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তরফে। গভর্নর পদে শক্তিকান্ত দাস দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা।

● **স্মার্টফোন মারফত তথ্য চুরি :**

স্মার্টফোন মারফত তথ্য চুরির ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের ২৩.৬ শতাংশ ম্যালওয়ার হানা হয় ভারত থেকে। বার্ষিক সমীক্ষা রিপোর্টে একথা জানিয়েছে এক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা। এখন স্মার্টফোনই তথ্য চুরির সব থেকে বড়ো হাতিয়ার। সংস্থার দাবি, হাতের মুঠোয় থাকা ওই ছোট্ট যোগাযোগের যন্ত্রটির মাধ্যমে শুধু চরবৃত্তি নয়, ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্যও হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনকে (অ্যাপ) একাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর ম্যালওয়ার হানার বড়ো হংশ হচ্ছে ভারত থেকেই। সমীক্ষায় দাবি, ২০১৭ সালের থেকে ২০১৮-তে বিশ্বে ম্যালওয়ার বা কম্পিউটার ভাইরাস হামলা করে প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসার ক্ষতি করার চেষ্টা প্রায় ২৫ শতাংশ বেড়েছে। মাথা তুলেছে নেটে তথ্য চুরি ও কার্ড জালিয়াতির মতো আর্থিক অপরাধ। তাদের হিসেবে, প্রতি মাসে প্রায় ৪,৮০০-টি সাইটে তথ্য চুরির হানা হচ্ছে।

● **প্রভিডেন্ট ফান্ডে বাড়ল সুদের হার :**

গত ২১ ফেব্রুয়ারি প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার বাড়ানোর প্রস্তাব দিল এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড সংস্থা (ইপিএফও)। এতদিন ৮.৫৫ শতাংশ হারে সুদ পেতেন ইপিএফও সদস্য তথা চাকুরিজীবীরা। ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষে তা বাড়িয়ে ৮.৬৫ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে প্রায় ৬ কোটি ইপিএফও গ্রাহক উপকৃত হবেন। এর আগে ২০১৬ অর্থবর্ষে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার বাড়ানো হয়েছিল। প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার নির্ধারণের দায়িত্বে রয়েছে দ্য সেন্ট্রাল বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (সিবিটি)। সিবিটি-র নেতৃত্বে আবার রয়েছে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক। ইপিএফও-র হয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেয় তারাই। কোন অর্থবর্ষে প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা টাকার হার কত হবে, তা ঠিক করার দায়িত্বও তাদের। সিবিটি-র অনুমোদনের পর বিষয়টি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের কাছে যায়। যার পর জমা টাকার উপর নয়া সুদের হার কার্যকর হয়। সেই অনুযায়ী সরাসরি টাকা ঢুকে যায় গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে। এর আগে, ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষে প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা টাকার উপর সুদের হার ৮.৫৫ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নেন ইপিএফও কর্তৃপক্ষ, পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের তুলনায় যা ছিল সর্বনিম্ন। ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে ওই হার ছিল ৮.৬৫ শতাংশ। ২০১৫-'১৬ অর্থবর্ষে ৮.৮ শতাংশ সুদের হার ঠিক করা হয়। তার আগের দুই অর্থবর্ষ অর্থাৎ ২০১৪-'১৫ এবং ২০১৩-'১৪-তে সুদের হার রাখা হয় ৮.৭৫ শতাংশ। সুদের হার ৮.৫ শতাংশ ছিল ২০১২-'১৩ অর্থবর্ষে।

● **জাতীয় পেনশন প্রকল্প নিয়ে নয়া পদক্ষেপ :**

জাতীয় পেনশন প্রকল্পের (ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম বা এনপিএস) গ্রাহকেরা যাতে ন্যূনতম নিশ্চিত রিটার্ন পেতে পারেন, তার জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্প তৈরির পদক্ষেপ শুরু করল পেনশন ফান্ডের নিয়ন্ত্রক পিএফআরডিএ। এর জন্য পেনশন ফান্ড সংস্থাগুলির থেকে আগ্রহপত্র চেয়েছেন তারা। চাওয়া হয়েছে প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাঠামোও। এনপিএস-এ যুক্ত হওয়ার পর থেকে অবসরের সময় পর্যন্ত গ্রাহকেরা প্রতি মাসে ওই তহবিলে লগ্নি করেন। আর মেয়াদ শেষে জমা হওয়া অঙ্কের সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ফেরত পেতে পারেন তারা। বাকি টাকা দিয়ে অ্যানুয়িটি প্রকল্পের গ্রাহক হওয়া যায়। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসে পেনশন মেলে। জানুয়ারির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এনপিএস-এর পরিচালিত তহবিল (অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট) এখন ২.৯১ লক্ষ কোটি টাকা। আর প্রকল্পটির গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১.২১ কোটি।

খেলা

- সিরিজ জেতা হয়ে গিয়েছিল আগেই। গত ৩ ফেব্রুয়ারি ওয়েলিংটনে ভারত ৪-১ ফলে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ জিতে নিল। পঞ্চম ওয়ান ডে-তে ৩৫ রান করে। ২৫৩ রানের জয়ের লক্ষ্য তাড়া করে ৪৪.১ ওভারে ২১৭ রানে শেষ হল কেন উইলিয়ামসনের কিউইরা। সর্বাধিক ৪৪ করলেন অলরাউন্ডার জেমস নিশাম। মহেন্দ্র সিং ধোনি তাকে অসামান্য তৎপরতায় রান আউট করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জয় নিশ্চিন্ত হয়ে যায়।
- আন্তর্জাতিক স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রুপোর পদক পেলেন হরিহরপাড়ার যুবক রাজীব আনসারি। গত ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ে ২৪-তম এশিয়ান আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে রাজীব ৬০-৬৫ কিলোগ্রাম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন। ভারত ছাড়াও ইরান, ইংল্যান্ড, আর্মেনিয়া, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, কেনিয়া-সহ বিশ্বের ১০-টি দেশের প্রতিযোগীরা তাতে যোগ দিয়েছিলেন।
- শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের কিংবদন্তি, ১৯৯৬ বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক সনৎ জয়সূর্যকে ক্রিকেট দুর্নীতির তদন্তে অসহযোগিতা করার দায়ে দু'বছর নির্বাসিত করল আইসিসি। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক দু'দফায় আইসিসি-র দুর্নীতি বিরোধী আইন ভাঙার কথা মেনে নেওয়ার পরে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা এই শাস্তির কথা জানিয়েছে। এই দু'বছর ক্রিকেট সম্পর্কিত কোনও কিছুর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না জয়সূর্য। ৪৯ বছর বয়সি জয়সূর্যকে গত বছর অক্টোবরে অভিযুক্ত করা হয়।

● **ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ওয়ান ডে সিরিজ জয় ভারতের :**

ব্যাট হাতে স্মৃতি মন্ধানা (৬৩)-মিতালি রাজ (অপরাজিত ৪৭) এবং বল হাতে শিখা পাণ্ডে (৪-১৮) ও ঝুলন গোস্বামী (৪-৩০)-র দাপটে

ইংল্যান্ডকে দ্বিতীয় ওয়ান ডে-তে সহজেই হারাল ভারতের মেয়েরা। সঙ্গে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ে তিন ম্যাচের সিরিজও দখল করে নিলেন ঝুলনরা ২-০ ফলে। প্রথমে ব্যাট করে ইংল্যান্ডের মেয়েরা ১৬১ রানে অল আউট হয়ে যায়। একমাত্র অলরাউন্ডার নাতালি স্কিভার (৮৫) ছাড়া আর কেউ বলার মতো রান তুলতে পারেননি শিখা ও ঝুলনের দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে। জবাবে ৪১.১ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যান মিতালিরা দু'টি পার্টনারশিপের সৌজন্যে। মন্ধানা এবং পুনম রাউতের (৩২) মধ্যে দ্বিতীয় উইকেটে ৭৩ এবং তৃতীয় উইকেটে মন্ধানার সঙ্গে মিতালির ৬৬ রানের পার্টনারশিপই ভারতকে ৭ উইকেটে জয় এনে দেয়। সিরিজের প্রথম ম্যাচ ভারতের মেয়েরা ৬৬ রানে জিতেছিল। নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দু' উইকেটে জিতে যায় ইংল্যান্ড।

● **টি-২০ সিরিজে নিউজিল্যান্ডের কাছে হরমনপ্রীতদের হার :**

গত ৬ ফেব্রুয়ারি ওয়েলিংটনে ভারতের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে ২৩ রানে জিতেছিল নিউজিল্যান্ডের মহিলা ক্রিকেট দল। সিরিজে সমতা ফেরানোর জন্য দ্বিতীয় ম্যাচ জিততেই হ'ত হরমনপ্রীত কৌরের দলকে। কিন্তু ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে তোলে ১৩৫ রান। নাটকীয়ভাবে টি-২০ সিরিজ জিতল নিউজিল্যান্ড। গত ৮ ফেব্রুয়ারি সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে টানটান উত্তেজনার মধ্যে শেষ বলে জিতল কিউই-রা। চার উইকেটে হারাল ভারতকে। একইসঙ্গে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজে এগিয়ে গেল ২-০ ব্যবধানে। ফলে, তৃতীয় ম্যাচ পরিণত হল নিয়মরক্ষায়। সেই ম্যাচও জিতে নেয় নিউজিল্যান্ডের মহিলা ক্রিকেট দল, মাত্র দু'রানের ব্যবধানে।

● **রশিদের নতুন বিশ্বরেকর্ড :**

টি-২০ ক্রিকেটে বিশ্বের এক নম্বর বোলারের মুকুট মাথায় পরার তিনি যে যোগ্যতম ব্যক্তি, তা আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন আফগানিস্তানের রশিদ খান। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি টি-২০ ম্যাচে চার বলে চার উইকেট নিয়ে! ১৬-তম ওভারের শেষ বলে একটি উইকেট নেওয়ার পরে ১৮-তম ওভারের প্রথম তিন বলে তিন উইকেট তুলে নেন ওই লেগস্পিনার। রশিদই হলেন বিশ্বের প্রথম বোলার যিনি টি-২০ ক্রিকেটে চার বলে চার উইকেট নিলেন। করলেন বিশ্বরেকর্ড।

আয়ারল্যান্ডকে ৩২ রানে হারানোর পথে ২৭ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট নেন রশিদ। তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ ৩-০ ফলে জিতেছে আফগানিস্তান। উল্লেখ্য, রশিদের আগে ওয়ান ডে ক্রিকেটে চার বলে চার উইকেট নিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার পেসার লাসিথ মালিঙ্গা। ২০০৭ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এই নজির গড়েছিলেন তিনি। প্রসঙ্গত, ৫২-টি ওয়ান ডে ম্যাচে রশিদের উইকেট সংখ্যা ১১৮। ৩৮-টি টি-২০ ম্যাচে পেয়েছেন ৭৫ উইকেট। আইপিএল থেকে বিগ ব্যাশ—সব জায়গাতেই দাপট দেখিয়েছেন রশিদ। আইপিএল-এ সারাইজার্স হায়দরাবাদের সাফল্যের পিছনেও রয়েছে রশিদের মায়াবী লেগস্পিন।

● **ভারোত্তোলনে ডোপিং আটকাতে পদক্ষেপ :**

ভারোত্তোলনে ডোপিং আটকাতে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা চালু করছে সর্বভারতীয় ফেডারেশন। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বিশাখাপত্তনমে সংস্থার কর্মসমিতির সভায় জানিয়ে দেওয়া হল, এবার থেকে কেউ ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হলে তাকে সাসপেন্ড ও বড়ো রকমের জরিমানা করা হবে। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি যে রাজ্য সংস্থা, জেলা এবং ক্লাব থেকে ওই ভারোত্তোলক প্রতিযোগিতায় নেমেছেন তাদেরও সাসপেন্ড করা হবে। তবে শাস্তি ঘোষণার আগে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে তবেই কারা দোষী ঠিক হবে।

তবে শুধু সিনিয়র পর্যায়ে ডোপ ধরাই নয়, সাবজুনিয়র ও জুনিয়র পর্যায় থেকেই ডোপ আটকানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। সভায় ঠিক হয়েছে, কোনও ভারোত্তোলক ডোপ করে কি না তা নথিভুক্ত ক্লাব বা জেলাকে নিয়মিত খোঁজ রাখতে হবে। কোচেদেরও বলে দিতে হবে, তারা যেন পদকের জন্য নিষিদ্ধ ওষুধ না খাওয়ান। ভারোত্তোলকদের ছোটোবেলা থেকেই কোন কোন ওষুধ নিষিদ্ধ তা বোঝাতে হবে। সভায় ঠিক হয়, এবছর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় হবে জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা।

● **টি-২০-তে রোহিতের রেকর্ড :**

টি-২০ ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বাধিক রানের মালিক হওয়ার দিনেই আরও এক রেকর্ড গড়লেন রোহিত শর্মা। প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে এই ফরম্যাটে একশো ছয় মারলেন মুম্বইকর। ইডেন পার্কে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ৫০ রানের ইনিংসে চারটি ছয় মারেন মুম্বইকর। যার ফলে এই ফরম্যাটে রোহিতের মোট ছয়ের সংখ্যা দাঁড়াল ১০২। ২০ ওভারের ফরম্যাটে রোহিত সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিয়েছে এর মধ্যেই। ২২৮৮ রানে তিনি তালিকায় এখন সবার উপরে। এই ফরম্যাটে চার সেঞ্চুরিও রয়েছে তার। এটাও সবার চেয়ে বেশি। এই ফরম্যাটে জুটিতে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ডও রোহিতের। শিখর ধওয়নের সঙ্গে ওপেনিংয়ে ১৪৮০ রান যোগ করেছেন তিনি। গত ৮ ফেব্রুয়ারি রোহিতের ২৯ বলে ৫০ রানের ইনিংসের সুবাদে সহজেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাত উইকেটে এল জয়। তিন ম্যাচের সিরিজে সমতাও ফেরাল ভারত। এর পর ১০ ফেব্রুয়ারি সিরিজের মীমাংসা হয় হ্যামিলটনে। সেখানে চার রানে ম্যাচ তথা সিরিজ জিতে নেয় নিউজিল্যান্ড।

● **টি-২০-তে রায়নার ৮০০০ রান :**

প্রথম ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে কুড়ি ওভারের ফরম্যাটে ৮০০০ রান করে ফেললেন সুরেশ রায়না। একইসঙ্গে গড়লেন রেকর্ড। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লিতে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ম্যাচে এই মাইলস্টোনে পৌঁছন তিনি। পুদুচেরির বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশের হয়ে তিন নম্বরে নেমে রায়না ১৮ বলে করলেন ১২। আর তাতেই টপকে গেলেন টি-২০ ফরম্যাটে ৮০০০ রানের গণ্ডি। তার রান এখন ৮০০১। সার্বিকভাবে, টি-২০ ক্রিকেটে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারীর তালিকায় রায়না এখন ছয়ে। তার ঠিক পিছনেই রয়েছেন বিরাট কোহালি। ৭৮৩৩ রানে তালিকার সাতে আছেন ভারত অধিনায়ক।

উল্লেখ্য, এটা ছিল এই ফরম্যাটে রায়নার ৩০০-তম ম্যাচও। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র মহেন্দ্র সিং ধোনি এই ফরম্যাটে তিনশোর বেশি ম্যাচ খেলেছেন। রায়নার ঠিক পিছনেই আছেন রোহিত শর্মা কেরিয়ারে মোট ২৯৯ টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন মুম্বইকর। আর একটা ম্যাচ খেললেই ৩০০-র মাইলস্টোন স্পর্শ করে ফেলবেন রোহিত। যা হওয়ার কথা বেঙ্গালুরুতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টি-২০-তে। ২০০৬ সালের ১ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কেরিয়ারের প্রথম টি-২০ খেলেন রায়না। দেশের হয়ে শেষ টি-২০ খেলেছেন গত বছরের ৮ জুলাই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। যাতে ব্যাটিংয়ের

সুযোগ পাননি তিনি। দেশের হয়ে রায়নার শেষ ম্যাচ গত বছরের ১৭ জুলাই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। কেরিয়ারে ২২৬ ওয়ান ডে ও ১৮ টেস্ট খেলেছেন তিনি।

● **শুটিং বিশ্বকাপে সোনা সৌরভের :**

সৌরভ চৌধরি। কৃষক পরিবারের ছেলে। বাস মিরাটের কালিনা গ্রামে। গঙ্গা-যমুনা অববাহিকায় তার পূর্বপুরুষদের হাতে থাকত লাঙ্গল। কিন্তু মাত্র ষোলো বছরের সৌরভের হাতে যে পিস্তল! এবং তা দিয়ে একের পর এক লক্ষ্যভেদ করে যাচ্ছে। যেমন করল গত ২৪ ফেব্রুয়ারি, দিল্লির ড. কার্নি সিং শুটিং রেঞ্জে। প্রথমবার বড়োদের শুটিং বিশ্বকাপে নেমেই সোনা। একই সঙ্গে বিশ্বরেকর্ডও। ঘটনাচক্রে, তার নিজের ইভেন্ট ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে জুনিয়র বিশ্বরেকর্ডের মালিকও সৌরভ। এদিন দিল্লিতে চূড়ান্ত লড়াইটা ছিল সাতজনের সঙ্গে। পাঁচ শটের প্রথম সিরিজ থেকে একেবারে ট্রিগারে শেষবার চাপ দেওয়া পর্যন্ত মিরাটের বিস্ময়-কিশোর কার্যত অন্যদের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। ইভেন্টের শেষে দেখা গেল, তার নামের পাশে ২৪৫.০ স্কোর। যা কিনা বিশ্ব শুটিংয়ে আলোড়ন ফেলে দেওয়া নতুন নজির।

এতটাই কর্তৃত্ব নিয়ে শেষ করল সৌরভ যে রুপো পাওয়া সার্বিয়ান দামির মিকেচের থেকে এগিয়ে থাকল ৫.৭ পয়েন্ট। ২০১৮-র এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী সৌরভ। স্বভাবতই পেয়ে গেল অলিম্পিক্স কোটাও। নিজের ইভেন্টের যোগ্যতা অর্জন রাউন্ডেও সৌরভই আগাগোড়া শীর্ষে থেকেছে। যোগ্যতা অর্জন করেছিল আরও দুই ভারতীয়। অভিষেক বর্মা ও রবিন্দর সিং। কিন্তু তারা পদক জিততে পারেনি। বিশ্বকাপ শুটিংয়ে এদিন মনু ভাকের কিন্তু হতাশ করেছে। কমনওয়েলথ গেমস ও যুব অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী মনু ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে পঞ্চম হয়। ব্যর্থ এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী রাহি সারনোবাতও। একইভাবে সঞ্জীব রাজপুত-পারুল কুমার জুটিও যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।

● **দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ জিতে শ্রীলঙ্কার নজির :**

এশিয়ার প্রথম দল হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজ জিতল শ্রীলঙ্কা। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি পোর্ট এলিজাবেথে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট আট উইকেটে জিতল তারা। এর আগে ডারবানে সিরিজের প্রথম টেস্ট নাটকীয়ভাবে এক উইকেটে জিতেছিল দিমুথ করুণারত্নের দল। এদিনের জয়ের ফলে টেস্ট সিরিজ দাপটে ২-০ করে পকেটে পুরল শ্রীলঙ্কা। ঘরের মাঠে গত আট টেস্ট সিরিজে হারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। শ্রীলঙ্কার আগে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে। ১৯৯৭, ২০০২, ২০০৬, ২০০৯ ও ২০১৪ সালে এদেশে এসে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। আর ইংল্যান্ড ২০০৪-'০৫ ও ২০১৫-'১৬ মরসুমে দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে জিতেছিল টেস্ট সিরিজ।

● **সিনিয়র জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ :**

ফের পি. ভি. সিন্ধুকে টেক্কা দিলেন সাইনা নেহওয়াল। ৮৩-তম সিরিয়র জাতীয় ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে কার্যত উড়িয়ে দিলেন তার প্রধানতম প্রতিপক্ষকে। ২১-১৮, ২১-১৫ ফলে সাইনার জয় দেখে অনেকে বিস্মিত। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার সিন্ধুকে হারিয়ে জাতীয় খেতাব জিতলেন সাইনা। অন্যদিকে, পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালেও গত বছরের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স মুখোমুখি। উত্তরাখণ্ডের ১৭ বছর বয়সি তারকা লক্ষ্য সেনের প্রতিপক্ষ সৌরভ বর্মা। পুরষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে লক্ষ্য সেনকে হারিয়ে টানা তিনবার সিনিয়র জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন সৌরভ বর্মা। ২১-১৮, ২১-১৩ ফলে লক্ষ্যকে হারালেন তিনি। এছাড়া অন্য বিভাগের ফাইনালে জিতে গেলেন পুরুষদের ডাবলসের দ্বিতীয় বাছাই প্রণব জেরি চোপড়া এবং চিরাগ শেট্টি। মেয়েদের ডাবলসে শীর্ষবাছাই মেঘনা জাক্কামপুডি ও পুর্বিশা এস. রাম খেতাব জয়ের শেষ ধাপে পৌঁছে যান। তবে তারা লড়াই হেরে যান অবাছাই শিখা গৌতম এবং অশ্বিনী ভাটের বিরুদ্ধে।

● **জাতীয় স্কুল অ্যাথলেটিক্স মিটে লং জ্যাম্পে ব্রোঞ্জ :**

গত ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬৪-তম অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েদের জাতীয় স্কুল অ্যাথলেটিক্স মিট শুরু হয়েছে গুজরাতের নাদিয়াদে। ১২ ফেব্রুয়ারি ছিল প্রতিযোগিতার শেষ দিন। সেখানে লং জাম্পে হুগলির জিরাটের মৌমিতা মণ্ডলের প্রাপ্তি ব্রোঞ্জের পদক। ইভেন্ট ছিল ১১ ফেব্রুয়ারি। ৫.৫৮ মিটার লাফিয়ে সে তৃতীয় হয়। সোনা পেয়েছে কেরলের সন্দ্রা বাবু (৫.৯৭ মিটার)। রুপো জিতেছে তামিলনাড়ুর বাবিশা পি. (৫.৬১ মিটার)। প্রসঙ্গত, গত আগস্ট মাসে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গণে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৮ মেয়েদের বিভাগে ১০০ মিটার হার্ডলস এবং লং জ্যাম্পে সোনা জেতে মৌমিতা। হার্ডলসে রেকর্ড করে। সেখানে লং জাম্পে সে ৫.৭১ মিটার লাফিয়েছিল।

● **বিদর্ভের টানা দ্বিতীয় রঞ্জি খেতাব :**

রঞ্জি ফাইনালে গত ৭ ফেব্রুয়ারি ৭৮ রানে হেরে গেল চেতেশ্বর পূজারার দল। আর টানা দু'বার রঞ্জিতে চ্যাম্পিয়ন হল বিদর্ভ। চতুর্থ ইনিংসে জেতার জন্য ২০৬ রান করতে হ'ত সৌরাষ্ট্রকে। ৬ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ দিনের শেষে পাঁচ উইকেটে ৫৮ রান ছিল সৌরাষ্ট্রের। শেষ দিনে পাঁচ উইকেটে করতে হ'ত মাত্র ১৪৮ রান। কিন্তু, সকালে প্রথম সেশনেই পড়ে গেল পাঁচ উইকেট। ১২৭ রানে দাঁড়ি পড়ল ইনিংসে। বিশ্বরাজ জাডেজা (৫২) একমাত্র লড়লেন। চেতেশ্বর পূজারা ফাইনালে চরম ব্যর্থ হলেন। দুই ইনিংসে করলেন যথাক্রমে ১ ও ০। যা সৌরাষ্ট্রের রঞ্জি জেতার স্বপ্নে নির্মম আঘাত করল। ফাইনালের নায়ক বাঁ-হাতি স্পিনার আদিত্য সরওয়াটো। দুই ইনিংস মিলিয়ে তিনি নিলেন ১১ উইকেট। এর সঙ্গে বিদর্ভের দ্বিতীয় ইনিংসে দলের হয়ে সর্বাধিক ৪৯ রানও তার করা।

● **জাতীয় স্পেশ্যাল অলিম্পিকে ফুটবলে রাজ্যের মেয়েরা সেরা :**

স্পেশ্যাল অলিম্পিকে জাতীয় স্তরে ইউনিফায়েড ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা বীরভূমের মেয়েদের ফুটবল দল। গত ৫ ফেব্রুয়ারি ওড়িশার ভুবনেশ্বরে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে অন্ধ্রপ্রদেশকে হারিয়ে বীরভূমের মেয়েরা দেশের সেরা। প্রসঙ্গত, জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ভুবনেশ্বরে রওনা হয়েছিল ৮ সদস্যের ছাত্রীদের দলটি। সেই দলে ৪ জন করে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও সাধারণ ছাত্রী ছিল। সেভেন এ-সাইড প্রতিযোগিতায় মাঠে অবশ্য লড়াইয়ে ছিল ৪ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রী ও ৩ জন সাধারণ ছাত্রী। ফুটবল দলে দেবী মুর্মু, পারুল বেঁশরা, রুপি টুডু, নিবেদিতা সরেন আদিবাসী ছাত্রী।

আলাদা স্কুলে নয়। একই স্কুলে সাধারণ পড়ুয়াদের সঙ্গে একত্রে পড়াশোনা করবে সাধারণ এবং শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী পড়ুয়ারা। প্রয়োজনে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে পিছিয়ে থাকা পড়ুয়াটিকে সাধারণ পড়ুয়াদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া হবে। দু'দশক ধরে সরকারিভাবে স্বীকৃত এই ধারণা। ২০০৭ সাল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পড়ুয়াদের খেলাধূলায় একইভাবে অংশগ্রহণের কর্মসূচি গৃহীত হয়। ২০০৮ সাল থেকে যে উদ্যোগের নোডাল এজেন্সি

স্পেশ্যাল অলিম্পিক ভারত। যাতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কোনও পড়ুয়া হীনমন্যতায় না ভোগে। প্রথম থেকেই ইফনিফায়েড স্পোর্টসে উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য রেখেছে বীরভূম। ইউনিফায়েড ফুটবলে গত বছর বীরভূমের ছেলেদের ফুটবল দল দেশের সেরা হয়েছিল। তারপর স্পেশ্যাল অলিম্পিক কমিটি বীরভূমকে নোডাল জেলা ঘোষণা করে। মেয়েদের সাফল্য সেই তালিকায় নতুন মুকুট।

● **প্রথমবার জাতীয় দলের জার্সিতে একসঙ্গে হার্দিক-ক্রুনাল :**

গত ৬ ফেব্রুয়ারি ওয়েলিংটনের ওয়েস্ট প্যাক স্টেডিয়ামে জাতীয় দলের হয়ে প্রথমবার খেলতে দেখা যায় হার্দিক ও ক্রুনাল, দুই ভাইকে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-২০ তাই হয়ে ওঠে স্মরণীয়। ভারতীয় ক্রিকেটে এর আগে দুই ভাইয়ের একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার উদাহরণ দুটো রয়েছে। মহিন্দার অমরনাথ ও সুরিন্দার অমরনাথ এবং ইরফান পাঠান ও ইউসুফ পাঠানের পর হার্দিক-ক্রুনাল থাকছেন তালিকার তিনে।

উল্লেখ্য, মহিন্দার-সুরিন্দারের বাবা লালা অমরনাথও অবশ্য খেলেছেন দেশের হয়ে। ভারতের হয়ে টেস্টে প্রথম সেঞ্চুরিও লালার। তিনি মোট ২৪ টেস্ট খেলেছিলেন। মহিন্দার ও সুরিন্দার যথাক্রমে ৬৯ ও ১০ টেস্ট খেলেন দেশের হয়ে। ১৯৮৩ সালে ভারতের বিশ্বকাপ জয়েও বড়ো ভূমিকা ছিল মহিন্দারের। তিনি ৮৫ একদিনের ম্যাচও খেলেন। ইরফান পাঠান আবার দেশের হয়ে ২৯ টেস্ট, ১২০ ওয়ান ডে ও ২৪ টি-২০ খেলেছেন। তার দাদা ইউসুফ পাঠান দেশের হয়ে ৫৭ ওয়ান ডে এবং ২২ টি-২০ খেলেছেন। ইরফান-ইউসুফ বেশ কিছু ম্যাচ একসঙ্গে খেলেছেন।

প্রসঙ্গত, পাঠান-ভাইদের মতো পাণ্ডিয়া-ভাইরাও ভদোদরার। এর আগেও দু'জনে একসঙ্গে জাতীয় দলের হয়ে খেলতে পারতেন। কিন্তু, ইংল্যান্ড টি-২০ সিরিজে স্কোয়াডে থাকলেও ক্রুনালকে কোনও ম্যাচে খেলানো হয়নি। হার্দিক যদিও সিরিজের তিন ম্যাচেই খেলেছিলেন। ক্রুনাল আবার অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজে প্রত্যেক ম্যাচেই খেলেছিলেন। কিন্তু, হার্দিক তখনও চোট সারিয়ে উঠতে পারেননি। অবশ্য, আইপিএল-এ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে একসঙ্গে খেলতে দেখা গিয়েছে হার্দিক-ক্রুনালকে।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

● **আকাশের রং বদলে যাবে, জানাল গবেষণা :**

রং বদলাচ্ছে পৃথিবীর আকাশ। রং বদলাচ্ছে সাগর, মহাসাগরও। আগামী শতাব্দীতে পৃথিবীর আকাশ আর নীল থাকবে না। বদলে যাবে সাগর, মহাসাগরের রং-ও। মহাকাশ থেকে আমাদের প্রিয় গ্রহটিকে আর নীলাভ দেখাবে না। এই দুঃসংবাদটি দিল ম্যাসাচুসেট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) একটি গবেষণা। জানাল, উষ্ণায়নের জন্য খুব দ্রুত হারে বদলাচ্ছে পৃথিবীর জলবায়ু। তার ফলে, দ্রুত বদলে যাচ্ছে সাগর, মহাসাগরের উপরের স্তরের রং। আর তারই জন্য পৃথিবীর আকাশ তার গৌরব হারাবে। আগামী শতাব্দীতে। হারিয়ে যাবে তার সুন্দর নীল রং। গবেষণাপত্রটি বেরিয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'নেচার-কমিউনিকেশন্‌স'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায়।

ওই গবেষণা জানিয়েছে, সমুদ্র, মহাসাগরের যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবদের বলা হয় 'ফাইটোপ্লাঙ্কটন', দ্রুত হারে জলবায়ু পরিবর্তনের বড়ো প্রভাব পড়েছে তাদের উপর। তারই প্রভাব পড়ছে সাগর, মহাসাগরের রং পরিবর্তনের ক্ষেত্রে। কারণ, এই ফাইটোপ্লাঙ্কটনদের বিশেষ কয়েকটি প্রজাতি সূর্যালোকের বর্ণালীর একটি বিশেষ আলোকে শুষে নিতে পারে। অন্য প্রজাতি সেটা পারে না। মূল গবেষক এমআইটি-র প্রিন্সিপাল রিসার্চ সায়েন্টিস্ট স্তেফানি দাতকিউয়েউইত্‌জ বলেছেন যে আগামী শতাব্দীতে পা দেওয়ার সময়েই বোঝা যাবে, দেখা যাবে কতটা বদলে গিয়েছে পৃথিবীর সবক'টি সাগর, মহাসাগরের রং। যার মানে, আর ৮০ বছরের মধ্যেই পৃথিবীর ৫০ শতাংশ সাগর, মহাসাগরের রং একেবারেই বদলে যাবে। সাগর, মহাসাগরের রং নীল হয় কারণ, নীল রং ছাড়া সূর্যালোকের বর্ণালীর আর সব রংকেই শুষে নিতে পারে জলের অণু। আর সাগর, মহাসাগরে এখন যে প্রজাতির ফাইটোপ্লাঙ্কটনদের আধিপত্য, তাদের শরীরে থাকা পিগমেন্টগুলি বর্ণালীর সবুজ রংটিকে কম শুষে তাকে বেশি করে প্রতিফলিত করে। দাতকিউয়েউইত্‌জ জানাচ্ছেন, বিশ্ব উষ্ণায়ন খুব দ্রুত ফাইটোপ্লাঙ্কটনদের একটি প্রজাতিকে অন্য প্রজাতিতে বদলে দিচ্ছে। তাই যে ফাইটোপ্লাঙ্কটনরা নীল রং শুষে নেয় বলে সাগর, মহাসাগরের রং নীল হয়, উষ্ণায়নের দৌলতে সেই প্রজাতি যদি অন্য প্রজাতিতে বদলে যায়, তা হলে তারা আর নীল রং শুষে নিতে পারবে না। ফলে, সাগর, মহাসাগরের রং-ও তখন বদলে যাবে। উপরের স্তরে তো বটেই। তার ফলে সাগর, মহাসাগরের প্রাণী ও উদ্ভিদের খাদ্যশৃঙ্খলও বদলে যাবে। বদলে যাবে বায়োডাইভার্সিটি বা জীববৈচিত্র্যও।

● **নীল সমুদ্র এবার হয়ে উঠবে সবুজ :**

নীল সাগর অনেক বেশি সবুজাভ হয়ে উঠবে। চলতি শতকের শেষ দিকেই বদলটা স্পষ্ট হতে শুরু করবে। জানাচ্ছেন ব্রিটেনের সাউথাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক। 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাদের এই গবেষণাপত্রটি। গবেষক দলটির অন্যতম সদস্য আনা হিকম্যান জানাচ্ছেন, সমুদ্রের জলে থাকা শৈবালকণা 'ফাইটোপ্লাঙ্কটন' সবুজ। এরা ডাঙার সবুজ গাছেদের মতোই সূর্যের আলোকে ব্যবহার করে খাবার তৈরি করে। যেখানে এদের সংখ্যা কম, সেখানে সাগরের জল নীল। যেখানে বেশি, সেখানে সবজেটে। জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ধারায় বদল আনতে না পারলে ২১০০ সাল নাগাদ এই গ্রহের তাপমাত্রা প্রায় ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। উষ্ণতর জল পেয়ে সংখ্যায় তথা পরিমাণে উষ্ণতর জল পেয়ে সংখ্যায় তথা পরিমাণে (বায়োমাস) বিপুল বাড়বে ফাইটোপ্লাঙ্কটনের। আর তাতেই ঢের বেশি সবজেটে হয়ে উঠবে নীল জল। শুধু তাই নয়, এদের জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এক এক মরশুমে এক এক রকম রং নেবে সমুদ্র। বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিষয়টা শুধু দেখার নয়। সূর্যের আলো সাগর কতটা শুষে নেবে, কতটা ফিরিয়ে দেবে—বদলে যাবে তার ছবিও।

অবশ্য শুধু তাপমাত্রা নয় সাগরজলের সবুজ ও অন্য রংয়ের জৈব বস্তুর কমা-বাড়াটা নির্ভর করে জলের স্রোত বা অম্লতার মতো অন্য বেশ কিছু বিষয়ের উপরেও। কম্পিউটার মডেলের মাধ্যমে বদলের চিত্রটা জানার সময় এই বিষয়গুলিও মাথায় রাখা রয়েছে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ-মার্কিন বিজ্ঞানীদের যৌথ দলটি। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলা কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে বা মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ক্যামেরা ও অন্য যান্ত্রিক

চোখে গত দু'দশকে যে তথ্য জোগাড় হয়েছে, তার ভিত্তিতেই রং বদলের বিষয়টি উঠে এসেছে। হিকম্যানরা জানাচ্ছেন, কারণটা গুরুতর। পৃথিবীতে যত সালোকসংশ্লেষ হয়, তার অর্ধেকটাই করে এই শৈবালকণাদের ক্লোরোফিল। এরাই সমুদ্রের প্রাণীকুলের খাবারের প্রাথমিক জোগানদার। এদের পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমে-বেড়ে গেলে সমুদ্রের খাদ্যচক্রে ও কার্বন-চক্রে বড়োসড়ো পরিবর্তন ঘটবে। অজানা পরিস্থিতি তৈরি হবে। সেই বদলটা মানুষের তথা পৃথিবীর জীবকুলের পক্ষে ভালো বা মন্দ—তা নিয়ে রায় দেওয়ার সময় অবশ্য আসেনি। তবে পরিবর্তনটা রাতারাতি নয়, হচ্ছে ধীরে। খালি চোখে ধরা পড়ার মতো নয়। ফলে এখনই শিল্পীদের রংয়ের প্যালেট পলটে ফেলার সময় আসেনি। তবে বদলটার দিকে বিজ্ঞানীদের নজরদারি জরুরি বলে মনে করছেন হিকম্যান ও তার সতীর্থরা।

● খুব দ্রুত গলছে হিমালয়ের বরফ :

পরিসংখ্যান বলছে, ১৯০০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত হিন্দুকুশ হিমালয়ের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে, সেখানকার বরফ দ্রুত গলতে শুরু করেছিল। তার পর ১৯৪০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত, ৩০ বছরে আবার ঠাণ্ডা হতে শুরু করে হিমালয়। পরে উষ্ণায়নের দৌলতে ১৯৭০ সাল থেকে ফের দ্রুত হারে বরফ গলতে শুরু করেছে হিন্দুকুশ হিমালয়ে। এখন খুব দ্রুত বরফ গলে যাচ্ছে হিন্দুকুশ হিমালয়ের পাহাড়, পর্বতে। দ্রুত গলে যাচ্ছে সেখানকার বড়ো বড়ো হিমবাহগুলি (গ্লেসিয়ার)। গলছে এভারেস্ট, কারাকোরামের মতো পৃথিবীর দু'টি সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গও। অ্যান্টার্কটিকা ও আর্কটিকের (সুমেরু ও কুমেরু) পর হিন্দুকুশ হিমালয়কেই বলা হয় পৃথিবীর 'তৃতীয় মেরু'। হিমালয়ে সেটাই এত দ্রুত হারে হচ্ছে যে আর ৮০ বছরের মধ্যেই তার এক-তৃতীয়াংশ বরফ পুরোপুরি গলে যাবে। আর বিশ্ব উষ্ণায়নের তাপমাত্রার বাড়-বৃদ্ধি যদি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে আটকে রাখা যায়, তা হলেও অর্ধেক বরফই গলে যাবে হিন্দুকুশ পর্বতমালার। উষ্ণায়নের তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লেই গলে যাবে দুই-তৃতীয়াংশ বরফ।

তার ফলে, ওই অঞ্চলে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেকং-সহ প্রধান যে ১০-টি নদী রয়েছে, পুরোপুরি ভেসে যাবে তাদের অববাহিকাগুলি। আর ৪০ বছরের মধ্যেই। তার ফলে, বিপন্ন হয়ে পড়বেন ভারত, পাকিস্তান, চিন, আফগানিস্তান, নেপাল, ভূটান-সহ ৮-টি দেশের প্রায় ২০০ কোটি মানুষ। তার পর সেই হিমবাহগুলির বরফ শেষ হয়ে গিয়ে সেগুলি রুখুসুখু পাথর হয়ে যাবে। ফলে, সেই সব উৎস থেকে বেরিয়ে আসা নদীগুলি পুরোপুরি শুকিয়ে যাবে। গত ৪ ফেব্রুয়ারি ভয়াবহ এই রিপোর্ট দিয়েছে আন্তর্জাতিক পর্বত গবেষণা সংস্থা 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভেলপমেন্ট' (আইসিআইএমওডি)। এই প্রথম তৃতীয় মেরুর বরফ গলার হারের উপর চালানো হল গবেষণা। টানা ৫ বছর ধরে যে গবেষণার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বিভিন্ন দেশের ২০০-রও বেশি বিজ্ঞানী। তাদের গবেষণা খতিয়ে দেখেছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ৩৫০ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী।

উষ্ণায়নের খুব বড়ো প্রভাব পড়েছে হিন্দুকুশ হিমালয়ে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটারের (২ হাজার ১৭৫ মাইল) ওই সুবিশাল পার্বত্য এলাকার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে মোট ৮-টি দেশ। ভারত, পাকিস্তান, চিন, নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও মায়ানমারের বড়ো একটি অংশ। যেখানে গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, মেকং, আমু দরিয়া, তারিম, ইরাওয়াড়ি, সালউইন, ইয়েলো ও ইয়াংঝের মতো রয়েছে ১০-টি প্রধান নদী। আইসিআইএমওডি-র ডেপুটি ডিরেক্টর একলব্য শর্মার দাবি, তারা হিসেব কষে দেখেছেন, উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি আরও ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ে, তা হলে শুধুই হিন্দুকুশ হিমালয়ের তাপমাত্রা বাড়বে ০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর তাতে উত্তর-পশ্চিম হিমালয় আর কারকোরাম পর্বতমালার তাপমাত্রা বাড়বে ০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আইসিআইএমওডি-র হালের রিপোর্ট জানাচ্ছে, হিন্দুকুশ হিমালয়ে হিমবাহ থেকে জন্মানো হ্রদের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত ৮ হাজার ৭৯০-টি। তার মধ্যে বরফ দ্রুত গলে যাওয়ার ফলে ২০৩-টি হ্রদই ভয়াল বন্যা সৃষ্টি করতে পারে।

● বিশ্বের তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি বেড়েছে, জানাল নাসা :

শিল্প বিপ্লবের পর উনিশ শতকে বিশ্বের তাপমাত্রা গড়ে যতটা বেড়েছিল, তার চেয়েও তাপমাত্রা অন্তত ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস (বা, ১.৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট) বেড়েছে, শুধুই গত বছরে। এই বছরেও আমাদের গা পুড়বে অসম্ভব গরমে। দারুণ দহন-জ্বালায় জ্বলতে হবে আমাদের। আগামী ৫ বছরের মধ্যে যেকোনও একটি বছরে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস (বা, ২.৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট) উষ্ণায়নের দৌলতে। উষ্ণায়নের সমস্যাকে যিনি গুরুত্বই দিতে চান না, সেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ওই তথ্য দিয়ে একই সঙ্গে ভুল প্রমাণ করল রাষ্ট্রপুঞ্জ, মার্কিন মহাকাশ সংস্থা 'নাসা' ও সমুদ্র গবেষণা সংস্থা 'নোয়া'। তিনটি সংস্থাই বুধবার আলাদাভাবে জানাল, ভয়ংকর বিপদে পড়ে গিয়েছে সভ্যতা। তার সামনে এখন শুধুই মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন। আর বেঁচে থাকার সেই সম্ভাবনাটাও ঝুলছে শুধুই একটা সুতোর উপর! যার এক ও একমাত্র কারণ, আমরাই দ্রুত বিষিয়ে দিচ্ছি প্রকৃতি ও পরিবেশকে। জেনেশুনেই বিপন্ন করে তুলছি আমাদের অস্তিত্ব। অস্বীকার করছি বেঁচে থাকার অধিকারকে। রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনস্থ ওয়ার্ল্ড মেটিরিওলজিক্যাল অর্গানাইজেশন (ডব্লিউএমও)-এর সেক্রেটারি-জেনারেল পেট্টেরি টালাস বলেছেন যে গত ২২ বছরের মধ্যে ২০-টি বছরই ছিল গত এক শতাব্দীতে উষ্ণতম।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি নাসা এবং নোয়া ওয়াশিংটনে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছে, ২০০১ থেকে শুরু করে একুশ শতকের প্রথম দু'টি দশকে ২০১৮ সালটি ছিল চতুর্থ উষ্ণতম বছর। ২০১৯ সালটি হবে পঞ্চম উষ্ণতম। আর এই দু'টি দশকে সবচেয়ে গরমের বছরটি ছিল ২০১৬। শিল্প বিপ্লবের পর এতটা উষ্ণ হয়নি আর কোনও বছর। গত দেড়শো বছরের মধ্যে ২০১৬ সালটির উষ্ণতম হওয়ার প্রধান কারণ অবশ্য প্রশান্ত মহাসাগরের 'এল নিনো'। ডব্লিউএমও, নাসা এবং নোয়া, এই তিনটি সংস্থাই জানিয়েছে, ২০১৫ সালে প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে বিশ্বের ১৯০-টি দেশ শিল্প বিপ্লবের সময়ের চেয়ে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা-বৃদ্ধিকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার অঙ্গীকার করলেও, এই শতাব্দীর শেষে পৌঁছে তা আদৌ সম্ভব হবে না। তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি বেড়ে যাবে।

● আরও সবুজায়ন হয়েছে বিশ্বে, বলছে নাসা :

চারপাশ থেকে যখন একের পর এক আসছে ধ্বংসের খবর, অবলুপ্তির খবর, তখন সৃষ্টির খবর দিল নাসা। জানাল, আগের চেয়ে গত ২০ বছরে আরও সবুজ হয়েছে পৃথিবী। এও জানাল, ধ্বংসের

মধ্যে এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার নেতৃত্বে রয়েছে ভারত ও চিন। উষ্ণায়নের জেরে যখন তিন/চার ফসলি জমিও উত্তরোত্তর হয়ে পড়ছে অনুর্বর, চাষের অযোগ্য, মাঠ শুকিয়ে কাট হয়ে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার মরসুম, তখন নাসা জানাল, বিশ্বের সবুজায়নে পথ দেখিয়েছে ভারত ও চিন। নাসার এই সাম্প্রতিক গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানীর। বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রঙ্গ রামা মায়নেনি। গবেষণাপত্রটি বেরিয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'নেচার-সাসটেইনেবিলিটি'-র হালের সংখ্যায়।

গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন, উষ্ণায়নের জন্য যখন অভিযোগের আঙুল ওঠার বিরাম নেই মানুষের দিকে, তখন এই গবেষণা জানাল, বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দু'টি দেশ, ভারত ও চিনের নাগরিকরাই ফের প্রাণ ফিরিয়েছেন প্রকৃতির। পরিবেশকে গাছপালাদের জন্য করে তুলেছে আগের চেয়ে বেশি বাসযোগ্য। গাছপালাদের বেড়ে ওঠা, বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন যে আবহাওয়া, পরিবেশ ও পুষ্টির, দক্ষিণ এশিয়ার দু'টি প্রতিবেশী দেশেই, গত দু'দশকে তা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। তাতে এলাকা-পিছু শুধু যে গাছপালার সংখ্যা বা তাদের বসতির ঘনত্ব (পপুলেশন ডেনসিটি) বেড়েছে তাই নয়; বেড়েছে গাছে গাছে পাতার সংখ্যা। পাতারাও আগের চেয়ে হয়েছে অনেক বেশি হৃষ্টপুষ্ট। গত ২০ বছরে আরও সবুজ হয়ে উঠেছে দেশ ভারত ও চিন। নাসা জানাচ্ছে, এসব সম্ভব হয়েছে চিন জুড়ে ব্যাপক বনসৃজনের দৌলতে। আর ভারত ও চিনের কৃষিকাজের কর্মযজ্ঞে। প্রসঙ্গত, বিশ্বের বৃহত্তম বনাঞ্চল, আমাজন বৃষ্টি-অরণ্যও (আমাজন রেনফরেস্ট) রয়েছে প্রায় ৫৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে। ২০০০ সালের গোড়ার দিক থেকে ধরলে, সেই বৃদ্ধির হার খুব কম হলেও, হবে ৫ শতাংশ।

● **উত্তর-পশ্চিম ভারতের কুয়াশা প্রসঙ্গে :**

দিল্লি-সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতের সর্বনাশা কুয়াশা আক্ষরিক অর্থেই, দক্ষিণ এশিয়ার আবহাওয়া, জলবায়ুর পক্ষে অভিশাপ হয়ে উঠেছে। বিষিয়ে দিচ্ছে গোটা দক্ষিণ এশিয়ার বাতাস। প্রকৃতি ও পরিবেশ উৎসাহ দিচ্ছে উষ্ণায়নে। গা আরও গরম করে দিচ্ছে বাংলাদেশ, মলদ্বীপ, মায়ানমার-সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির। এমনটাই বলছে হালের একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা। ওই গবেষণা বলছে, স্থলভাগের উপর থেকে সমুদ্রের দিকে উড়ে যেতে যেতে কুয়াশার মধ্যে থাকা সাবানের ফেনার মতো জলকণাগুলির জাত বদলে যাচ্ছে। তাদের গায়ে লেগে থাকা কার্বন কণাদের গায়ের রং বদলে যাওয়ার জন্য তাদের সূর্যালোক শুষে নেওয়ার ক্ষমতার বাড়া-কমায়। কুয়াশায় থাকা কার্বন কণাগুলি কালো থেকে হয়ে পড়ছে বাদামি। গবেষণাপত্রটি বেরিয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'সায়েন্স অ্যাডভান্সেস'-এর ৩১ জানুয়ারি সংখ্যায়। উল্লেখ, কুয়াশাকে আবহবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয়, 'অ্যাটমস্ফেরিক ব্রাউন ক্লাউড' (এবিসি)। যানবাহনের ধোঁয়া, জীবাশ্ম জ্বালানি ও অন্যান্য উৎস থেকে যে বিষাক্ত কার্বন মৌল ও যৌগের কণা বেরিয়ে আসে তারাই মূলত থাকে এবিসি-তে। বায়ুমণ্ডলের একটি বিশেষ স্তরে থাকে ওই কার্বন কণারা। যারা সূর্যালোকের সাতটি রঙের বেশির ভাগটাই শুষে নেয়। ব্লটিং পেপারের মতো। বিচ্ছুরণও (স্ক্যাটারিং) করে, তবে তা খুবই সামান্য পরিমাণে।

কুয়াশার মধ্যে থাকা ওই কার্বন কণারা সূর্যালোকের সাতটি রংকেই প্রায় পুরোপুরি শুষে নিতে পারে বলে তাদের কালো দেখায়। কিন্তু দিল্লি ও উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে স্থলভাগের উপর দিয়ে সমুদ্রকে লক্ষ্য করে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলির দিকে উড়ে যেতে যেতে কুয়াশার মধ্যে থাকা সেই কার্বন কণাদের আলো শুষে নেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়। ফলে, তাদের গায়ের রং আর কালো থাকে না। হয়ে পড়ে বাদামি। সাম্প্রতিক গবেষণা জানাল, আলো শুষে নেওয়ার ক্ষমতা কমে গেলেও কুয়াশায় থাকা ওই কার্বন কণারা আরও বেশি দিনের আয়ু পেয়ে যায় সমুদ্রের উপর দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলির দিকে যেতে যেতে। যার অর্থ, ওই বাদামি রঙের কার্বন কণাগুলির যতটা আয়ু (আরও সঠিকভাবে বললে, অর্ধায়ু বা হাফ-লাইফ) হয় দিল্লি-সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতে (৩.৬ দিন), দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলিতে তার আয়ু বেড়ে যায় অন্তত তিন থেকে পাঁচ গুণ (৯ থেকে ১৫ দিন)। ফলে, কুয়াশায় থাকা বাদামি রঙের কার্বন কণাগুলি আরও বেশি দিন থাকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে। গবেষকরা দেখেছেন, এটাই ওই অঞ্চলে উষ্ণায়নকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

● **কলকাতা পুরসভার উদ্যোগ :**

■ **বাড়িতেই বর্জ্যের বিভাজন :** কলকাতা পুরসভায় দৈনিক সাড়ে চার হাজার মেট্রিক টন জঞ্জাল জমা হয়। তার মধ্যে পচনশীল জলযুক্ত বর্জ্যের (বায়োডিগ্রেডেবল) পরিমাণ হল ৫০.৫৬ শতাংশ। পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্যের পরিমাণ ১১.৪৮ শতাংশ। আর সহজে পচনশীল নয় (যেমন রাবার, লোহা, প্লাস্টিক, চামড়া-সহ বিভিন্ন জিনিস), এমন বর্জ্যের পরিমাণ ৩৭.৯৬ শতাংশ। সহজে পচনশীল নয়, এমন বর্জ্য (নন-বায়োডিগ্রেডেবল) এবার থেকে আলাদা প্যাকেটে রাখতে হবে গৃহস্থকে। পুরসভার কর্মীরা বাড়িতে গিয়ে তুলে আনবেন সেই প্যাকেট। কলকাতাকে 'গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন সিটি' করার লক্ষ্যেই ওই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। বর্জ্য সংগ্রহের এই নয়া পরিকল্পনায় বাস্তবায়িত করতে জোরকদমে কাজ শুরু করেছে পুর প্রশাসন। বর্তমানে কলকাতার সাতটি ওয়ার্ডে পুরসভা একাধিক বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে এই পরিষেবা দিচ্ছে। এবার পুরকর্মীরাই সেই কাজ করবেন বলে জানানো হয়েছে। আপাতত শহরের ১৪-টি ওয়ার্ড দিয়ে সেই কাজ শুরু হবে। পরে ধাপে ধাপে প্রতিটি ওয়ার্ডকেই সেই পরিষেবার আওতায় আনা হবে বলে জানান পুরসভার এক ইঞ্জিনিয়ার।

■ **সৌরশক্তি ব্যবহারে দূষণ হ্রাস :** কলকাতা পুরসভার পার্কে সৌরশক্তিচালিত আলো ব্যবহারের ফলে কমে গিয়েছে এলাকার দূষণ। সম্প্রতি পুরসভার একটি সমীক্ষায় সেই তথ্যই উঠে এল। দক্ষিণ এবং উত্তর কলকাতার বিভিন্ন পার্কে সৌরশক্তি ব্যবহারের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এক মাসে কমে দাঁড়িয়েছে ৫,৮৮৩.৯ কিলোগ্রাম। সৌরশক্তি পরিচালিত আলো ব্যবহারের ফলে এক বছরে এই সাতটি পার্কে কাবর্ন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমতে পারে ৭০,৬০৬.৮ কিলোগ্রাম। একইভাবে বিদ্যুতের খরচ কমেছে গড়ে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ। কলকাতা পুরসভার উদ্যান দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, পরিবেশের দূষণ কমাতে সৌরশক্তি ব্যবহারে জোর দিয়েছে কলকাতা পুরসভা। আপাতত শহরের ৮-টি উদ্যানে সৌরশক্তি চালিত আলো বসানো হয়েছে। সম্প্রতি ৭-টি পার্কে সৌরশক্তি পরিচালিত আএলা বসিয়ে কী পরিমাণ দূষণ কমানো যায় তার একটি সমীক্ষা হয়েছে। দূষণ প্রতিরোধ সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও জানান, পরবর্তীকালে, শহরের অন্যান্য পার্কগুলিতেও সৌরশক্তি পরিচালিত আলো বসানো হবে।

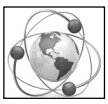

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **দেশের প্রথম রোবট পুলিশ :**

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি দেশের প্রথম রোবট পুলিশের উদ্বোধন করেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। নাম কেপি-বট। এই প্রথম ভারতে রোবট পুলিশ নিয়োগ হল। কেরল পুলিশ ডিপার্টমেন্টের টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট সেন্টার অর্থাৎ কেরল পুলিশ সাইবারডোম এই রোবট বানিয়েছে। এই রোবট দৌড়ে চোর ধরতে পারবে না ঠিকই। তবে পুলিশের প্রায় সমস্ত রকম অফিসিয়াল কাজকর্ম করে ফেলবে একাই। যেমন ধরুন, কাউকে গাইড করা, রিসেপশনে কে ঢুকছে-বেরুচ্ছে, তাদের নাম এন্ট্রি করা, পুলিশ কর্তাদের অ্যাপয়নমেন্ট ঠিক করা। এসবই একা সামলে নেবে কেপি-বট। এমনকী কেপি-বটের মুখে ফেসিয়াল রেকগনিশন ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। যা মুখের ছবি তুলে রাখতে সক্ষম। কেরল পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কেপি-বটের প্রযুক্তি আরও উন্নত করা হবে। তার ফলে দুষ্কৃতীদের চিনে তাদের থানায় ঢোকা থেকে আটকাতেও সক্ষম হবে রোবট পুলিশ।

প্রয়াণ

● **গর্ডন ব্যাঙ্কস :**

গত ১২ ফেব্রুয়ারি চলে গেলেন ইংল্যান্ডের প্রবাদপ্রতিম গোলকিপার গর্ডন ব্যাঙ্কস। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। ঘুমের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ব্যাঙ্কসের পরিবারের তরফ থেকে। ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের একমাত্র বিশ্বকাপ জয়ের পিছনে বড়ো ভূমিকা ছিল ব্যাঙ্কসের। ওই বছরই বিশ্বকাপের আসরে সেমিফাইনালের আগে কোনও বলই নিজেদের জালে ঢুকতে দেননি তিনি। নিজের কেরিয়ারে মোট ৬ বার ফিফার বিশ্বসেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। ক্লাব স্তরে খেলেছেন চেস্টারফিল্ড, লেস্টার সিটি, স্টোক সিটির হয়েও। এরপর ১৯৭০। বিশ্বকাপ জয়েও যে আলো তিনি পাননি, সেই আলো তার উপর এসে পড়ল বিশ্বকাপের ব্রাজিল বনাম ইংল্যান্ডের ম্যাচে। কিংবদন্তি পেলের একটি হেড অবিশ্বাস্যভাবে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য। গোলে বল ঠেলে সেলিব্রেশনের জন্য প্রস্তুত পেলে। চিৎকারও করে উঠেছেন 'গোল' বলে। হঠাৎ দেখলেন কীভাবে যেন উড়ে এসে দু'আঙুলের টোকায় সেই বল বারের উপর দিয়ে বের করে দিলেন গোলকিপার! কিংবদন্তি স্ট্রাইকার এগিয়ে গেলেন আরে কিংবদন্তি গোলকিপারের দিকে। পিঠ চাপড়িয়ে বলে এলেন 'গুড সেভ'। ১৯৭২ সালে একটি দুর্ঘটনায় চোখের দৃষ্টি হারান তিনি। অন্ধকার নেমে আসে ফুটবল কেরিয়ারে। কিন্তু ততদিনে বিশ্বের অন্যতম সেরা গোলরক্ষকদের তালিকায় পাকাপাকিভাবে বসে গিয়েছে তার নাম।

● **অশ্রুকুমার সিকদার :**

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সকালে রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ এবং প্রাবন্ধিক অশ্রুকুমার সিকদার প্রয়াত হলেন। শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৭। শেষের দিকে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ভুগছিলেন বার্ধক্যজনিত অসুখে। থাকতেন শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়ায়। ১৯৩২ সালের ৮ জানুয়ারি তরাইয়ের পাহাড়গুমিয়া চা বাগানে অশ্রুবাবুর জন্ম। পড়াশোনা শিলিগুড়ি বয়েস হাইস্কুলে। মাঝে কিছু দিন জলপাইগুড়ি থাকার পরে কলকাতায় ছিলেন কয়েক বছর। আবার উত্তরবঙ্গে ফিরে আসেন। শিলিগুড়ি কলেজ এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। ঘনিষ্ঠ ছিলেন রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ পুলিনবিহারী সেনের। তার কথাতেই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অশ্রুবাবুর গবেষণা শুরু। তার লেখা অসংখ্য বইয়ের মধ্যে অন্যতম রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য, বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ এবং কিল মারার গোসাঁই।

বিনোদন

● **অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস :**

শেষমেশ অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ছবিকে স্বীকৃতি দিল অ্যাকাডেমি। ৯১-তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডে নেটফ্লিক্স রিলিজ 'রোমা' পেল তিনটি পুরস্কার। এবারের অস্কার যে দরজা খুলে দিল, তা দিয়ে আগামী দিনে অনেক পরিবর্তনের সাক্ষী থাকতে চলেছে এই মঞ্চ। সেরা ডকুমেন্টারি শর্ট পেল 'পিরিয়ড. এন্ড অব সেনটেন্স.'। 'রোমা'-র জন্য সেরা পরিচালক এবং সিনেম্যাটোগ্রাফারের পুরস্কার পেলেন আলফনসো কুয়েরন। বিদেশি বিভাগেও এই ছবিই সেরা। সেরা ছবির পুরস্কার পায় 'গ্রিন বুক'। হোস্ট ছাড়া অস্কারের অনুষ্ঠানও সাম্প্রতিক অতীতে হয়নি। বিতর্কের কারণে কেভিন হার্ট নিজেই সঞ্চালন থেকে পিছু হটেনি। অ্যাকাডেমিও কাউকে আর নিযুক্ত করেনি। বিজয়ীদের মধ্যে অন্যতম সেরা অভিনেত্রী অলিভিয়া কোলম্যান ও সেরা অভিনেতা রামি মালেক।

এক নজরে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস-এর শ্রেষ্ঠরা

ছবি—গ্রিন বুক
অভিনেতা—রামি মালেক (বোহেমিয়ান র‍্যাপসডি)
অভিনেত্রী—অলিভিয়া কোলম্যান (দ্য ফেভারিট)
সহ-অভিনেত্রী—রেজিনা কিং (ইফ বিয়েল স্ট্রীট কুড টক)
সহ-অভিনেতা—মাহেরশালা আলি (গ্রিন বুক)
পরিচালক—আলফনসো কুয়েরন (রোমা)
অ্যানিমেটেড ফিচার—স্পাইডার-ম্যান : ইনটু দ্য স্পাইডার ভার্স

প্রসঙ্গত, দিল্লি থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরের হাপুর গ্রাম। সেখানকার বাসিন্দাদের নিয়েই ২৫ বছর বয়সি ইরানি-মার্কিন পরিচালক রাইকা জেটাব্‌চির তৈরি করেছেন 'পিরিয়ড. এন্ড অব সেনটেন্স.' তথ্যচিত্র। এই ছবি সেরা তথ্যচিত্র হিসেবে জিতে নিয়েছে অস্কার। গ্রামীণ ভারতে ঋতুস্রাব নিয়ে কী ধরনের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, গ্রামের নারী-পুরুষকে সচেতন করতে কী করা হচ্ছে, প্যাড মেশিন বসিয়ে কীভাবে গ্রামের মেয়েরা একে অন্যের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, 'ফ্লাই' নামে স্যানিটারি প্যাড তৈরি করে কীভাবে উত্তরণের কথা ভাবছেন তারা—২৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের ছবির প্রতিপাদ্য এটাই।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

FORM IV

(Statement about ownership and other particulars about newspaper Yojana (**Bengali**) to be published in the first issue every year after the last day of February)

1.	Place of publication	:	Kolkata
2.	Periodicity of its publication	:	Monthly
3.	Printer's Name, Nationality & Address	:	Dr. Sadhana Rout Indian, Publications Division, Soochana Bhavan, C.G.O Complex, New Delhi - 110003
4.	Publisher's Name, Nationality & Address	:	Dr. Sadhana Rout Indian, Publications Division, Soochana Bhavan, C.G.O Complex, New Delhi - 110003
5.	Editor's Name, Nationality & Address	:	Rama Mandal Indian Yojana (Bengali) Publications Division 8, Esplanade East, Kolkata-700069
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one percent of the total capital	:	Wholly owned by Ministry of I & B Government of India, New Delhi- 110001

I, Sadhana Rout, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date: 15.02.2019

(Dr. Sadhana Rout)
(Signature of Publisher)

Celebrate Mahatma's 150th Birth Anniversary with our Gandhian Literature

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Publications Division

Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

For placing orders, please contact:

Ph : 033-2248-8030 / 2576 / 6696, e-mail : kolkatase.dpd@gmail.com

To buy online visit: www.bharatkosh.gov.in

e-version of select books available on Amazon and Google Play

website: www.publicationsdivision.nic.in

Follow us on @ DPD_India

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

March, 2019
R.N.I. No. 19740/69

WBCS প্রস্তুতির সেরা প্রতিষ্ঠান

শুধুমাত্র WBCS-2017 গ্রুপ- A এবং B তে চূড়ান্তভাবে সফল হল 52 জন

1st in WBRS — Susmita Baral
2nd in DSP — Ipsita Dutta
2nd in WBRS — Swaha Bose
3rd in WBRS — Camellia Singha Roy
4th in WBRS — Saranya Barik
4th in DSP — Moumita Ghosh
6th in WBRS — Abhirup Bhattacharjee

819+ Selected so far in WBCS

WBCS (Exe) — Saikat Biswas
WBCS (Exe) — Pronoy Mukhopadhyay
WBCS (Exe) — Paromita Ghosh
WBCS (Exe) — Ranjan Sardar
WBCS (Exe) — Fahim Alam
WBCS (Exe) — Asif Ekbal
WBCS (Exe) — Md Warshid Khan
WBCS (Exe) — Fatema Kausar
WBCS (Exe) — Priyanka Hati
WBCS (Exe) — Manojit Roy
WBCS (Exe) — Partha Das
WBRS — Naba Kumar Das
WBCS (DSP 6th) — Jayanta Debabrata Choudhury
WBCS (DSP 8th) — Manish Kumar Yadav
WBCS (DSP 19th) — Kanak Kanti Biswas
WBRS — Saikat Mitra
WBRS — Madhuparna Sengupta
WBRS — Hasrat Shahin
WBRS — Subhra Rajat Biswas
WBRS — Anik Ray
WBRS — Prosenjit Biswas
WBRS — Chayan Bera
WBRS — Md Hasanul Islam
WBRS — Smritikana Halder
WBRS — Sushobhan Biswas
WBRS — Suvendu Barman
WBRS — Md Jasim
ALC — Pratik Mukherjee
ALC — Biswajit Ghosh
WBF&S Ser. — Samiran Biswas
WBF&S Ser. — Subhodeep Sinha
WBF&S Ser. — Nandadulal Das
WBF&S Ser. — Rakesh Yadav
WBF&S Ser. — Rajdeep Mehta
WBF&S Ser. — Shreyasi Maiti
WBF&S Ser. — Ahm Latifuj Jamal
WBF&S Ser. — Habibulla Laskar
WBF&S Ser. — Goutam Mallick
WBF&S Ser. — Surajit Kumar Debsharma
Co-Op. Ser. — Saikat Bhattacharya
Emp. Ser. — Hirak Das
Emp. Ser. — Tarannum Firdous

Our Success in WBCS

EXAM	GR. A	GR. B	GR. C	GR. D	TOTAL
WBCS-2017	47	05	Result not published yet	Result not published yet	52
WBCS-2016	21	No Vacancy	75	37	133
WBCS-2015	29	1	60	30	120
WBCS-2014	29	14	65	12	120
WBCS-2013	26	9	67	16	118
WBCS-2012	38	5	76	22	141
WBCS-2011	27	8	94	6	135
TOTAL	217	42	437	123	819

সমস্ত বুক স্টলে পাওয়া যাচ্ছে

বইটি প্রকাশিত হতে চলেছে ১৫ই মার্চ, ২০১৯

WBCS-2020 ব্যাচে ভর্ত্তি চলছে।
ক্লাস শুরু ১৭ই মার্চ, ২০১৯

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

H.O : The Self Culture Institute 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

9038786000
9674478644
9674478600

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮,এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।